ধৃতং প্রেম্না

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

(ঊনত্রিংশতম খণ্ড)

ওঁ

ধৃতং প্রেম্না

(উনত্রিংশতম খণ্ড)

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪২৬ বাংলা

—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ—

—ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ—

অযাচক আশ্রম

ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী—১০

মূল্য ঃ পঁয়ষট্টি টাকা (মাশুল স্বতন্ত্র)

মুদ্রণ-সংখ্যা ১,০০০ (এক হাজার) [2019]

প্রকাশক—অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
লাক্সা, বারাণসী-২২১০১০,
দূরভাষ ঃ (০৫৪২) ২৪৫২৩৭৬

প্রিণ্টার ঃ—
অযাচক আশ্রম প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
ডি ৪৬/১৯এ, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
লাক্সা, বারাণসী-২২১০১০.

ISBN—978-93-82043-42-3

ঃ পুস্তকসমূহের প্রাপ্তিস্থান ঃ

অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-২২১০১০ (উত্তর প্রদেশ)

গুরুধাম
পি-২৩৮, স্বামী স্বরূপানন্দ সরণী, কাঁকুড়গাছি,
কলকাতা-৭০০০৫৪ ● দূরভাষ-২৩২০-৮৪৫৫/০৫১৬

অযাচক আশ্রম
"নগেশ ভবন", ৯৯, রামকৃষ্ণ রোড, শিলিগুড়ি, দার্জ্জিলিং

অযাচক আশ্রম
পোঃ চন্দ্রপুর, ধর্মনগর, ত্রিপুরা (উত্তর)

অযাচক আশ্রম
২০বি, লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা (পশ্চিম)
দূরভাষ ঃ (০৩৮১)২৩২৮৩০৫

অযাচক আশ্রম
রাধামাধব রোড, শিলচর-৭৮৮০০১, দূরভাষ ঃ (০৩৮৪২) ২২০২১২

অযাচক আশ্রম
নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড, কাহিলিপাড়া কলোনী,
গৌহাটি-৭৮১০১৮, আসাম ● দূরভাষ-(০৩৬১) ২৪৭৩৩২০

দি মাল্টিভারসিটি
পোঃ—পুপুন্কী আশ্রম, জেলা—বোকারো, ঝাড়খণ্ড, পিনকোড ঃ৮২৭০১৩
ডাকে নিতে হইলে ২৫% অগ্রিম মূল্যসহ বারাণসীতেই পত্র দিবেন।

ঊনত্রিংশতম খণ্ডের নিবেদন

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের সমসাময়িক পত্রাবলি, যাহা ১৩৬৫ সাল হইতে ১৩৮৫ সালের "প্রতিধ্বনি"তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই সঙ্গে সঙ্গে পৃথক্ পুস্তকাকারেও প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা তাঁহার ঊনত্রিংশতম খণ্ড। কাজের প্রয়োজনে একই পত্রের বহু অনুলিপি করিবার শ্রম বাঁচাইবার জন্য এই সকল পত্র "প্রতিধ্বনি"তে প্রকাশের পর দেখা গেল যে,—

(ক) সাময়িক পত্রের সাময়িক প্রচারের ব্যবস্থাটুকু ছাড়াও পুস্তকের মধ্য দিয়া পত্রগুলির স্থায়ী প্রচারের একটা ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন,

এবং

(খ) সমসমকালে "প্রতিধ্বনি"র যাঁহারা গ্রাহক হইতে পারেন নাই, ইচ্ছা করিলে সেই জনসাধারণ যাহাতে পাঠের জন্য পত্রগুলি ভবিষ্যতে হাতের কাছে পাইতে পারেন, তজ্জন্য—পত্রগুলি পৃথক্ পৃথক্ পুস্তকাকারে প্রকাশ আবশ্যক। সেই কারণেই "ধৃতং প্রেম্না" পৃথক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতেছে। প্রথম খণ্ড হইতে অষ্টাত্রিংশতম খণ্ড পর্য্যন্ত প্রকাশের দ্বারা আমরা সুস্পষ্ট অনুভব করিতেছি যে, অখণ্ড-সংহিতার ন্যায় এই গ্রন্থের যথেষ্ট সমাদর আছে। কেহ কেহ পত্র দ্বারা জানাইয়াছেন,—

"ধৃতং প্রেম্না"র পত্রগুলি পাঠ করিয়া আমরা বহু সমস্যার সমাধান পাইয়া অশেষরূপে উপকৃত বোধ করিতেছি।"

কেহ কেহ লিখিয়াছেন,—

"যদিও আমি পত্রলেখক অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের সহিত চাক্ষুষ-ভাবে বা পত্রযোগে পরিচিত নহি, তথাপি, এই সকল পত্রের অনেকগুলিই পাঠ করিয়া আমার মনে হইয়াছে যে, ঠিক আমাকে লক্ষ্য করিয়াই এই সকল মূল্যবান্ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।"

কেহ কেহ লিখিয়াছেন,—

"যদিও পত্রগুলি অন্য কোনও ব্যক্তিকে উপলক্ষ্য করিয়া লিখিত ও প্রেরিত হইয়াছে, তথাপি আমি ইহার ভিতর হইতে আমার জীবনের অতীব জটিল সমস্যা-সমূহের সমাধান পাইয়া বিস্ময়ে রুদ্ধবাক্ হইয়াছি যে, এই ভাবেই শ্রীভগবান্ দিব্যপুরুষদের দ্বারা আপামর জনসাধারণকে উপকার বিতরণ করিয়া থাকেন।"

কেহ কেহ লিখিয়াছেন,—

"শত বক্তৃতা শ্রবণে যাহা হইতে পারিত না, "ধৃতং প্রেম্না" পত্রগুলি পাঠ করিয়া সেই উপকার মানুষের হইয়াছে বলিয়া আমি আমার নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা হইতেই উক্তি করিতে পারি।"

শ্রীশ্রীবাবামণি (অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব) পত্রোত্তরে তাঁহাদের জানাইয়াছেন,—

"অকপট জীবহিতৈষণা নিয়া একটী মাত্র ব্যক্তিকে যে পত্র লিখিয়াছি, অনুরূপ সমস্যায় আকুল অপর ব্যক্তির সেই পত্র হইতে প্রেরণা ও উদ্দীপনা সংগ্রহ অস্বাভাবিক নহে। কাহারও নিকট লিখিত আমার কোনও পত্রের অনুলিপি পাঠ করিয়া যদি তোমাদের কাহারও নিজের কোনও লাভ হইয়া থাকে, তবে তজ্জন্য তোমরা আমাকে

ধন্যবাদ জানাইও না, প্রশংসা জানাও তাঁহাকে, যিনি আমার হাতে লেখনীটী দিয়া নিজে নিজেকে প্রকাশ করিয়াছেন মসী-মুখে সংশয়াপহারী রূপে।"

"ধৃতং প্রেম্না"র প্রথম খণ্ডটী প্রকাশের কালে আমাদের মনে কিন্তু অনিশ্চয়তা ছিল। একটীর পর একটী করিয়া খণ্ড যেমন যেমন প্রকাশিত হইতে লাগিল, তেমন তেমন পাঠক-পাঠিকাদের অভিনন্দনের মধ্য দিয়া আগ্রহ ও উল্লাস পরিলক্ষিত হইল। তাই, আজ আনন্দ-ভরা প্রাণ নিয়া "ধৃতং প্রেম্না" উনত্রিংশতম খণ্ড প্রকাশে উদ্যোগী হইলাম। নিবেদনমিতি পৌষ, ১৩৮৬ বাংলা।

অযাচক আশ্রম
স্বরূপানন্দ স্ট্রীট,
বারাণসী—২২১০০১

নিবেদক—
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
স্নেহময় ব্রহ্মচারী
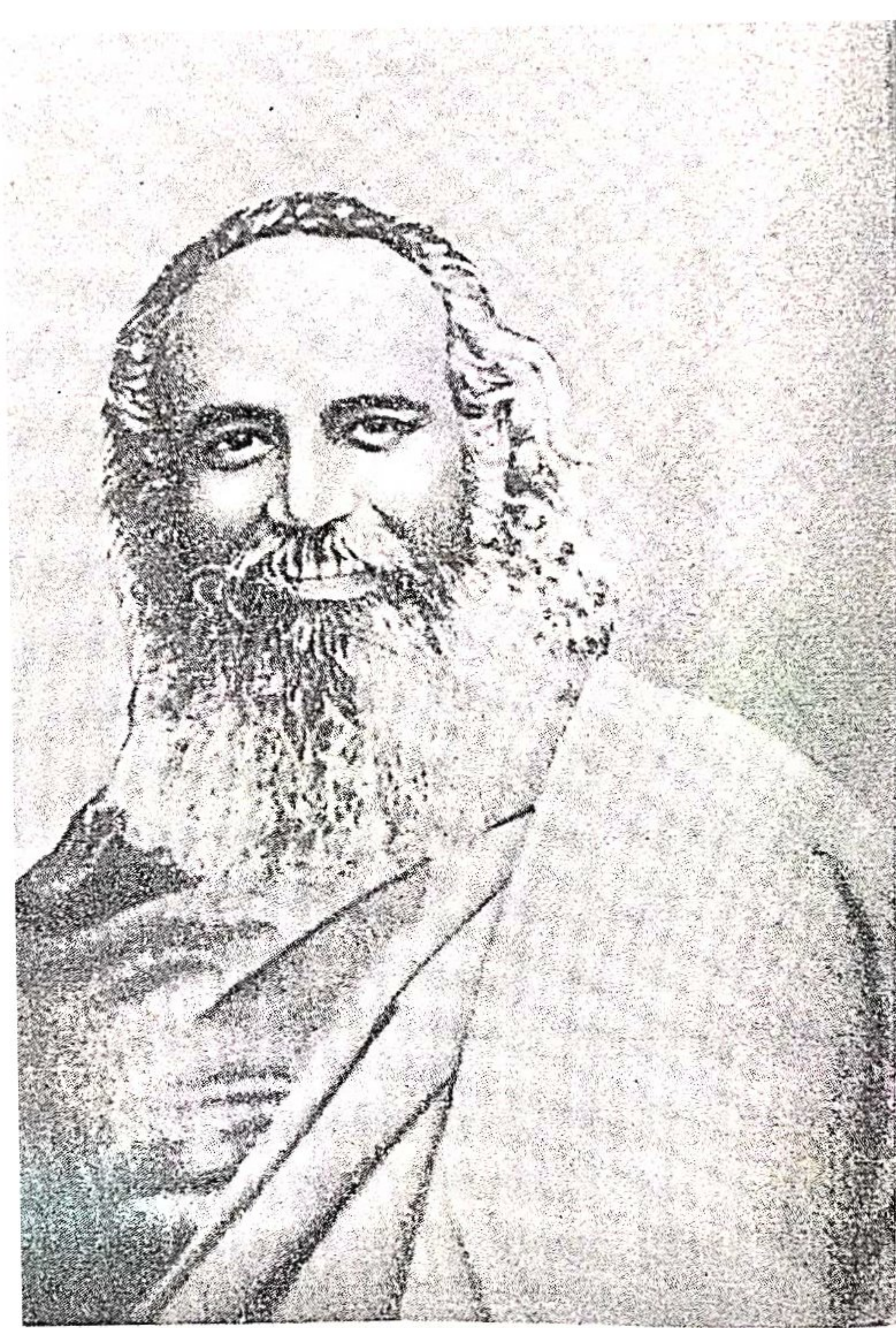
অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব।

ওঁ

ধৃতং প্রেম্না

(উনত্রিংশতম খণ্ড)

—ঃ*ঃ—

(১)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
২রা বৈশাখ, ১৩৭৮

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, নববর্ষের প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও এবং সকলকে জানাইও।

মনে হয় তিন বৎসর পূর্ব্বে তোমাদের বাড়ী গিয়াছিলাম। ক্ষুদ্র গ্রাম, জনবিরল বসতি, টিলা-টঙ্করের মাঝে মাঝে ধান্যক্ষেত্র আর পূর্ব্ববঙ্গের বাস্তুহারা তোমাদের অসমাপ্ত ঘর-দুয়ার। কিন্তু ইহারই মধ্যে তোমরা একটী আশ্চর্য্য কাজ করিয়াছিলে। দীক্ষামণ্ডপে এত অধিক লোকের সমাগম হইয়াছিল যে, অনেক ভাল ভাল বক্তার বক্তৃতাস্থলেও এত শ্রোতা আসিয়া বসেন কিনা সন্দেহ। আমার প্রতি তোমাদের

অপরিসীম শ্রদ্ধা, ধর্ম্মের প্রতি লোকের অবর্ণনীয় আকর্ষণ, পরমেশ্বরে মানুষের গভীর বিশ্বাস আর সংগঠন-কার্য্যে তোমাদের দক্ষতা ও শ্রম সেই দীক্ষামণ্ডপে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছিল। নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানে এমন একটা ঘটনা শতবর্ষেও ঘটিয়াছে বলিয়া ঐ অঞ্চলের কোনও বৃদ্ধ ব্যক্তি স্মরণ করিতে পারেন নাই। এমনই একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার তোমরা তোমাদের নাম-না-জানা ছোট্ট পল্লীটীতে ঘটাইয়াছিলে।

কিন্তু আজ আমার জিজ্ঞাসার প্রয়োজন হইয়াছে যে, সেদিন যাঁহারা দীক্ষা গ্রহণ করিতে তোমাদের বাড়ীতে আগ্রহসহকারে আসিয়াছিলেন এবং যাঁহাদিগকে যোগ্য আতিথ্যপ্রদানের জন্য গৌণতঃ চারিদিকের গুরুভাইবোনেরা এবং মুখ্যতঃ তোমরা প্রচুর অর্থব্যয় করিয়াছিলে, দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ঘরে ফিরিয়া যাইবার পরে তাঁহাদের সহিত তোমরা হৃদ্যতা-পূর্ণ যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিয়াছ কি? সকলে ত একই গ্রাম হইতে আসেন নাই, নানা গ্রাম হইতে নানা জন আসিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কোনও কোনও গ্রাম হইতে তিন জন, পাঁচ জন বা দশ জনও আসিয়াছিলেন। সেই সকল গ্রামে গিয়া তাঁহাদের দ্বারা নিয়মিত সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনাটী প্রচলিত করিবার জন্য একটী একটী করিয়া মণ্ডলী-স্থাপন করিয়া দিয়া আসিয়াছ কি? আমি কিন্তু কোনও খবরই এখন পর্য্যন্ত পাই নাই। একাজটী তোমাদের অবশ্য-করণীয় ছিল। সকলেই চাহে তাহাদের গ্রামে আমার একটী প্রগ্রাম হউক, কিন্তু প্রগ্রাম হইলে যে সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাসীদের স্কন্ধে কয়েকটী দায়িত্ব-ভার আপনা আপনি চাপিয়া বসে, এই কথাটী অনেকেরই খেয়ালে আসে না। কেবল কতকগুলি নরনারী আসিয়া দীক্ষা নিয়া গেলেই সব কাজ হইয়া গেল না। মানুষ যখন দীক্ষা চাহে, তখন দীক্ষা দিবার একটা ব্যবস্থা রাখিতেই

হয় কিন্তু ইহাই কখনো আমার ভ্রমণের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। অদীক্ষিত এবং অদীক্ষিতব্য জনসাধারণের মধ্যে সার্ব্বজনিক সেবা-প্রবৃত্তি ও সৌভ্রাত্র্য জাগরিত করাই আমার সর্ব্বত্র ভ্রমণের একমাত্র এবং মৌলিক উদ্দেশ্য। কিন্তু যাঁহারা আমার মতন সামান্য ব্যক্তির নিকটে পরমেশ্বরের নামে দীক্ষিত হইতে চাহেন, এই উপলক্ষ্যে একটী গৌণ কর্ত্তব্য হিসাবে তাহাদের দীক্ষা লাভের একটী নির্দ্দিষ্ট সময় মাত্র রাখা হয়। কিন্তু এই সকল নবদীক্ষিতেরা সমগ্র জগতের অধিবাসীদিগ হইতে আলাদা নহেন। ইহাদের প্রত্যেককে জগৎকল্যাণ-কর্ম্মে লাগিতে হইবে। সুতরাং দীক্ষা লাভের পরে ইহাদের সহিত তোমাদের যোগাযোগ স্থাপন করা একটী আবশ্যিক কর্ত্তব্য।

একাজটী এতদিন তোমরা করিয়াছ কি? না করিয়া থাকিলে এখনি সুরু কর। তোমার প্রত্যেক দীক্ষিত ভ্রাতা ও ভগিনী জগতের কল্যাণকল্পে একজন একনিষ্ঠ কর্ম্মী সুনিশ্চিতই হইবেন, এই ধারণা লইয়া সকল অধ্যবসায়কে নিয়ন্ত্রিত কর। * * * ইতি—আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্কী আশ্রম
৩রা বৈশাখ, ১৩৭৮

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, নববর্ষের প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। সকলকে দিও।

তোমরা এখন নিজ নিজ ঘরে বসিয়া প্রতিবেশী এক রাষ্ট্রের কামান-গর্জ্জন শুনিতেছ এবং ঘন ঘন তোমাদের গৃহ ও প্রাঙ্গণ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। এ সংবাদ রেডিও-মারফৎ পাইতেছি। কোন্ সময়ে তোমরা কে কোথায় বিপন্ন হও, এইরূপ আশঙ্কাও অনেকের মনে আসিতেছে। ঘটনাবলির দ্রুত পট-পরিবর্ত্তনে কখন কি ঘটে, বলা সত্যই কঠিন। তথাপি তোমরা নিজেদের মনোবল হারাইও না। এই সকল অতীব অবাঞ্ছনীয় দুর্ঘটনা ঘটিবার পূর্ব্বে তোমরা যে যেই কর্ত্তব্যটীতে হস্তক্ষেপ করিতে যাইতেছিলে, সে সেই কর্ত্তব্যটীকে বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিয়া যাও। যাহাতে বিশ্ববাসী সকলের কুশল, পরিণামে শ্রীভগবান তাহাই করিবেন।

ছোট বা বৃহৎ, বাস্তব বা কল্পিত, আসন্ন বা আতঙ্কিত কতকগুলি কারণ দেখাইয়া নিজ নিজ পূর্ব্বপরিকল্পিত কর্ত্তব্যকর্ম্মে শিথিলতা প্রদর্শন কোনও কাজের কথা নহে। চক্ষের প্রায় উপরে যেই সময়ে দেখিতেছি যে একদল নির্ভীক মানুষ নিজেদের কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য অবহেলে প্রাণ পর্য্যন্ত বলি দিয়া দিতেছে, সেই সময়ে ভিন্ন দেশের বিপ্লব-বিপর্য্যয় দেখিয়া নিজের দেশের শান্তিপূর্ণ কর্ত্তব্যগুলি পালনে আমরা যেন অক্ষম না হই, ইহাই কাম্য হউক। বলাই বাহুল্য যে, আশু কোনও শুভফল পাইবার প্রত্যাশায় আমরা আমাদের কর্ম্ম-চেষ্টাকে পরিচালিত করি নাই। সুদীর্ঘ কাল অতিক্রান্ত হইবার পরে যে এক মহনীয় ভবিষ্যৎ আত্মপ্রকাশ করিবে, আমরা তাহার দিকে তাকাইয়া প্রতিটি কার্য্য করিতে প্রবোধিত হইতেছি। এই কারণেই আমাদের যত্ন, চেষ্টা, শ্রম ও অধ্যবসায়কে চলিতে হইবে নদীস্রোতের মতন ধারাবাহিক ভাবে এবং

তাহাতে আমাদের প্রতিজনের শ্রমফলজাত ঘর্ম্ম-বিন্দুকে সংযুক্ত করিতে হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩)

হরিওঁ

বারাণসী

৯ই বৈশাখ, শুক্রবার, ১৩৭৮

(২৩-৪-৭১)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা —, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

এই সঙ্গে যে ত্রিশখানা পত্র দিলাম, তাহা যথাপাত্রে বিতরণ করিয়া দিও। কষ্ট স্বীকার করিয়া পত্রগুলি লিখিয়াছি। জনে জনে যেন পত্রগুলি পায়।

প্রবীণ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিরা কেবল প্রবীণ আর বিচক্ষণ বলিয়াই সম্মানিত হইবেন, এমন কোনও কথা নাই। যাহারা প্রবীণও নহে, বিচক্ষণও নহে, তাহাদিগকে যোগ্য নেতৃত্ব দিবার অধিকারী এই প্রবীণ ও বিচক্ষণেরাই। অধিকারী বলিয়াই যোগ্য নেতৃত্ব দিবার চেষ্টা করা তাহাদের অত্যাবশ্যক কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য যদি তাহারা পালন না করিতে পারে, তাহা হইলে কেবল প্রাবীণ্য বা বিচক্ষণতার জন্যই তাহারা চিরকাল সকলের সম্মানাস্পদ হইয়া থাকিতে পারে না। তাহারা যদি

নবীন ও অনভিজ্ঞ কর্ম্মীদিগকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করে, তবে তাহা দ্বারা দেশ, জাতি ও জগতের অপূরণীয় সর্ব্বনাশ সাধন করিতে পারে। অসতর্ক, অপরিণামদর্শী, অনুচিত নেতৃত্ব অনেক সঙ্ঘ, সমাজ, জাতি বা মানব-গোষ্ঠীকে গুরুতর বিপদ-সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত অতীত ইতিহাসের পাতায় পাতায় পাওয়া যাইবে। নেতার জীবনে দৃষ্টান্তের জাজ্বল্যমানতা থাকা চাই, তাহার চিন্তায় থাকা চাই স্বচ্ছতা এবং বাক্যে থাকা চাই বজ্রের শক্তি।

কেহ পুরাতন কর্ম্মী বলিয়াই তাহার জন্য আলাদা একটা কৌলীন্য সৃষ্ট হয় না, কেহ নূতন কর্ম্মী বলিয়াই তাহাকে পিছনের সারিতেই চিরকাল থাকিতে হইবে, এমন কথাও নাই। অতীতের প্রকৃত ঐতিহ্যকে নিষ্ঠার সহিত যাহারা বহন করিয়া আনিতেছে এবং অকারণ নবপ্রবর্ত্তনের দ্বারা যাহারা সেই ঐতিহ্যকে ম্লান করিতে চাহে না, পুরাতনের প্রাপ্য সম্মান একমাত্র তাহাদের। "আমরা পুরাতন কর্ম্মী, অতএব যাহা অভিরুচি, তাহাই করিয়া যাইতে পারি" এই জাতীয় দর্পিত মনোভাব নিয়া যাহারা চলে, তাহারা সঙ্ঘের অক্ষুণ্ণতা রক্ষা করিতে পারে না।

সঙ্ঘশক্তির সাত্ত্বিক অনুশীলনের দ্বারা তোমরা জগজ্জয়ের সামর্থ্য অর্জ্জন কর। সঙ্ঘশক্তির চর্চ্চা বলিতে প্রথমেই নিজের ব্যক্তিগত জিদের বিসর্জ্জন বুঝিতে হইবে। নিজের জিদকে অটুট রাখিবার জন্য প্রয়োজন হইলে গুরুবাক্যও লঙ্ঘন করিব, এই জাতীয় উদ্ধত মনোভাব সংঘশক্তির চর্চ্চার পক্ষে একেবারেই পরিপন্থী। এমন কতকগুলি মূল সত্য নিশ্চিতই আছে, যাহা অপালন করিলে নিজেকে সংঘের বল-বিধায়ক রাখা যায় না।

প্রেমের তোমরা এমন প্লাবন সৃষ্টি কর, যেন কর্কশ পর্ব্বত-গাত্র জলকল্লোলের তরঙ্গাভিঘাতে মসৃণত্ব প্রাপ্ত হয় এবং পাষাণ হৃদয়গুলি দ্রবীভূত হইয়া জলেরই ন্যায় জীবনপ্রদ হইয়া প্রাণে প্রাণে প্রবেশ করিয়া নবসঞ্জীবনার উদ্দীপন করিয়া যাইতে আরম্ভ করে। যাহারা নিজেদের দাম্ভিক ব্যবহারে নিজেদের ভাইবোনদের সহিত মিলনের পথে বাধার প্রাচীর সৃষ্টি করে, তাহাদের সহিত জোর করিয়া কুটুম্বিতা রক্ষা করিতে চাহিয়া নিত্য নূতন সমস্যার সৃষ্টি করিও না। তাহাদের কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়া নিজেদের কাজ নিজেরা অক্রোধ অহিংস চিত্তে যোগ্য স্থানে যোগ্য ভাবে করিয়া যাইতে থাক।

যাহারা ধারাবাহিক প্রযত্নে কাজ করিয়া যায়, আমার অকুণ্ঠ প্রশংসা তাহাদের স্বাভাবিক প্রাপ্য জানিও। কাজ করিতে গিয়া যাহাতে অকাজের সৃষ্টি না হয়, তাহার দিকে প্রখর দৃষ্টি রাখিও। Line of least resistance—অবলম্বন করিবে। যে দিক দিয়া যে ভাবে কাজ করিয়া গেলে বাধার পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা কম হইবার সম্ভাবনা, পারত-পক্ষে সে ভাবে এবং সেখান দিয়া ছাড়া কাজ করিও না। যুদ্ধকে ভয় করিবার প্রয়োজন নাই কিন্তু বৃথা যুদ্ধ পরিহার করিতে হইবে। বৃথা যুদ্ধে বৃথা শক্তিক্ষয়। সর্ব্বশক্তিকে একমুখ করিয়া কাজ করিবার প্রয়োজনেই সর্ব্বদা অকারণ দ্বন্দ্ব পরিহার করিয়া চলিবে।

তোমাদের কাজে যেন কখনো ছেদ না পড়ে এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যে যেন কখনও ভেদের সৃষ্টি না হয়। নিজেদের মধ্যে অফুরন্ত প্রীতির সঞ্চারকে একেবারে প্রাথমিক কর্ত্তব্য বলিয়া জানিবে। তাহা হইলেই ধারাবাহিক কর্ম্মাভিযান পরিচালনের যোগ্যতা তোমাদের বর্দ্ধিত হইবে।

নিজেদের মধ্যে অফুরন্ত প্রেম-প্রীতি ও অকপট সহযোগ-বুদ্ধি লইয়া কাজ করিলে সে কাজে সফলতা লাভ অবশ্যই হইবে। সফলতা লাভ নিশ্চয়ই একটী পরমা সিদ্ধি কিন্তু নিজেদের মধ্যে অফুরন্ত প্রেম-প্রীতি-ঐক্যের প্রতিষ্ঠাও একটা বিরাট সিদ্ধি বলিয়া জানিবে।

ধারাবাহিক চেষ্টার সুফল ঘনীভূত সাফল্য রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। দীর্ঘকালব্যাপী প্রচার ও সংঘটন অধ্যবসায় সহকারে পরিচালিত হইলে তাহা কদাচ মিথ্যা হইয়া যাইতে পারে না। যখনি যে কর্ম্মসূচী হাতে নিবে, তখনই তাহাকে চূড়ান্ত সাফল্য দিবার জন্য সকলে একমন একপ্রাণ হইয়া লাগিয়া যাইবে। জগতের যেখানে যাঁহারা একমন একপ্রাণ হইয়া কাজে নামিয়া অসাধ্য সাধন করিয়াছেন, শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহাদের প্রতি এবং তাঁহাদের কর্ম্ম-কৌশলের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। সাধ্যমত এবং সঙ্গতমত তাঁহাদের সুদৃষ্টান্ত-নিচয়কে অনুসরণ কর। তাঁহাদের সদ্দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া তোমরা আবার পরবর্ত্তী কর্ম্মি-সমূহের জন্য মহত্তর দৃষ্টান্ত-সমূহ স্থাপন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হও।

তোমাদের প্রচারের মূল বস্তু হওয়া চাই সত্য। তোমাদের অবলম্বিত উপায়-সমূহের হওয়া চাই ন্যায়োপেত এবং বিবেকানুমোদিত। অতি-রঞ্জন ও আতিশয্য বর্জ্জন করিয়া ধীর-প্রযত্নে অনলস দৃঢ়তায় কাজ করিয়া যাইতে থাক। সত্যকে আশ্রয় করিয়া যাহারা চলিবে, সত্য নিজেই তাহাদের সকল বলের উৎস হইয়া থাকিবে। তাহাদের কখনও বলক্ষয় ঘটিবে না। সত্যকে আশ্রয় করিয়া চলিবার সাধনা এক সুমহতী সাধনা। সত্যকে আশ্রয় করিয়া চলিবার চেষ্টা এক সুমহতী চেষ্টা। এই চেষ্টাকে নিখুঁত রাখিবার জন্য প্রাণপণে প্রয়াসী হইবে।

কাজ একটু বেশী করিয়া ফেলিয়াছ বলিয়া কখনো আফশোব করিও না। কারণ, বেশী কাজের সুফল বেশী সফলতা। তবে কাজকে কখনও হুজুগের পর্য্যায়ে নিয়া ফেলিও না। হুজুগেও কিছু কিছু কাজ হয় কিন্তু শক্তিক্ষয় হয় অতিরিক্ত। আর, হুজুগের মধ্য দিয়া প্রকৃত কর্ম্মী চিনিয়া নিতে ক্লেশ হয়।

নিজে একা একা কাজ করার চাইতে সকলকে সঙ্গে লইয়া কাজ করিবার উদ্যমের মহিমা অধিক। অধিক এই জন্য যে, একা কাজ করিলে অনেক সময়ে অহমিকা উদ্ধত হয়, সকলকে লইয়া কাজ করিলে আত্মাভিমানকে বিসর্জ্জন দিতে হয়। যে যত আত্মাভিমানবর্জ্জী, সে তত সফল-কর্ম্মী। অসংখ্য আত্মাভিমানবর্জ্জিত কর্ম্মীর সমাবেশ যে সম্ভব এবং তাহাদের প্রত্যেকের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়া বিরাট ভবিষ্যৎকে উদ্‌ঘাটন যে অবশ্যম্ভাবী, এই বিষয়ে অবিচল বিশ্বাস পোষণ করিবে।

একা একা কাজ করিলে আর কতটুকু কাজ করিতে পারিবে? বহু জনকে কাজে নামাইতে পারিলে বহুগুণ অধিক কাজ করা সম্ভব হইবে। তবে, বহু জনের একত্রাবস্থিতির একটী প্রধান সর্ত্ত শৃঙ্খলা। শৃঙ্খলা না থাকিলে বা না মানিলে বহু জনের মিলনে হট্টগোলই হয়। অর্থাৎ আওয়াজ খুব হয়, কাজ তত হয় না। তোমাদের কলরোলের প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন কাজের। এই মূল কথাটী স্মরণে রাখিয়া প্রতিজনে চলিও।

যাহাতে সত্য সত্যই তোমরা কাজ করিতে পার, কেবল কাজের ভাণ করিয়া আড়ম্বর সৃষ্টিই না কর, কেবল কথা কহিয়া কহিয়া আর কর্ত্তৃত্ব করিয়া করিয়া কাজের সময়, সুযোগ ও সাফল্য-সম্ভাবনা নষ্ট না কর, তাহার জন্য প্রতিজনের ভিতরে নিরভিমানতা ও শৃঙ্খলাপ্রিয়তার-প্রতিষ্ঠা

অত্যাবশ্যক। এমন কি, একটা নগর-সঙ্কীর্ত্তনের মত হৈ-হৈ-রৈ-রৈ ব্যাপারের মধ্যেও শৃঙ্খলাকে আনিয়া বসাইতে হইবে। বহু যন্ত্র এক সঙ্গে বাজিলেই তাহাতে ঐক্যতানের সৃষ্টি হয় না, বহু যন্ত্র একটা নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্য দিয়া বাজিলেই তবে তাহা ঐক্যবাদনে পরিণত হয়। ঐক্যবাদন সফল করিতে হইলে বারংবার রিহার্সাল দরকার। তোমরা তোমাদের ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রতিটি সঙ্ঘবদ্ধ কাজকে পরবর্ত্তী মহত্তর ও বৃহত্তর কাজের একটা রিহার্সাল বলিয়া মনে করিয়া চলিও। ঐক্যবাদনের মাঝখানে যদি একজন কেহ কুড়াল দিয়া তালে-বেতালে শুষ্ক বাঁশ ফাঁড়িতে আরম্ভ করে তবে ঐক্যবাদনের দফারফা হইয়া যায়।

ছোট ছোট অখণ্ডমণ্ডলী প্রত্যেক গ্রামেই একটা করিয়া হইতে পারে। এমন কি বড় বড় গ্রামে বিভিন্ন পাড়াতে এক একটা করিয়া আলাদা আলাদা মণ্ডলী গঠিত হইতে পারে। মণ্ডলী প্রতিষ্ঠার জন্য আমার কাছ হইতে অনুমতি সংগ্রহের প্রয়োজনও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নাই। তবে, মণ্ডলী প্রতিষ্ঠার পরে অনুমোদন অবশ্যই নিতে হইবে। প্রতি বৎসর নূতন কর্ম্মকর্ত্তা নিয়োগের পরেও নিয়মিত অনুমোদন নিতে হইবে। এই মণ্ডলী অনুমোদন না পাওয়া পর্য্যন্ত মণ্ডলীই নহে, একটা আড্ডা মাত্র। মণ্ডলী হইলে তাহাকে আমাদের নির্দ্দেশ পালন করিতে হইবে, আড্ডাখানা ত আমাদের নির্দ্দেশ মানিবে না! কাছাকাছি স্থানে নূতন নূতন মণ্ডলী হইয়াছে বলিয়া আপত্তির কোনও কারণ নাই; যদি মণ্ডলীতে মণ্ডলীতে ঐক্যভাব, সখ্যভাব, সম্প্রীতি ও সহযোগবুদ্ধি রক্ষা করিয়া ইহারা চলিতে চাহে এবং চলিতে পারে। পার্শ্ববর্ত্তী একটা মণ্ডলীর প্রতি আমৃত্যু বৈরভাব পোষণ করিয়াই যদি নূতন মণ্ডলী স্থাপন করিতে হয়, তবে এমন মণ্ডলী যত দ্রুত নিপাত যায়, ততই ভাল।

সমবেত উপাসনার সঠিক অনুশীলনই মণ্ডলীগুলির প্রাথমিক কর্ত্তব্য। সবাই যাহাতে সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনায় যোগদান করিতে প্রীত মনে আসে এবং উপাসনান্তে প্রীততর মন লইয়া গৃহে ফিরিবার অভ্যাসটা আয়ত্ত করে, মণ্ডলী স্থাপনের ইহাই একেবারে গোড়ার কথা। এক স্থানের প্রতি রাগ করিয়া দ্বেষবশে অন্য স্থানে আরেকটা অখণ্ডমণ্ডলী স্থাপন করা অত্যন্ত অশোভন ব্যাপার। নিত্য নূতন স্থানে নূতন নূতন মণ্ডলী স্থাপিত হউক এবং প্রত্যেক নূতন মণ্ডলীর সদস্য-সদস্যারা পার্শ্ববর্ত্তী অপরাপর মণ্ডলীর ভ্রাতা-ভগিনীদের প্রতি মৈত্রী-ভাব প্রতিষ্ঠা করিয়া নিয়া তারপরে সব কাজ করুক। সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া গেলে নবগঠিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য যেমন করিয়া নিজেদের মধ্যে সীমানা নিয়া কেবল যুদ্ধ-বিগ্রহ করে, একটা বড় মণ্ডলী ভাঙ্গিয়া গিয়া চারিদিকে ছোট ছোট নূতন মণ্ডলী স্থাপিত হইবার পরে সেই সামন্ততান্ত্রিক লড়াই-ঝগড়াই যদি চলিতে থাকে, তবে মণ্ডলী-গঠনের আসল উদ্দেশ্যই পণ্ড হইয়া যায়। জগদ্ভরা সকলের সহিত সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার চেষ্টাই হইতেছে অখণ্ডদের মূল আদর্শ। এমতাবস্থায় নিজেদের মধ্যে প্রবল বৈরভাবকে কেবলই উত্তেজিত ও সন্ধুক্ষিত করিয়া তুলিবার কুটিল মনোভঙ্গী অত্যন্ত আপত্তিজনক ও পরিতাপ-যোগ্য হইবে। যেখানে যাহারা আছ পরস্পরের প্রতি কলহ-পরায়ণ, সকলে এই মুহূর্ত্তে নিজ নিজ কলহ ভুলিয়া যাও এবং চতুর্দ্দিকে মৈত্রী ও প্রীতির মলয়-পবন প্রবাহিত করিবার চেষ্টা কর।

স্থানের দূরত্ব হেতু অনেকে ইচ্ছা থাকিলেও মণ্ডলীতে গিয়া সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনায় যোগ দিতে পারে না। এইরূপ স্থলে উপাসকদের সুবিধার জন্য প্রায় স্থানেই প্রথম-প্রতিষ্ঠিত মণ্ডলীটার তিন চারিটি আলাদা

আলাদা উপাসনা-কেন্দ্র হয়। পরে আস্তে আস্তে উপাসক ও সমর্থকদের সংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এক একটী উপাসনা-কেন্দ্র আলাদা একটী সজীব মণ্ডলীতে পরিণত হয়। ইহার মধ্যে কোনও অস্বাভাবিকতা নাই বলিয়াই ক্রমে ক্রমে চারিদিকে অসংখ্য নূতন মণ্ডলীর আবির্ভাব সম্ভব হইতেছে।

নূতন নূতন মণ্ডলী গঠন করিয়া পারস্পরিক মিলনের সুদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করার চেষ্টা যাহাতে সকলে করে, এজন্য আমি পুনরায় আমার অভিমত সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করিতেছি। এক সঙ্গে কাজ করিতে গেলে মতভেদ বা অপ্রীতিকর ব্যাপার কখনো কখনো হঠাৎ হইয়া থাকে। নূতন মণ্ডলী করিবার পরে যাহারা সেই পুরাতনের কাসুন্দিই কেবল ঘাটিতে থাকিবে, নূতন করিয়া সম্প্রীতি স্থাপনের চেষ্টা করিবে না, সেই সকল মণ্ডলীকে আমি বা আমার স্থলাভিষিক্ত কোনও যোগ্য ব্যক্তি কদাচ অনুমোদন প্রদান করিব না বা করিবে না। সম্প্রীতির চর্চ্চা করিবার জন্যই মণ্ডলী, আমৃত্যু নিষ্ঠায় কেবল কলহ ও অশান্তির অনুশীলন করিবার জন্য মণ্ডলী নহে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৩)

হরিওঁ

বারাণসী

৯ই বৈশাখ, ১৩৭৮

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, আমার নববর্ষের প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

যে আমাকে তাহার পরমায়ু দেয়, তাহার পরমায়ু বাড়ে, কদাচ কমে না। যে আমাকে তাহার যাহা কিছু দেয়, তাহার তাহা বাড়ে, কদাচ

হ্রাস পায় না। তোমার অন্তরের প্রেম আমি উপলব্ধি করিয়াছি। * * * বিগত শ্রমদানের সময়ে তোমরা কেবল দৈহিক শ্রমই দিয়া যাও নাই, বিমল ভক্তি এবং অকৃত্রিম প্রেমও দিয়া গিয়াছ। তোমাদের সেই ভক্তি ও প্রেমের পুলক-স্পর্শ আমার অন্তরে এখনও নিরন্তর হর্ষ-শিহরণ জাগাইতেছে। জগতে প্রেমই একমাত্র সত্য বস্তু, কারণ প্রেমই ত্যাগকে সম্ভব করে, সহজ করে এবং সুন্দর করে। জগদ্ব্যাপী যত আন্দোলন চলিতেছে, তাহার অধিকাংশই শুধু চোপার জোরে চলিতেছে। যদি ঐগুলি প্রেমের বলে চলিত, তাহা হইলে মানুষের পার্থিব দুঃখ-বিদূরণের সাথে সাথে মনের দুঃখ, প্রাণের দুঃখ, আত্মার দুঃখও দূর করিয়া দিতে সফলকাম হইত। আমি তোমাদের নিকটে পার্থিব কোনও প্রাপ্তি কদাচ চাহি না কিন্তু অন্তর আমার প্রেম-পিপাসু, ইহা অস্বীকার করিব না।

তোমার বিবাহ যখন তোমার গুরুজনেরা স্থির করিয়াছেন, তখন বিবাহ কর বাবা। মনে দ্বিধা রাখিবার প্রয়োজন নাই। তুমি যদি আমার আদর্শকে জীবনের ধ্রুবতারা করিতে পারিয়া থাক, তবে তোমার নবপরিণীতা পত্নীও তাহা পারিবেন। তোমার পত্রে বর্ণিত বিষয় হইতে আমি এই বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়াছি। স্বামী ও পত্নী যেখানে একই আদর্শের প্রতি অনুরাগশীল ও অনুসরণ-তৎপর, সেখানে বিবাহ জীবনের ট্রাজেডি হইতে পারে না। আদর্শের অমিলন হেতুই গৃহে গৃহে নানা বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

জৈব প্রয়োজনের তাড়নায় নহে, আদর্শবাদের প্রেরণায় তোমরা দাম্পত্য জীবনকে সঙ্গত-ভাবে অনুশীলনে আন. সুদূর ভবিষ্যতের অনাগত মানবকুলের মধ্যে মহত্ত্বের সঞ্চারণাকে একান্তই সহজাত সংস্কার রূপে সুপ্রাপ্য করিবার সাধন হিসাবে বিবাহকে অঙ্গীকার কর। শুধুই সুখের

প্রয়োজনে নহে, শুধুই মজা লুটিবার জন্য নহে, জগদ্বাসীকে নূতন মানব-জাতির মুখ-দর্শনের সৌভাগ্য দান করিবার কঠোর সাধনার সাধক-সাধিকা রূপে বিবাহিত জীবনকে স্বীকার কর।

আশীর্ব্বাদ করি, তোমাদের বিবাহিত জীবন সুখময়, শান্তিময়, আনন্দময়, তৃপ্তিময়, অনাময় এবং সুদীর্ঘ হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫)

হরিওঁ

বারাণসী

৯ই বৈশাখ, ১৩৭৮

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, নববর্ষের প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। অতি দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছ। পত্র সংক্ষেপে লিখিও।

ফলাফলের দিক দিয়া প্রত্যেক অনুষ্ঠানেরই দুইটী দিক আছে। একটী হইতেছে সাময়িক ফল, যাহা অস্থায়ী এবং নিতান্তই সমসাময়িক প্রয়োজনকে সিদ্ধ করে। অপরটী হইতেছে স্থায়ী ফল, যাহা নিতান্তই অস্থায়ী নহে বা কেবল সম-সাময়িক নহে, যাহার ফল সুদীর্ঘ ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইতে থাকে। একটী আঙ্গুরের লতার গোড়ার দিকেই এক গুচ্ছ আঙ্গুর ফলিল, ইহাকে সাময়িক ফলের সহিত তুলিত করিতে পার কিন্তু লতার অগ্রভাগটী ক্রমশ বাড়িতে বাড়িতে যতদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া গেল, আস্তে আস্তে সর্ব্বত্র গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে কেবলই

নিত্য নূতন ফলের গুচ্ছ আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল,—ইহাকে স্থায়ী ফলের সহিত তুলিত করিতে পার। অথবা দ্রাক্ষার গুচ্ছকে গাছ হইতে পাড়িয়া নিয়া টপাটপ মুখে পুরিতে লাগিলে, ইহাকে সাময়িক ফল বলিতে পার এবং সুপক্ক ফলগুলি পাড়িয়া আনিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া যত্ন করিয়া নিরাপদ আধারে রক্ষা করিলে এবং সেই সুরক্ষিত সম্পদ দীর্ঘ দিন ধরিয়া বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহার করিতে লাগিলে বা পারিলে, ইহাকে বলিতে পার স্থায়ী ফল। প্রতিটি কর্ম্ম করিবার কালে ফলের দীর্ঘ-স্থায়িত্বের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কর্ম্মপ্রকরণ সৃষ্টি করিও। প্রত্যেককে স্থায়ী সুফলের দিকে নজর রাখিতে প্রেরণা দিও। সাময়িক হুজুগে অনেক সময়ে অনেক সৎকাজের গোড়াপত্তন হইয়া যায়, হুজুগের স্বপক্ষে এইটী একটী অকাট্য যুক্তি। কিন্তু চারা রুপিলেই ত গাছ বাড়ে না, গাছ হইলেই ত সঙ্গে সঙ্গে ফল জন্মে না, এক বৎসর ফল হইয়া দশ বৎসর ত অজন্মাও যাইতে পারে! এতগুলি দিকে তাকাইয়া চারা রুপিতে হইবে।

সকলকে কাজে নামাইতে পারিলে কঠিন কাজও সহজ হয়, এই সত্য কখনও ভুলিও না। সকলের সকল শক্তিকে একত্র ও একমুখ করিয়া কাজ করিবার কৌশল আয়ত্ত করিতে প্রত্যেকে যত্নবান্ হও। সকলকে কাজে নামাইতে হইলে প্রকৃত আদর্শবাদের প্রচার আবশ্যক। আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া কাজ করা আর চক্ষু বাঁধিয়া নিয়া ফুটবল খেলা এক কথা।

সাম্প্রদায়িক ভাবের পুষ্টি দ্বারা আমাদের শক্তি বাড়িবে না। সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা পরিহার করিবার মধ্য দিয়াই আমাদিগকে শক্তি সংগ্রহ করিতে হইবে। শক্তির উৎস বিশ্বভ্রাতৃত্ব, সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি

নহে। সেই উৎস হইতেই প্রকৃত উৎসবের উৎপত্তি। সকলকে লইয়া আনন্দ-কলরোলে মাতিতে হইলে সকলের প্রতি সমতা-বোধ, মমত্ব ও প্রেমের প্রয়োজন। সেই মমত্ব ও সেই প্রেমেরই আমি পূজারী।

সাধন-জগতে গুরুবাক্য-পালনে নিষ্ঠার প্রয়োজন আছে। নিষ্ঠা কথাটার হেলার্থে প্রতিশব্দ হইতেছে গোঁড়ামি। সাধনের ব্যাপারে এই গোঁড়ামির যথেষ্ট উপযোগিতা আছে কিন্তু নিষ্ঠার সহিত অন্য মত ও অন্য পথের প্রতি বিদ্বেষের কোনও সংশ্রব নাই বা থাকিতে পারে না। অন্যেরা নিজ নিজ সাধন নিজ নিজ পথে থাকিয়াই করুক, তাহাদের প্রতি তোমরা কদাচ অপ্রেম পোষণ করিবে না। আবার, নিজের সাধন-পথে যখন চলিতেছ, তখন অন্যকে খুশী করিবার জন্য বা নিজের কোনও বাহাদুরীকে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য তাহার সহিত অন্যান্য পাঁচ-মিশালী প্রকরণ সংযুক্ত করিবে না। সাধনে স্বগৃহীত মতে গভীর নিষ্ঠা একটী অত্যাবশ্যক বস্তু, আবার সাধক-মাত্রেরই অন্য মতের ও অন্য পথের প্রতি নির্ব্বিদ্বেষ উদার মনোভাব থাকা একান্তই সঙ্গত।

যেদিক দিয়া যে যাহাই করিয়া উঠিতে পার আর না পার, নিজ নিজ জীবনে স্বকীয় আশ্রমোচিত ব্রহ্মচর্য্য পালনে সর্ব্বদা বিশেষ ভাবে অবহিত থাকিবে। কুমারের ব্রহ্মচর্য্য একরূপ, বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য অন্যরূপ,— এই জন্যই আশ্রমোচিত কথাটীর ব্যবহার করিলাম। যে যতটুকু দৈহিক ও মানসিক ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিয়া চলিবে, সে ততটুকু শক্তিশালী হইবে। পূর্ব্বাভ্যাসের প্রভাব নাকাদড়িতে টানিয়া তোমাকে বিপথগামী করিতে চাহিলেও তুমি যে নিজেকে নির্ম্মল ও পবিত্র রাখিতে চেষ্টা করিয়াছ, ইহাই তোমার জন্য জমার খাতায় উঠিবে। চেষ্টা করিয়া যদি কেহ অসফলও হয়, তবু

তাহার চেষ্টা করার মহিমা তাহাকে উন্নততর করে। বারংবার চেষ্টা করিতে করিতে সহসা পূর্ণ সাফল্য লাভ হইয়া যাইবে, এই বিশ্বাস রাখিয়া চলিবে। মনকে সর্ব্বদা ভগবানের নামে ডুবাইয়া রাখিবার প্রয়াস হইতে ব্রহ্মচর্য্য অর্জ্জনের মানসিক সামর্থ্য বাড়িতে থাকিবে। হতাশ ও হতোদ্যম কদাচ হইবে না। নিম্নোদর-সম্পর্কিত নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যৌগিক ও সাধারণ ব্যায়াম-সমূহ অভ্যাস করিতে করিতে শরীরে ব্রহ্মচর্য্যের সামর্থ্যও বাড়িতে থাকিবে। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬)

হরিওঁ

বারাণসী

২৮ বৈশাখ, বুধবার, ১৩৭৮

(১২-৫-৭১ ইং)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। তোমার পত্র পাইলাম।

ফলন্ত নারিকেল গাছ কাটা এই জন্য নিষিদ্ধ যে, ইহা একাধারে পথ্য এবং খাদ্য। নিষ্প্রয়োজনে বৃক্ষচ্ছেদন মাত্রই দোষ, ফলবন্ত বৃক্ষকে ছেদন করা অধিকতর দোষ। অতীত কালের দূরদর্শী ঋষিরা ভাবী কালের খাদ্যাভাবের আশঙ্কা কয়েক লক্ষ বৎসর পূর্ব্বেই করিয়াছিলেন। কিন্তু যে গাছটী নিজের জায়গায় থাকিলে গৃহস্থের বিশেষ অনিষ্টাশঙ্কা, সে গাছটীকে দূর করাই ভাল। যেখানটায় আসন লইয়া আমার জ্যেঠীমাতা

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

প্রত্যহ বিশ্রাম করিতেন, ঠিক সেইখানেই একটী নারিকেল গাছ ছিল। একদা ঐ গাছ হইতে একটী নারিকেল মস্তকে পড়িয়া তাঁহার ইহলীলা শেষ হইল। বল, গাছটী আগেই কাটিয়া ফেলা উচিত ছিল কিনা। গাছটী আগে মরিলে দামী মানুষটীর প্রাণ-বিয়োগ ঘটিত না। খুলনা সেনহাটি অঞ্চলে আমি নারিকেল গাছ রক্ষা করিবার জন্য দালানের ছাদে ফুটা রাখিতে দেখিয়াছি। বৃক্ষের প্রতি এই প্রীতি অতীব প্রশংসনীয়। কিন্তু গুরুতর ক্ষেত্রে গাছ কাটা যাইবে না, ইহা বড় দারুণ কথা। মানুষের বন্য প্রবৃত্তি পৃথিবী হইতে অনেক বৃক্ষকে একেবারে ঝাড়ে বংশে নির্ম্মূল করিয়া দিয়াছে কিন্তু কিছু কিছু বৃক্ষ সম্পর্কে বাধা ছিল বলিয়াই সব বৃক্ষ পৃথিবী হইতে অপসারিত হয় নাই। বৃক্ষগুলি পৃথিবীকে মরুভূমি হইয়া যাওয়ার দুর্ভাগ্য হইতে রক্ষা করিয়াছে। বৃক্ষগুলি পৃথিবীতে বারিবর্ষণের ধারা অব্যাহত রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। এই জন্যই বৃক্ষ মানব-সভ্যতার সব চেয়ে বড় ধারক ও বাহক। একটি বৃক্ষ যদি ছেদন করিতে হয়, তাহা হইলে তার স্থলে অন্ততঃ পাঁচটী বৃক্ষ রোপণ করা নিশ্চয়ই বিধেয়। এই বিধান অনুসারে কাজ কর, তাহা হইলেই আর ব্রহ্মশাপ লাগিবে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী
৩১শে বৈশাখ, শনিবার, ১৩৭৮
(১৫-৫-৭১ ইং)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

এখানে এখন ছত্রিশ জন বাঁকুড়ার শ্রমিক মাটি কাটার কাজ করিতেছে। এদেশের লোকের তুলনায় কাজ অনেক ভাল করিতেছে। সবচেয়ে আরামের বিষয় এই যে, ধমক দিতে হয় না, গালিগালাজ করিতে হয় না, কে কোন্ বনে দুই চারি ঘণ্টা ঘুমাইয়া কাটাইল, তাহার খোঁজ নিবার জন্য গুপ্তচর নিয়োগ করিতে হয় না, এবং গাইত-কোদাল-খোন্তা-শাবল চুরি হইল কিনা, তাহার তদন্ত করিতে হয় না। ব্যয় বেশীও যদি পড়ে, তবু সম্ভবত এই লোকগুলিকেই আমাকে ভবিষ্যতে বৃহৎ বৃহৎ কাজের জন্য ডাকিতে হইবে। আরও জনা পঞ্চাশ লোক আগামীকল্য বা পরশ্ব বাঁকুড়া হইতে আসিবে। কিন্তু কাজ দেখিবার জন্য আমাদেরই সর্ব্বক্ষণ কাজের কাছে না থাকিলে কাজের ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। আমি দুই ঘণ্টার বেশী একাদিক্রমে কাজের জায়গায় থাকিতে পারিতেছি না। কারণ, আগামী এক মাসের মধ্যে আমাকে কম পক্ষে আড়াই হাজার পত্র ডাকে দিতে হইবে। ভাগ্যে তেলিয়ামুড়ার গিরীন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান আনন্দকমল আসিয়া পড়িয়াছিল। একটা মাস আমি তাহার কাছ হইতে বিশেষ সহায়তা পাইব বলিয়া আশা করিতেছি।

একেবারে পাতালপুরীতে শাল-পাইলিং করিয়া তাহার উপরে ভিত রচনা করিয়া ছাত্রাবাস-ভবনের পশ্চিম দিকের বারান্দার জন্য যে একুশটী পিলার তৈরী করিতে হইতেছে, অবিরাম জল সেঁচিয়া সেঁচিয়া গতকাল তাহার মাত্র দুইটীর ভিত ঢালাই করিতে পারিয়াছি। অদ্য প্রাতে আরও তিনটী ধরা হইল, সম্ভবতঃ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চারিটি বা পাঁচটী করা সম্ভব হইবে। গতকাল বিকালে এক ঘণ্টা বৃষ্টিতে ভিজিয়াই সকলকে কাজ

করিতে হইয়াছে। বাঁকুড়ার ছেলেগুলি বড় ভাল। আমাকে ভিজিতে দেখিয়া কেহ আর দুরমুজ ছাড়িয়া পলায়ন করে নাই। একজন অদৃশ্য হইয়াছিল। ভাবিলাম, বুঝি পলাইল, আর আসিবে না। কিন্তু সে তাহার গায়ের গেঞ্জীটা ঘরে রাখিয়া আসিবার জন্যই গিয়াছিল, মহাপ্রস্থানের জন্য এই প্রস্থান নহে। কুস্থলিয়ার আত্মানন্দ বাছিয়া বাছিয়া ভাল লোক সব পাঠাইতেছে। এইবারকার লোকগুলির খাওয়ার দায়িত্ব তাহাদের নিজের উপর, আমরা টাকা বাড়াইয়া দিয়াছি। তবে, আগামীকল্য সকলকে পঞ্চব্যঞ্জন দিয়া এবং স-পায়স আশ্রমেই ভোজন করাইব স্থির করিয়াছি। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৮)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী

৩১শে বৈশাখ, শনিবার, ১৩৭৮

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা —, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সুলতানীছড়ার স্বর্গীয় চন্দ্রশেখর ভদ্র একদা রিয়াংদের ভিতরে কি নিদারুণ দুঃসাহস নিয়া বন-জঙ্গল অতিক্রম করিয়া কাজ করিয়াছিল, আজ সেই কথা বড় বেশী করিয়া আমার মনে পড়িতেছে। বন-পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী স্থানগুলিকে তোমরা যেখানে আমার যে সন্তানটী আছ, সেইখানে সে অনায়াসে স্বর্গীয় চন্দ্রশেখরের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া রিয়াং, মলসুং, নাগা, দারলং, কাইফেং, চাকমা, হাজং প্রভৃতিদের ভিতরে অনেক

কাজ করিতে পার। চন্দ্রশেখর একা কাজ করে নাই, তাহার ভক্তিমতী ধর্ম্মপত্নী শ্রীমতী প্রফুল্লনলিনীও স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে কত পাহাড়ের টিলা ভাঙ্গিয়াছে, কত দুর্গম ও বিপজ্জনক টিলা নির্ভয়ে উল্লঙ্ঘন করিয়াছে।

ধর্ম্মপ্রচার-রূপ আধ্যাত্মিক কর্ত্তব্যটুকু তোমরা যদি তাহাদের মধ্যে নাও কর, তবু যদি কোনও প্রকারে তাহাদিগকে পানাভ্যাস হইতে মুক্ত করিতে পার, তবে খুব বড় কাজ হইবে। কেননা, তাহা হইলে ইহারা স্থিরবুদ্ধিতে নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়িতে পারিবে।

মদ্যপানের অভ্যাস পরিত্যাগ করান কঠিন বলিয়া একাজে যদি সফল নাও হও, তথাপি যদি যৌন পবিত্রতা সম্পর্কে তাহাদের মনের বিচারকে সুস্পষ্ট করিয়া দিতে পার, তবে অনেক কাজ করিলে। যৌন পবিত্রতা যাহারা রক্ষা করিয়া চলিতে পারে, তাহারা জগতের অন্য সব দুর্ভাগ্যকে অতিক্রম করিতে পারে।

একাজটীও খুব সহজ নহে। কিন্তু আর একটী সহজ কাজ আছে। তাহা হইতেছে পরিচ্ছন্ন থাকিবার শিক্ষাদান। পরিচ্ছন্ন থাকিতে শিখিলে ইহারা সহজে উন্নততর সমাজের লোকের সঙ্গে মেলামেশা করিতে পারিবে এবং হীনম্মন্যতার ভাব দূর হইবে।

উপর্য্যুক্ত কাজগুলি করিতে পার আর না পার, ইহাদের যাযাবর-বৃত্তিটা যদি ঘুচাইতে পার, এক স্থানে বসিয়া পড়িয়া পরিচর্য্যা দ্বারা ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বর্দ্ধিত করিয়া সেই ভূমিতে যে সোণা ফলান যায়, এই বিশ্বাসটী যদি অন্তরে প্রবিষ্ট করিয়া দিতে পার, তবে ইহাদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে, দুরবস্থা দূর হইবে।

মণ্ডলীর ভিতরে ঐক্য-শক্তিকে জাগ্রত কর। বিভেদের বুদ্ধি ও উগ্র ব্যক্তিত্ববাদ প্রত্যেকে বর্জ্জন কর। তাহার ফলে তোমাদের ভিতরে অসম্ভবকে সম্ভব করিবার সামর্থ্য উপজাত হইবে। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৮)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী
১০ই জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, ১৩৭৮
(২৫-৫-৭১ ইং)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

কোনও মণ্ডলীতে দীর্ঘকাল ধরিয়া একটী নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মশৃঙ্খলার অনুসরণ করিবার পরে সেই ঢংটীর বদল করিবার প্রয়োজন হইলে সংশ্লিষ্ট সকলের বা অধিকাংশের মতামত নিয়াই তাহা করা উচিত। ব্যক্তি-বিশেষের ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে মণ্ডলীর ইচ্ছা বলিয়া চালাইবার চেষ্টা উচিত নহে। মণ্ডলী গঠনের মূল উদ্দেশ্যই যখন ঐক্যের সাধনা, তখন অনৈক্য বা দ্বিধার সৃষ্টি-জনক কোনও কার্য্য কাহারও করা উচিত নহে।

কোনও স্থানে মণ্ডলী গঠিত হইলে পরে সকলের সুবিধা অনুযায়ী স্থানে সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনার ব্যবস্থা করাই সঙ্গত ও সুশোভন। একজন হয়ত দরাজ হস্তে ব্যয়ের দায়িত্ব নিয়া উদার প্রাণে নিজের গৃহেই প্রতিটি সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনার ব্যবস্থা করিলেন। যতদিন মণ্ডলীর নিজস্ব ভবন বা মন্দির না হইতেছে, ততদিন এই ব্যবস্থা নিশ্চয়ই চলিতে

পারে। কিন্তু অধিকাংশ স্থানেই নির্দ্দিষ্ট একজনের গৃহে সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনাটী না করিয়া পর্য্যায়-ক্রমে এক এক সপ্তাহে এক এক জনের বাড়ীতে উহার অনুষ্ঠান করা হইয়া থাকে। ইহার শুভফল বিচিত্র। প্রথমতঃ প্রায় অধিকাংশ আগ্রহী ব্যক্তি সমবেত উপাসনার অনুষ্ঠানের দ্বারা নিজ নিজ গৃহের পরিবেশকে পবিত্রতর করিয়া লইবার সুযোগ পাইলেন। দ্বিতীয়তঃ ঐ নির্দ্দিষ্ট একটী পল্লীর মানুষের মনের উপরেও আধ্যাত্মিক প্রভাব বিস্তারিত হইতে পারিল। প্রচারশীলতার ও প্রসার-পরায়ণতার এই স্বাভাবিক সুযোগটুকু বিনা আড়ম্বরে তোমাদের সঙ্ঘ লাভ করিতে পারিল। বিভিন্ন জনের গৃহে বিভিন্ন সপ্তাহে সমবেত উপাসনার অনুষ্ঠান হইলে বিভিন্ন জনের পরিবারস্থ শিশুগুলি অনুষ্ঠানের আনন্দের মধ্য দিয়া আনুষ্ঠানিক সদাচারগুলি সম্পর্কে হাতে খড়ি দিয়া লইল। যে-ই যাহা কর, তাহার শুভফল গৃহের শিশুগুলির মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিতে না পারিলে তোমার কাজটা কদাচ দীর্ঘকালবিসর্পী হইতে পারে না। অথচ আমি পরিশ্রম করিয়া যাইতেছি তিনশত বৎসর পরের মানব-সন্তানদের জন্য।

যেখানে সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনা নিয়মিত হয় এবং যোগদানকারীর সংখ্যা সর্ব্বদাই সুপ্রচুর, তেমন স্থানে মণ্ডলীর নিজস্ব মন্দির বা ভবন থাকা খুব ভাল কথা। তৎস্থলে মন্দির বা মণ্ডলী-ভবন কাহারও নিজস্ব সম্পত্তি নহে বলিয়া মিলন-পথের প্রতিকূলতা অনেকটা আপনা আপনি দ্রবীভূত হইয়া যায়। কিন্তু সকল স্থানের সকল মণ্ডলী যদি সঙ্কল্প করিয়া থাক যে, বৃহত্তর ও মহত্তর কোনও প্রতিষ্ঠান অন্যত্র তোমরা সর্ব্বজনের সর্ব্বশক্তির সমন্বয়ে গড়িয়া তুলিবে, তাহা হইলে নিজ

নিজ স্থানে মণ্ডলীর নিজস্ব মন্দির বা নিজস্ব ভবন নির্ম্মাণ-কার্য্যে আপাতত বিরত থাকা খুবই বুদ্ধিসঙ্গত কাজ হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৯)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী

১০ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৮

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা — , প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

দেহকে নিয়া দুশ্চিন্তা করিও না। দেহ বয়সের ধর্ম্মে আপনা আপনি যখন যাহা হয়, তাহার উপরে তোমার হাত নাই। দেহের ভিতরে তোমার যে মনটী আছে, তাহাকে বিপথে চলিতে দিও না, তোমার হইতেছে এইটুকুই চরম কর্ত্তব্য। ইচ্ছা পূর্ব্বক দেহকে কুকর্ম্মে নিয়োজন না করিলেও যদি শরীরের ক্ষয় ঘটে, তবে সেই ক্ষয়ের জন্য নিজেকে দায়ী কেন করিবে? স্বভাবের ধর্ম্মে যাহা হইবার হউক, তুমি তোমার সাধন-ধর্ম্মে অবিচল থাকিয়া মনকে নিয়ত ঊর্দ্ধ-জগতে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়া যাইতে থাক।

নামে মন, ভ্রূমধ্যে মন, শ্বাসে মন এক সঙ্গে তিন স্থানে মনকে রাখা কঠিন মনে করিতেছ। বেশ ত, কতক সময় শুধু নামেই মন রাখ, কতক সময় শুধু ভ্রূমধ্যেই মন রাখ, কতক সময় শুধু শ্বাসেই মন রাখ এবং আত্মকর্ম্ম করিয়া যাইতে থাক। কতক দিন পরে প্রত্যক্ষ করিবে যে,

ক্ষীরের সহিত সুপক্ক আম্র ও সুপক্ক কদলী মিশাইয়া মুড়ী বা চিঁড়া ভক্ষণের সময়ে প্রত্যেকটী বস্তুর আলাদা আলাদা আস্বাদনের সঙ্গে সঙ্গে যেমন সকলের সুবিমিশ্র একটা অতিরিক্ত আস্বাদন পাওয়া যায়, তুমিও নামে, ভ্রূমধ্যে, শ্বাসে-প্রশ্বাসে তেমনি এক সুবিচিত্র সুবিমিশ্র আস্বাদন পাইতেছ। শুধু অনুশীলনেরই প্রয়োজন, আর কিছু নহে।

ব্যাপকতা ও গভীরতা দুইটী হইতেছে আলাদা ব্যাপার কিন্তু মানুষের মন এমন এক অপূর্ব্ব বস্তু যে, সে অনুশীলনের ফলে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি হইয়া গভীর ভাবে একটী মাত্র তত্ত্ব আয়ত্তে আনিতে পারে আবার তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী সর্ব্ববস্তুর সর্ব্বতত্ত্ব এক সঙ্গে আস্বাদন করিতে পারে। প্রভাত-কালের সূর্য্য যখন দেখ, তখন কেবল সূর্য্যের সোণালী সুষমাই দেখ না, নিখিল-গগনব্যাপী অপূর্ব্ব বর্ণচ্ছটাও চোখে পড়ে। রাত্রিকালে যখন ধ্রুব নক্ষত্রের দিকে তীক্ষ্ণ লক্ষ্য দাও, তখন সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত-কোটি-নক্ষত্রের রূপচ্ছটাও তোমার চোখে পড়ে। মন এভাবে একাগ্র হইয়া একটী মাত্র জিনিষও দেখিতে পায় আবার সর্ব্বতোবিস্তার লাভ করিয়া বিচিত্র ব্যাপকতায় নানা রসের আস্বাদনও করিতে পারে। মানুষের মনের এই অসাধারণ ক্ষমতা আছে বলিয়াই সে জীবশ্রেষ্ঠ। সে বিশ্লেষণও করিতে জানে, আবার সমন্বয়ও সাধন করিতে পারে। কাজ করিয়া যাও, করিতে করিতে দেখিবে নাম, ভ্রূমধ্য ও শ্বাস-প্রশ্বাস একটী বস্তুরই তিনটী সংজ্ঞা,—প্রেম আসিলে সব মিলিয়া একেবারে একাকার হইয়া যায়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্পদ এক মহাপারাবারে পরিণত হয়। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১০)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী
১০ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৮

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। পূর্ব্ববঙ্গে দেশব্যাপী এই অভাবনীয় ঘোরতর বিপদে প্রত্যেকটী প্রাণীর জন্য তোমাদের প্রাণ কেন কাঁদিতেছে না? এই কয় দিনে তোমাদের মতন বিপন্ন ও সম্প্রতি নিরাপদে ভারতে উত্তীর্ণ ব্যক্তিদের নিকট হইতে বোধ হয় থান পঞ্চাশেক পত্র পাইয়াছি। প্রত্যেকটী পত্রলেখক বা পত্রলেখিকা কেবল নিজের পুত্র, নিজের কন্যা, নিজের নাতি, নিজের নাতিনীর জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। কিন্তু বিপদ ত চলিয়াছে লক্ষ লক্ষ লোকের। তাহাদের সকলের জন্য তোমাদের প্রাণ কাঁদে না কেন? সকলের জন্য যাহাদের প্রাণ কাঁদিবে, ভগবান্ তাহাদের দিকেই স্নেহানুকূল্যে মুখ ফিরাইয়া তাকান। তোমরা বিপন্ন, ইহা বুঝি। কিন্তু অন্য হাজার হাজার বিপন্নের চিন্তা বাদ দিয়া একা নিজ বিপদটুকু ভাবিয়া সবাই বিহ্বল হইতেছ। জাতীয় চরিত্রে এই স্বার্থপরতা যতদিন থাকিবে, ততদিন ভগবান্ ভগবান বলিয়া পাথরের দেওয়ালে মাথা ঠুকিলেও ভগবান তোমাদের জন্য এক কণা দয়া বা দাক্ষিণ্য দান করিবেন না।

তোমরা কয়েক জন প্রাণে বাঁচিয়া আসিয়াছ জানিয়া আনন্দিত হইয়াছি। বাকী সকলের জন্য আমার প্রাণ কাঁদিতেছে। আমার প্রাণ কাঁদিতেছে তাহাদের জন্যও, যাহাদের একজনকেও আমি চিনি না বা জানি না। ভয়ভীতিতে আচ্ছন্ন হইয়া যাইও না। অন্তরে অভয়কে জাগাও এবং সকলের মন হইতে আতঙ্কের ভাব দূর করিবার কাজে লাগিয়া যাও। এই দুর্দ্দিনের শীঘ্রই শেষ হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১১)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী
১১ জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, ১৩৭৮
(২৭-৫-৭১ ইং)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আমাকে যাহারা সমগ্র অস্তিত্ব দিয়া গ্রহণ করিবে, আমি অনন্তকাল ধরিয়া সর্ব্বতোভাবে তাহাদের আপনার আপন, জীবনের জীবন হইয়া থাকিব, তাহাদের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানকে পরমকল্যাণের পথে পরিচালিত করিব। ইহা কাব্যকথা নহে, কল্পিত বচন নহে, ভাষার সুমধুর লালিত্য নহে, ইহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য, জীবন্ত সত্য, জাগ্রত সত্য, নিত্য সত্য।

আমি কখনো তোমাদের কাহাকেও বলি নাই যে, আমাকে চিনিবার চেষ্টা কর। তোমরা নিজেদিগকে চিনিতে পারিলেই আমাকে সত্যতঃ, স্বরূপতঃ, সর্ব্বতোভাবে চিনিতে পারিবে। তোমাদের ভিতরে প্রকৃত আত্মজ্ঞান যাহাতে জাগরিত হয় এবং স্বভাবের নিয়মে, বিনা কৃচ্ছ্রে, বিনা খুঁজিতে হয়, তাহারই জন্য আমি তোমাদের জীবনে নিজেকে একেবারে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছি। এই জন্যই তোমাদের কাহারও উপরে

আমার কোনও দাবী নাই। যে যে ভাবে চল, যে ভাবে বল, যে ভাবে ভাব, সব-কিছুর আমি সাক্ষিস্বরূপ নিয়ত তোমাদের সঙ্গে থাকি। আমি কদাচ তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া দূরে সরিয়া যাই না।

আমি কদাচ তোমাদের পূজা চাহি না। আমি চাহি, সকল পূজ্যের পূজ্যতম, সকল আরাধ্যের আরাধ্যতম, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরাদির ধ্যানের দেবতা যে সত্য সত্য তুমি, ইহা তুমি উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়া আমার সহিত এক, অভিন্ন, অদ্বয় হইয়া যাও। আমি চাহি, তোমাদের প্রতিজনের ভিতরে সত্যের চূড়ান্ত প্রতিষ্ঠা ঘটিয়া যাওয়া, সত্যের দোহাই দিয়া অর্দ্ধসত্যকে মহা-আড়ম্বরে সর্ব্বসত্য বলিয়া ফাঁকির দাপট বাড়ানো আমার লক্ষ্য নহে। সকল নদী এক মহাসাগরে মিলুক, সকল দেবতা ও অবতার তোমাতে আসিয়া নিজ নিজ সঙ্গম-তীর্থ সৃষ্টি করুক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১২)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্কী
১৯ শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৭৮
(৫ই আগষ্ট, ১৯৭১)

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের সাধন—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

যেই সময়টায় দেশের সর্ব্বত্র শরণার্থীদের পূর্ব্ববঙ্গ হইতে অবিশ্রান্ত আগমনে এক গুরুতর পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে এবং যেই সময়ে তোমার

সেবা পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মেঘালয় ও ত্রিপুরার সীমান্তে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টভোগী শরণার্থীদের ছিল একান্ত প্রয়োজনীয়, সেই সময়ে তুমি গুরুতর পীড়িত অবস্থায় অচল আর আমি অর্দ্ধভগ্ন শরীর নিয়া তাহাদের মধ্যে দুইটা সান্ত্বনার বাণী শুনাইবার জন্য ছুটিয়া যাইতে উদ্‌গ্রীব হইয়াছি। ইহা দুই দিক দিয়াই বেদনাদায়ক। কিন্তু আশা করিতেছি যে, আমার সংক্ষিপ্ত প্রাথমিক ভ্রমণটুকু সারিয়া আসিতে আসিতে তুমি অনেকটা কর্ম্মক্ষম হইবে। তখন পুনরায় ব্যাপক ভ্রমণ সুরু করিব।

আসি আসি করিয়াও এতদিন বারাণসী আসিবার চেষ্টা করিতে পারি নাই। ভূগর্ভস্থ পাইপ-লাইনের একটা গুরুতর ক্ষতিজনক অবস্থা হইয়াছিল। অবিরাম বৃষ্টির জন্য বিপত্তি নিবারণ কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। আত্মানন্দের চেষ্টায় বাঁকুড়া হইতে মৃত্তিকাখনক আনাইয়া এতদিনে কাজটাকে বিপদ-সীমার এপারে আনিয়াছি। কাজ এখনো সম্পূর্ণ হয় নাই, তবে অসম্পূর্ণ কাজটুকু আস্তে আস্তে রহিয়া সহিয়া করা চলিবে। আমি ২২শে শ্রাবণ রবিবার রাত্রি নয়টায় বারাণসী পৌছিব।

শ্রমদানীরা বিগত আশ্বিন-কার্ত্তিকে যে স্থানটা দেখিয়াছিল খানিকটা গর্ত্ত, সেই স্থানটাই প্রায় তিনশত ফুট জুড়িয়া মাটির অনেক নীচে জল আসিবার সিমেন্টের পাইপ বসান-পর্ব্ব প্রায় সাড়ে পনের আনা শেষ হইল। আরও যাহা হইল, তাহা ইহাদের চোখে আশ্চর্য্য লাগিবে। যাহা তখন ছিল লম্বা একটা পাতালঘর, এখন এই কয় মাসে তাহার আশ্চর্য্য রূপান্তর ঘটিয়াছে। এখন ইহা দুই দিকে বিরাট বারান্দা-সমন্বিত এক বিশাল হর্ম্ম্যের সুনিশ্চিত রূপ নিয়াছে। পাতালঘর ত মাটির নীচে বিরাট ব্যাপার,—এখানে হইবে টাইপ ঢালাই করিবার ফাউণ্ড্রি। উপরে, অর্থাৎ ছাত্রাবাসের একতলায় বসিবে মুদ্রাযন্ত্র বা

Printing Machine. অন্ততঃ দশ পনের খানা ভারী ভারী মেশিন বসাইবার আয় রাখিয়া সব কাজ করা হইতেছে। ইহার উপরতলা হইতে একটী তালা ছাড়া সবই হইবে ছাত্রাবাস। একেবারে সবার উপরের তলাটী হইবে বিশেষ একটী প্রদর্শনী। অর্থাৎ, পাতালঘরের উপরেও পাঁচটী তালা উঠিবে। এতটা কাজ এখন তক্ হইয়া গেল, যাহাতে সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটী সহজে বুঝা যাইবে। এবার ত শ্রমদান করিব না। যদি করিতাম, তাহা হইলে শ্রমদানীরা অনেক কিছু নূতন সৃষ্টি দেখিয়া নিশ্চয়ই অবাক্ হইত। কিন্তু শ্রমদান করিব না। প্রকৃত কাজ ধীরপ্রযত্নে যাহারা ঘরে বসিয়া করিতে পারে না, তাহাদের নিয়া সাময়িক হুজুগে হৈ-চৈ করা শোভা পায় না।

মঙ্গলসাগরের পঞ্চম পৈন বা জান নির্ম্মাণ করিয়া ফেলা এইবারকার বর্ষার পূর্ব্ববর্ত্তী কাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবে। নূতন জল-প্রণালীটী না থাকিলে এবার সতীশ-প্রাঙ্গণ এক হাঁটু জলে ডুবিয়া যাইত। আজ পাঁচ দিকে পাঁচটী পৈন দিয়া কলস্বরে জল ছুটিয়াছে দামোদরে গিয়া মিশিবার জন্য। তাহাদের মিলন-পথে বাধা ঘটিলে দুই একখানা দালান ঠেলিয়া নিবার চেষ্টায় ত্রুটি হইত না। এবারকার প্রধান আত্মপ্রসাদ আমার এই বিষয়ে নিরাপত্তা। গত বর্ষায় পাউরুটি-বিস্কুটের কারখানার ভিতরে এক ফুট জল ঢুকিয়া গিয়াছিল।

কিন্তু সবচেয়ে আনন্দের খবর আমি এখন দিতেছি। এক শিল্পী যুবক আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া দশ বৎসর সস্ত্রীক ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়াছিল। সে যখন তার নিজের হাতে তৈরী একটী জারমেন-সিলভারের ওঙ্কার-বিগ্রহ আমাকে অর্পণ করে, আমি তাঁহাকেই আনিয়া পুপুন্‌কী আশ্রমে তৎকালীন ক্ষুদ্র উপাসনা-প্রকোষ্ঠে স্থাপন করি। এই

একটী বিগ্রহকে কেন্দ্র করিয়া আমার, তোমার এবং বিশ্বস্ত অপরাপর বহু সহকর্ম্মীর বহু দিনের অনুরাগ তাহার করণীয় করিয়া গিয়াছে। আজ তাঁহাকে দাতার জমি হইতে তুলিয়া আনিয়া আমাদের স্বোপার্জ্জিত অর্থে ক্রীত ভূমিতে মঙ্গলকুটীরে বসাইলাম। কত অপমান, কত লাঞ্ছনা, এমন কি শারীরিক উৎপীড়ন এবং তত্যারুর প্রাণবধ-চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া সমস্ত মনটীর সুতীব্র ভালবাসা এই বিগ্রহে অর্পণ করিয়া সুদীর্ঘকাল নীরবে এই বন্ধুর অরণ্যে আমরা সর্প-শ্বাপদের সঙ্গ করিয়াছি। তুমি এই সংবাদে যত খুশী হইবে, এমন আর কেহ হইবে না। দাতার দানের জমিতে দাঁড়াইয়া যে ক্লেশ, যে অপমান তুমি সহিয়াছ, তাহার তুলনা নাই।

এখনো কত স্থানে আমার সন্তানেরা দাতার দানের ভূমির সন্ধান করে। আশ্রম করিবার পক্ষে দাতার দানের ভূমি যে সর্ব্বপ্রকারে অহিতকর, এই কথা ইহারা বোঝে না। কেন বোঝে না, জানি না। আমি স্বভাবত উচ্ছ্বাসহীন কর্ম্মী। কিন্তু মঙ্গলকুটীরে বিগ্রহ বসাইয়া আমি অন্তরের উচ্ছ্বাস দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত দমন করিতে পারি নাই। থাকিলে তুমিও আজ সুনিশ্চিত বিগ্রহের সম্মুখে বসিয়া অনেক অশ্রু পুপুন্‌কীতে বর্ষণ করিতে।

তথাপি ইহা সুখবর।

বেদনাদায়ক সংবাদও আছে। আসামের চাবুয়াতে ভারতের সর্ব্ব-প্রথম অখণ্ড-মন্দির স্থাপিত হয়। সেখান হইতে খবর আসিয়াছে, মর্ম্মরনির্ম্মিত বিগ্রহ দিনে রাত্রে বৃষ্টিতে ভিজিতেছেন এবং মন্দির মধ্যে ভেকের রাজত্ব হইয়াছে। স্থানীয় অবস্থা পরিতাপযোগ্য এবং জেলার একাগ্রতা এই ব্যাপারে নাই। বিগ্রহ আমি নিজেই বসাইয়া আসিয়াছিলাম। সুতরাং এখন দায়িত্বটা আমার উপরেই আসিয়া পড়িয়াছে। ভাবিতেছি, কি করিতে পারি।

কিন্তু তোমাকে আগে সুস্থ হইতে হইবে। তোমাকে বাদ দিয়া ভ্রমণে বাহির হইলে ভ্রমণক্লেশ বড় বেশী হয়। প্রেমহীন লোকগুলিই প্রেমের বেশী করিয়া ভাণ করিয়া আমাকে অকারণ শ্রমে বাধ্য করে। জগতে প্রকৃত ভক্তি বড়ই দুর্লভ। সেই জিনিষটী প্রচুর থাকিলে আমাকে অত শ্রম করিতেই বা হইবে কেন?

সমগ্র জগৎ ভাণে আর ছদ্মবেশে ভরিয়া গিয়াছে। তথাপি কাজ করিতে হয়। যাহাদিগকে ভালবাসি, তাহাদের জন্য শ্রম না করিয়া কি ভাবে থাকিতে পারি? কিন্তু ইহারা যদি সাধন করিত, সত্যশীল হইত, পরস্পরের প্রতি প্রেমভাবসম্পন্ন হইত, একে অন্যের সহযোগী হইত, সমবেত উপাসনায় সকলে আসিয়া ভক্তিবিনম্র চিত্তে মিলিত হইত, তবে শ্রম সার্থক হইত। সমগ্র জীবন শ্রম হয়ত বৃথাই করিয়া যাইব কিন্তু বিশ্রাম ত মৃত্যুর আগে নিতে পারিব না।

কর্ম্মকেই জীবনের সাধনা রূপে নিয়াছি। যতক্ষণ পরমেশ্বর শক্তি যোগাইবেন, বিশ্রামের জন্য কাতর হইব না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৩)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী
২১ ভাদ্র, মঙ্গলবার, ১৩৭৮
(৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ইং)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইয়াছি। পাঠ করিয়া উদ্বিগ্ন হইয়াছি।

যে নিদারুণ চিন্তা তোমাকে উৎকট উৎপীড়ন করিতেছে, তাহা তোমার সাময়িক মোহ মাত্র। এই চিন্তা তোমার জীবনব্যাপী হইবে না। জ্ঞানের বলে এই মোহকে জয় কর এবং সর্ব্বশক্তি নিয়া বিদ্যার্জ্জনে লাগিয়া যাও। নিজেকে সর্ব্বপ্রকার সম্ভাব্য যোগ্যতায় যদি মণ্ডিত না করিতে পার, তাহা হইলে, যাহাকেই বিবাহ কর, এই যুগে সুখী হওয়ার আশা সুদূরপরাহত। ছাত্রজীবনে বিবাহ করিয়া পায়ের বেড়ী পরিয়া ফেলার মত মূর্খতা আর কিছুই নাই। বিবাহের উপযুক্ত বয়সও ত তোমার হয় নাই। এখনি যদি ঘাড়ের বোঝা বাড়াইয়া ফেল, জীবনকে গড়িয়া তুলিবার কাজে শ্রম দিবে কবে এবং অগ্রসর হইবে কিরূপে?

বিবাহ করিবে ভবিষ্যতে এক অনির্দ্দিষ্ট কালে আর এখনই একটী বালিকাকে বাগ্‌দত্তা করিয়া রাখিবে, ইহাতে ঝুঁকি আছে, বিপত্তি আছে, অনিশ্চয়তা আছে। মানুষের মনোভাব কোনও ইস্পাতের ঢালাই-করা কড়াই নহে, বরং ইহা বড় তরল। কটাহ কোনও দিক দিয়া কোনও কারণে কাৎ হইলে সেই দিক দিয়া বা কোনও স্থানে হঠাৎ ফুটা হইলে সেই ছিদ্রপথে মনটী সকলের অজ্ঞাতসারে উপচাইয়া বা গলিয়া বাহির হইয়া যায়। তখন আর তাহার নাগাল মিলে না। বিবাহ যখন হইবে, বাগ্‌দানও তখনই হইবে। এইখানেই যে তোমার বিবাহ হইবেই, তাহার নিশ্চয়তা কি? আজ তুমি হঠাৎ যাহার আশা ও অনুভূতির গগনে প্রভাত-সূর্য্য হইয়া আবির্ভূত হইতেছ, দু চার মাসের পরে তাহার গগনে বৃহত্তর বা ভাস্বরতর কোনও গ্রহের আবির্ভাব ঘটিবে না, ইহার সম্পর্কে তুমি কি করিয়া সুনিশ্চিত হইতে পার?

সর্ব্বশেষ কথা, অতীব নিকট আত্মীয়তার মধ্যে বিবাহ-বন্ধন হিন্দু-সমাজে আদরের দৃষ্টিতে পড়ে না। এই অনাদরের কোনও সঙ্গত কারণ বা বৈজ্ঞানিক সদযুক্তি আছে কি না আছে, তাহা নিয়া বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া, এই বিবাহ দ্বারা সামাজিক-বর্গের জীবনব্যাপী বিরুদ্ধতার সম্মুখীন তোমাকে হইতে হইবে কিনা, তাহা চিন্তা কর। বিবাহ একটা সাধের ব্যাপার, একটা অসীম আনন্দের ব্যাপার। অকারণে বা তুচ্ছ এই কারণে ব্যাপারটাকে সর্ব্বজনের অপ্রীতি ও নিজ জীবনের অশান্তির ব্যাপারে পরিণত করা সঙ্গত হইবে কিনা, তাহা চিন্তা কর।

বিবাহের তোমার প্রয়োজন আছে, অতএব বিবাহ করিবেই; বিবাহের তোমার বয়স হয় নাই, অতএব কাল-প্রতীক্ষা করিতে হইবে। বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে সংসার-পালনের বাধ্যকর দায়িত্ব আসিয়া যায়, সুতরাং তোমাকে সাংসারিক যোগ্যতা ও উপার্জ্জনক্ষমতা অর্জ্জন করিতে হইবে, জীবিকার সংস্থান করিতে হইবে, সুতরাং প্রতীক্ষা করিতেই হইবে।

মনের ভাব মনে চাপিয়া রাখিয়া দিবারাত্রি মানসিক যন্ত্রণায় অধীর হইতেছ। তোমার মা ত বুদ্ধিমতী মহিলা। তোমার-প্রতি তাঁহার স্নেহেরও অন্ত নাই। মায়ের কাছে মন খুলিয়া সব বল। তিনি সদুপদেশ দিয়া তোমার মনকে শান্ত করিয়া দিবেন। দরকার হইলে তোমার মাকে আমার এই পত্র দেখাইও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

হরিওঁ (১৪)

পুপুন্‌কী
৩০ ভাদ্র, ১৩৭৮

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা -, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। * * * তোমরা একমনে সাধনপরায়ণ হও। অন্য লাভ হউক বা না হউক, তার দিকে লক্ষ্য দিও না। আমি বাস্তব জগৎ দিয়া তোমাদের উন্নতি-অবনতি চিন্তা করি না। তবে এত অধিক ব্যস্ত থাকি আমি যে, যে যে কথা লিখিতে ইচ্ছা করি, লিখিবার সময় পাই না। এত ব্যস্ততায় সূক্ষ্ম চিন্তার চারু কর্ম্ম কদাচ আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না, দম-আটকানো Speedএর (গতির) চাপে ধূলির ধূয়ায় আচ্ছন্ন হয়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

হরিওঁ (১৫)

পুপুন্‌কী
৩০ ভাদ্র, ১৩৭৮

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। * * * তোমরা কোন্ দিক দিয়া কে কত বহির্ম্মুখ কর্ম্ম করিলে, তাহা আমার বড় বিবেচ্য নহে। কে কতটা সাধনপরায়ণ হইলে, তাহাই আমার লক্ষ্য। সাধকের অল্প কাজেও জগতের বেশী মঙ্গল হয়। আমি কর্ম্মের

পূজারী কিন্তু তপঃসমৃদ্ধ কর্ম্মের। বহির্মুখ মন নিয়া মাতামাতি করিলেই তাহাকে কর্ম্ম বলিয়া আমি অভিনন্দিত করি না। তোমরা সাধক হও এবং কর্ম্মী হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

হরিওঁ (১৬)

পুপুন্‌কী মঙ্গলকুটীর
১৫ আশ্বিন, শনিবার, ১৩৭৮
(২-১১-৭১ইং)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা —, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার দেওয়া জিনিষগুলি পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। যে যে দেখিতেছে, সেই প্রশংসা করিতেছে। কিন্তু ইহার চেয়েও বড় জিনিষ তোমার কাছ হইতে আমি চাহি। তুমি তোমার সংসর্গ দ্বারা পরিবেশ পরিশোধিত করিতে সমর্থ হও, ইহা আমি চাহি। যে-কেহ তোমার পাশটীতে আসিয়া দাঁড়াইবে, তোমার সঙ্গগুণে তাহার উদ্ধত অহমিকার হইবে সুনিশ্চিত লয়, তাহার ভিতরে জিদের বদলে জাগিয়া উঠিবে ভক্তি, তাহার ভিতরে আত্মগরিমার পরিবর্ত্তে প্রকট হইয়া উঠিবে আনুগত্য ও বিনয়, —এইটী আমি চাহি। ঔদ্ধত্যের ইন্ধন যোগাইয়া কেহ কাহাকেও বড় করিতে পারে না। বড়-করিতে বা বড় হইতে হইলে চরিত্রটীর মর্ম্মদেশে অকপট বিনয়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হয়।

গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ শুধু পাওনা আর দেনার নহে, ইহার ঊর্দ্ধে অনেক কিছু আছে। যে সাধন করে, সে তাহা বুঝিতে পারে। যে সাধন করিবে না, যে সাধন-সমুদ্রে নিজেকে নিমজ্জিত করিবে না, সে এই অবর্ণনীয় ব্যাপারের মর্ম্মকথা কি করিয়া বুঝিতে পারিবে? শিষ্যকে পদ-সেবার কিঙ্কর বলিয়া মনে করাও যেমন ভুল, গুরুকে দ্বারস্থ ভিক্ষুক বলিয়া গণনা করাও তেমন ভুল। এই ভুল অত্যুগ্র অহমিকারই ফল, কিন্তু সাধন না করিলে কে কবে নিজের অহমিকাকে চিনিতে পারে? তার জন্যই ত কেহ হিতোপদেশ দিতে আসিলে মন যেন মারমুখী হইয়া পড়ে এবং অতীব অশোভন আচরণকে একটা বাহাদুরী বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া অবচেতন অনুতাপকে চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা করে। শিষ্য হইয়াছ গুরু-ভাইদের মধ্যে সম্মান কুড়াইবার জন্য নহে, শিষ্য হইয়াছ সাধন করিবার জন্য।

যে সাধন করে, তাহার মনটী বড়ই স্নিগ্ধ। উগ্রতা তাহার কমিয়া যায়। এইজন্যই ত উগ্রপন্থী রাজনৈতিকেরা সাধকদের প্রতি এত বক্রদৃষ্টি। কিন্তু মনটী যাহার স্নিগ্ধ, সে অপরের অপকার না করিয়াও নিজের কুশল, জগতের মঙ্গল, দশজনের হিত সম্পাদন করিতে পারে। যাহার মনটী নিরন্তর উগ্র, সে পদে পদে করে ভুল এবং নিজের ভুলকেই এক অপরিসীম মহিমার আকর বলিয়া প্রমাণ করিবার পুঞ্জীকৃত ভুলের ফসল গুদামে তোলে। তোমাদের রাজনৈতিক কোনও কর্ম্মপন্থা নাই, তোমরাও কি এই ভ্রমেই পড়িবে? অপরকে হেয় না করিয়া কি তোমাদের সাধন-কর্ম্ম চলে না?

অনেকেই আমাকে আত্মজীবনী লিখিতে বলে। কথাটা শুনিতে বড়ই মিষ্টি লাগে। কিন্তু আমার জীবন এত সরল, এত সাদাসিধা,

আমার মতামত এত স্পষ্ট, এত পরিচ্ছন্ন, আমার জীবনচর্য্যা এমনই বাহুল্যবর্জ্জিত ও চমকবিহীন যে, জীবনী লেখা নিতান্তই নিরর্থক মনে হয়। কিন্তু ঐ সরল, সাদাসিধা, স্পষ্ট, পরিচ্ছন্ন, বাহুল্যহীন ও সাধারণ জীবনেই এমন অনেক ঘটনা আছে, যাহা সত্যই নাটকীয় এবং অভাবনীয়। বলিতে বা প্রকাশ করিতে কখনো কখনো আমার লোভ আসে। স্বশঃপ্ররোচনায় না পরহিতবুদ্ধিতে, ইহা সঠিক ভাবে এখনো বলিতে পারিতেছি না, বলিতে বা শুনাইতে সত্যই কখনো কখনো লোভ জাগে। তবু আমি চুপ করিয়াই আছি এবং বাকী জীবংকালটুকু চুপ করিয়াই থাকিব। কেন জান? নিজের সাত কাহন কহিবার কালে অনেকের দুই কাহন আমি চুরিও করিতে পারি, না জানিয়া না বুঝিয়া অন্যের সম্ভ্রমে, সম্মানে, সুনামে আঘাত করিতেও পারি। আমার জীবনের যে কথাটী কেহই হয়ত জানিত না, তাহা কহিবার কালে হয়ত এমন আর একজনের জীবনের কোনও মসীকৃত অংশ উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়িতে পারে। ইহা জানিয়া কাহারও লাভ নাই। প্রত্যক্ষে ত নহেই, পরোক্ষেও আমি কাহারও ক্ষতির কারণ হইতে পারি না বা চাহি না।

সাধন-কর্ম্ম তোমাদের জীবনের মুখ্য কর্ম্ম। অপরের ক্ষতি না করিয়াই সে কাজ তোমরা করিতে পার। যদি তাহা না পার, তবে তোমাদের মধ্যে কদাচ সঙ্ঘবদ্ধ কর্ম্মান্দোলন প্রকৃত মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে না। ব্যাপক কর্ম্ম কদাচ একক চেষ্টায় সম্ভব নহে, কারণ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরের অবসান হইয়াছে, এখন কলিযুগ। এই যুগে যে-কেহ খুব বড় কাজ করিতে চাহে, সকলের শক্তি একত্র করিয়া করিতে হইবে। তোমাদের ব্যক্তিগত অহমিকা যদি একের সহিত অপরের মিলনের বাধা হয়, তবে বড় কাজ করিবে কিসের বলে? বড় বড় কথা আর বড় বড়

কাজ এক জিনিষ নয়। বড় কথা মাত্র তখনই বড় কাজে পরিণত হয়, যখন বহুজনে অভিমান ত্যাগ করিয়া একটী মাত্র লক্ষ্যে একটী মাত্র কাজে সমান উদ্যমে হাত লাগায়। তুমি এমন হও, যাহাতে তোমার সংসর্গ অপরের অভিমান হরণ করে। এইরূপ হইতে হইলে তোমাকে সাধনে অধিকতর মনোনিবেশ করিতে হইবে। সাধনে মজিলে ত সকল অভিমানীকে অতি সহজেই মজাইয়া দিলে জানিবে। যে নিজে নিরভিমান হয় নাই, সে অপরকে কি শিক্ষা প্রদান করিবে? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৭)

হরিওঁ

পুপুন্‌কী মঙ্গলকুটীর

১৬ আশ্বিন, রবিবার

কল্যাণীয়েষু:—

স্নেহের বাবা—, সকলে প্রাণভরা স্নেহ ও আশিষ নিও।

বাহিরের প্রণাম প্রণামই নহে, ভিতরে সুবিনীত সুনির্ম্মল নিষ্কলুষ নিরভিমান আনুগত্যই প্রকৃত প্রণাম। একমাত্র ভাগ্যবান্ শিষ্যেরাই এই সত্যিকার প্রণামটী স্বকীয় গুরুদেবকে অর্পণ করিতে পারেন। জগতে এরূপ শিষ্য দুষ্প্রাপ্য হইলেও বাঞ্ছনীয়, শ্লাঘনীয়, গৌরবের আস্পদ। অপরেরা সঙ্ঘের জঞ্জাল।

গুরুদেব হিতোপদেশ দিলেন, শিষ্য ক্ষেপিয়া গেল। শিষ্যের মর্জ্জি-মাফিক কাজ হইল না যে! শিষ্য ক্ষেপিবে না? এরূপ শিষ্যকে

আমার মতামত এত স্পষ্ট, এত পরিচ্ছন্ন, আমার জীবনচর্য্যা এমনই বাহুল্যবর্জ্জিত ও চমকবিহীন যে, জীবনী লেখা নিতান্তই নিরর্থক মনে হয়। কিন্তু ঐ সরল. সাদাসিধা, স্পষ্ট, পরিচ্ছন্ন. বাহুল্যহীন ও সাধারণ জীবনেই এমন অনেক ঘটনা আছে, যাহা সত্যই নাটকীয় এবং অভাবনীয়। বলিতে বা প্রকাশ করিতে কখনো কখনো আমার লোভ আসে। যশঃপ্ররোচনায় না পরহিতবুদ্ধিতে, ইহা সঠিক ভাবে এখনো বলিতে পারিতেছি না, বলিতে বা শুনাইতে সত্যই কখনো কখনো লোভ জাগে। তবু আমি চুপ করিয়াই আছি এবং বাকী জীবৎকালটুকু চুপ করিয়াই থাকিব। কেন জান ? নিজের সাত কাহন কহিবার কালে অনেকের তুই কাহন আমি চুরিও করিতে পারি, না জানিয়া না বুঝিয়া অন্যের সম্ভ্রমে, সম্মানে, সুনামে আঘাত করিতেও পারি। আমার জীবনের যে কথাটী কেহই হয়ত জানিত না, তাহা কহিবার কালে হয়ত এমন আর একজনের জীবনের কোনও মসীকৃত অংশ উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়িতে পারে। ইহা জানিয়া কাহারও লাভ নাই। প্রত্যক্ষে ত নহেই, পরোক্ষেও আমি কাহারও ক্ষতির কারণ হইতে পারি না বা চাহি না।

সাধন-কর্ম্ম তোমাদের জীবনের মুখ্য কর্ম্ম। অপরের ক্ষতি না করিয়াই সে কাজ তোমরা করিতে পার। যদি তাহা না পার, তবে তোমাদের মধ্যে কদাচ সঙ্ঘবদ্ধ কর্ম্মান্দোলন প্রকৃত মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে না। ব্যাপক কর্ম্ম কদাচ একক চেষ্টায় সম্ভব নহে. কারণ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরের অবসান হইয়াছে, এখন কলিযুগ। এই যুগে যে-কেহ খুব বড় কাজ করিতে চাহে, সকলের শক্তি একত্র করিয়া করিতে হইবে। তোমাদের ব্যক্তিগত অহমিকা যদি একের সহিত অপরের মিলনের বাধা হয়, তবে বড় কাজ করিবে কিসের বলে ? বড় বড় কথা আর বড় বড়

কাজ এক জিনিষ নয়। বড় কথা মাত্র তখনই বড় কাজে পরিণত হয়, যখন বহুজনে অভিমান ত্যাগ করিয়া একটী মাত্র লক্ষ্যে একটী মাত্র কাজে সমান উদ্যমে হাত লাগায়। তুমি এমন হও, যাহাতে তোমার সংসর্গ অপরের অভিমান হরণ করে। এইরূপ হইতে হইলে তোমাকে সাধনে অধিকতর মনোনিবেশ করিতে হইবে। সাধনে মজিলে ত সকল অভিমানীকে অতি সহজেই মজাইয়া দিলে জানিবে। যে নিজে নিরভিমান হয় নাই, সে অপরকে কি শিক্ষা প্রদান করিবে ? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৭)

হরিওঁ

পুপুন্‌কী মঙ্গলকুটীর

১৬ আশ্বিন, রবিবার

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—,সকলে প্রাণভরা স্নেহ ও আশিষ নিও।

বাহিরের প্রণাম প্রণামই নহে, ভিতরে সুবিনীত সুনির্ম্মল নিকলুষ নিরভিমান আনুগত্যই প্রকৃত প্রণাম। একমাত্র ভাগ্যবান্ শিষ্যেরাই এই সত্যিকার প্রণামটী স্বকীয় গুরুদেবকে অর্পণ করিতে পারেন। জগতে এরূপ শিষ্য দুষ্প্রাপ্য হইলেও বাঞ্ছনীয়, শ্লাঘনীয়, গৌরবের আস্পদ। অপরেরা সঙ্ঘের জঞ্জাল।

গুরুদেব হিতোপদেশ দিলেন, শিষ্য ক্ষেপিয়া গেল। শিষ্যের মর্জ্জি-মাফিক কাজ হইল না যে ! শিষ্য ক্ষেপিবে না ? এরূপ শিষ্যকে

গুরুদেবেরা নিজ নিজ সম্মানের ভয়েই আর হিতোপদেশ দেন না। কাল-প্রতীক্ষা করেন। কেবল তাহাই নহে, শিষ্যের ইহাই যেখানে প্রকৃতি, গুরুদেব সেই অঞ্চলে নিজ শিষ্যসংখ্যা-বর্দ্ধনে যদি মনোনিবেশ করেন, তবে তাঁহাকে আমরণ এই দুঃসাহসের জন্য দণ্ড ভুগিতে হয়। প্লেগ বা কলেরার মড়ক লাগিলে লোক যেমন সেই সকল অঞ্চল ছাড়িয়া দূরে দূরে সরিয়া পড়ে, অবস্থাটা কতকটা তদ্রূপ।

গুরুর প্রতি অবিমিশ্র শ্রদ্ধা আসিয়াছে কি না, তাহার কতকগুলি প্রমাণ আছে। শিষ্য গুরুতে অশ্রদ্ধাশীল হইলে তাহা নিয়া গুরুকে শিষ্যের প্রতি উপদেশ দানে রত হইতে প্রায়ই দেখা যায় না। তাহারও সঙ্গত কারণ আছে। গুরুভ্রাতায় গুরুভ্রাতায় যখন অহি-নকুল-সম্পর্ক আজীবন বিদ্যমান রাখিবার পণ চলে, তখন বুঝিতে হইবে, বাঁশের ঝাড়ে ঘুণ ধরিয়াছে। এমন বাঁশ দিয়া কুটীর বাঁধিলে সেই কুটীর কখনো নিরাপদ হয় না। এজন্য, শান্তির নীড় বাঁধিয়া দেওয়াই যাঁহাদের জীবনের সাধনা, তেমন গুরুদেবেরা এমন ঝাড়গুলির পাশ কাটাইয়া চলিয়া থাকেন। এজন্য তাঁহাদের দোষ দিলে অন্যায় করা হয়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৮)

হরিওঁ

পুপুন্‌কী মঙ্গলকুটীর
১১ আশ্বিন, সোমবার, ১৩৭৮
(৪-১০-৭১ ইং)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা ও মায়েরা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

শরীর আমার খুবই খারাপ। তাহা লইয়াই রাঁচি, জামশেদপুর মৌভাণ্ডার, ঘাটশিলা, খড়্গপুর ও ওড়িশার বন্যা ঘুরিয়া আসিলাম। সাধনার শরীর এত খারাপ যে বন্যার ডাঃ অতুলের অত বড় আগ্রহকেও উপেক্ষা করিয়া সাধনাকে বিশ্রাম নিয়া একটু তাজা হইবার জন্য বারাণসীতেই থাকিতে বাধ্য করিলাম। একটী মাত্র সোনার মানুষ অতুল সাহানি পাঁচটী দিন ধরিয়া নিজ গৃহে কি যে অপূর্ব্ব শারদীয়া উপাসনা করিল, তাহাতে সাধনা ভাগ লইতে পারিল না বলিয়া এখন দুঃখ হইতেছে। কিন্তু শরীর তাহার এত খারাপ যে, নিতে সাহস পাই নাই।

আর পাঁচ দিন মধ্যেই বারাণসী পোঁছিতেছি। ২৮ আশ্বিন ১৫ অক্টোবর শুক্রবার কাটিহার রওনা হইব। প্রধান উদ্দেশ্য পূর্ব্ববঙ্গের সাম্প্রতিক অত্যাচারে ছিন্নমূল সর্ব্বহারা শরণার্থীদিগকে স্থানে স্থানে এক নজর দেখিয়া যাওয়া। অর্থ-সামর্থ্য এমন কিছু নাই, যাহা দিয়া কার্য্যকর সেবা ইহাদের কিছু করিতে পারি কিন্তু চখে দেখিয়া দুই বিন্দু অশ্রু বিসর্জ্জনেও আত্মপ্রসাদ আছে। ত্রিপুরা ও কাছাড় হইতে ঘন ঘন পত্র আসিতেছে,—“আসিবেন না বাবা, আসিবেন না, মূল্যবান্ জীবন বিপন্ন করিবেন না।” কিন্তু নোয়াখালির কুখ্যাত সুরাবর্দ্দি-দাঙ্গার সময়ে যখন প্রাণভয়ে দূরে সরিয়া থাকি নাই, তখন এই ক্ষেত্রেও তাহা করিব না। যদি পাকিস্থানী বিস্ফোরণে আমাদের প্রাণহানি না ঘটে বা বিকলাঙ্গ না হই, তবে ফিরিবার পথে বঙ্গাইগাঁও ও কুচবিহার হইয়া কাটিহার দিয়া বারাণসী ফিরিব। যদি মৃত্যু ঘটে বা বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া জীবিত থাকিতে হয়, তবে তোমাদের জানাইয়া রাখিয়া যাইতেছি যে, মা সংহিতা অর্থাৎ মঙ্গলময়ীকে তোমরা তোমাদের পরবর্ত্তী নেতা বলিয়া মান্য করিবে।

দ্বিধাহীন আনুগত্যে তাহাকে জগন্মঙ্গল-কর্ম্মে সহায়তা করিবে। জীবনাশঙ্কা রহিয়াছে বলিয়াই কথাটা বলিয়া রাখিলাম।

ভ্রমণ-তালিকা লক্ষ্য করিয়া দেখিও যে, কয়েকটী স্থানে প্রগ্রাম হইতে পারিত এবং নিশ্চয়ই হইত (যথা, তোমাদের সহর) কিন্তু হয় নাই। কেন হয় নাই? কারণটী তোমরা নিজেরা অনুসন্ধান কর। কি কি কারণ ঘটিলে আমি স্থানত্যাগের রীতি অনুসরণ করিয়া থাকি, তাহার কতক নিম্নে বর্ণিত হইল। তোমাদের স্থানটী সম্পর্কে কোন্‌টী প্রযোজ্য হইবে, তাহা ভাবিয়া দেখ।

পাঁচ জন আর দশ জন গুরুভাই আছ, নিরন্তর নিজেদের মধ্যে অকারণ কলহের সৃষ্টি করিতেছ, কোনও সংঘবদ্ধ উদ্যম তোমাদের নাই, যদিও বা কদাচ সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছ ত' সঙ্গে সঙ্গে নানা জটিল বিবাদের এমন বিস্ফোরণ সুরু হইল যে, প্রতিবেশীদের কাণে তালা লাগিয়া যাইতে লাগিল। বল, এমন স্থানে ভ্রমণে গিয়া আমি তোমাদেরই বা কি হিত সাধিব, জনসমাজের কাছেই বা কি কথা কহিব?

আমি একটা সুনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য লইয়া বিগত বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ বৎসর ধরিয়া পুপুন্‌কীর কাঁকরে আর পাথরে অস্থিক্ষয়কর শ্রম করিয়া যাইতেছি। তোমরা নিজ নিজ স্থানে আবার এক একটা প্রতিষ্ঠান ফাঁদিয়া বসিলে। তোমাদের মনের ধ্যান ও একাগ্রতা আমার কাজের সহিত যুক্ত হইল না। আমি তোমাদের ওখানে গেলে তোমাদের সংখ্যাপুষ্টি ঘটিবে কিন্তু এই নবাগতেরাও ত তোমাদের প্রদর্শিত পথেই চলিবে! কেন আমি তোমাদের সহরে প্রগ্রাম করিয়া একটী দিনের পরমায়ু অপচয়িত করি? আমার কি বয়স যথেষ্ট হয় নাই? এ সময়ে কি অপব্যয় চলে?

কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলে আমি বিশেষ একটা পরিকল্পনা নিয়া পদ্ধতিবদ্ধ সংগঠন-কর্ম্ম পরিচালনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলাম। একাজে জনে জনে কৈফিয়ৎ নিবেদন করা ক্ষতিকর। একটী নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে যোগ্য দেখিয়া নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি কার্য্যভার প্রদান করিলাম। তোমাদের জনে জনের কাছে শতাধিক পত্র দিয়া নির্দ্দেশ দিতে হইল যে, সহযোগ কর। যাবতীয় আর্থিক ব্যয়ের দায়িত্ব আমি নিজের স্কন্ধে রাখিলাম। কিন্তু তোমাদের ব্যক্তিগত ও যৌথ আচরণ আমার অভিপ্রায়ের অনুকূল হইয়াছে বলিয়া দেখিতে পাইলাম না। তোমাদের স্বল্পতম জনবল-সহযোগ পাইবার জন্য আমাকে মাসের পর মাস লেখনী লইয়া হাজার কসরৎ করিতে হইল। এক কথায় নির্দ্দেশ-পালন দূরের কথা, হাজার কথার পরেও অকুণ্ঠ সহযোগের স্ফূর্ত্তি ঘটিল না। বল, এমন সহরে ভ্রমণতালিকা বা কর্ম্মসূচী একমাত্র বদ্ধ পাগল ছাড়া আর কে রাখিতে রুচিমান্ হইবে?

সহরে একটী মাত্র মণ্ডলী ছিল। কোনও কারণ বশতঃ উহা দুইটী বা তিনটী মণ্ডলীতে রূপান্তরিত হইল! দ্বিধা বা ত্রিধা বিভক্ত হইবার সময়ে হয়ত মনান্তর মতান্তর কিছু ছিল। কিন্তু আলাদা হইয়া যাইবার পরেও পূর্ব্বপোষিত বৈরভাব যেন জিংলাপোড়া সাপের ক্রোধের ন্যায় আমৃত্যু অনুসরণ করিতে লাগিল। ক্রোধ-চণ্ডাল যেখানে স্বর্ণসিংহাসনে বসিয়াছে, সেখানে অনেক দিনের পরিচিত শাদা মনের মানুষগুলিও যেন পাতালপুরীর কয়লার খাদ হইতে কালো মন লইয়া বাহির হইয়া আসিয়া নিজেদের নূতন এক অপরিচিত হিংস্র মূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়া মান্য জনের অসম্মান সুরু করিল। বল, তোমার বাড়ী ঢুকিবার গলিতে যদি পাড়ার লোকেরা দলবদ্ধ হইয়া তালে বেতালে পুরীষোৎসর্গ করিয়া রাখে,

দ্বিধাহীন আনুগত্যে তাহাকে জগন্মঙ্গল-কর্ম্মে সহায়তা করিবে। জীবনাশঙ্কা রহিয়াছে বলিয়াই কথাটা বলিয়া রাখিলাম।

ভ্রমণ-তালিকা লক্ষ্য করিয়া দেখিও যে, কয়েকটী স্থানে প্রগ্রাম হইতে পারিত এবং নিশ্চয়ই হইত (যথা, তোমাদের সহর) কিন্তু হয় নাই। কেন হয় নাই? কারণটী তোমরা নিজেরা অনুসন্ধান কর। কি কি কারণ ঘটিলে আমি স্থানত্যাগের রীতি অনুসরণ করিয়া থাকি, তাহার কতক নিম্নে বর্ণিত হইল। তোমাদের স্থানটী সম্পর্কে কোন্‌টী প্রযোজ্য হইবে, তাহা ভাবিয়া দেখ।

পাঁচ জন আর দশ জন গুরুভাই আছ, নিরন্তর নিজেদের মধ্যে অকারণ কলহের সৃষ্টি করিতেছ, কোনও সংঘবদ্ধ উদ্যম তোমাদের নাই, যদিও বা কদাচ সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছ ত' সঙ্গে সঙ্গে নানা জটিল বিবাদের এমন বিস্ফোরণ সুরু হইল যে, প্রতিবেশীদের কাণে তালা লাগিয়া যাইতে লাগিল। বল, এমন স্থানে ভ্রমণে গিয়া আমি তোমাদেরই বা কি হিত সাধিব, জনসমাজের কাছেই বা কি কথা কহিব?

আমি একটা সুনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য লইয়া বিগত বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ বৎসর ধরিয়া পুপুন্‌কীর কাঁকরে আর পাথরে অস্থিক্ষয়কর শ্রম করিয়া যাইতেছি। তোমরা নিজ নিজ স্থানে আবার এক একটা প্রতিষ্ঠান ফাঁদিয়া বসিলে। তোমাদের মনের ধ্যান ও একাগ্রতা আমার কাজের সহিত যুক্ত হইল না। আমি তোমাদের ওখানে গেলে তোমাদের সংখ্যাপুষ্টি ঘটিবে কিন্তু এই নবাগতেরাও ত তোমাদের প্রদর্শিত পথেই চলিবে! কেন আমি তোমাদের সহরে প্রগ্রাম করিয়া একটী দিনের পরমায়ু অপচয়িত করি? আমার কি বয়স যথেষ্ট হয় নাই? এ সময়ে কি অপব্যয় চলে?

কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলে আমি বিশেষ একটা পরিকল্পনা নিয়া পদ্ধতিবদ্ধ সংগঠন-কর্ম্ম পরিচালনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলাম। একাজে জনে জনে কৈফিয়ৎ নিবেদন করা ক্ষতিকর। একটী নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে যোগ্য দেখিয়া নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি কার্য্যভার প্রদান করিলাম। তোমাদের জনে জনের কাছে শতাধিক পত্র দিয়া নির্দ্দেশ দিতে হইল যে, সহযোগ কর। যাবতীয় আর্থিক ব্যয়ের দায়িত্ব আমি নিজের স্কন্ধে রাখিলাম। কিন্তু তোমাদের ব্যক্তিগত ও যৌথ আচরণ আমার অভিপ্রায়ের অনুকূল হইয়াছে বলিয়া দেখিতে পাইলাম না। তোমাদের স্বল্পতম জনবল-সহযোগ পাইবার জন্য আমাকে মাসের পর মাস লেখনী লইয়া হাজার কসরৎ করিতে হইল। এক কথায় নির্দ্দেশ-পালন দূরের কথা, হাজার কথার পরেও অকুণ্ঠ সহযোগের স্ফূর্ত্তি ঘটিল না। বল, এমন সহরে ভ্রমণতালিকা বা কর্ম্মসূচী একমাত্র বদ্ধ পাগল ছাড়া আর কে রাখিতে রুচিমান্ হইবে?

সহরে একটী মাত্র মণ্ডলী ছিল। কোনও কারণ বশতঃ উহা দুইটী বা তিনটী মণ্ডলীতে রূপান্তরিত হইল! দ্বিধা বা ত্রিধা বিভক্ত হইবার সময়ে হয়ত মনান্তর মতান্তর কিছু ছিল। কিন্তু আলাদা হইয়া যাইবার পরেও পূর্ব্বপোষিত বৈরভাব যেন জিংলাপোড়া সাপের ক্রোধের ন্যায় আমৃত্যু অনুসরণ করিতে লাগিল। ক্রোধ-চণ্ডাল যেখানে স্বর্ণসিংহাসনে বসিয়াছে, সেখানে অনেক দিনের পরিচিত শাদা মনের মানুষগুলিও যেন পাতালপুরীর কয়লার খাদ হইতে কালো মন লইয়া বাহির হইয়া আসিয়া নিজেদের নূতন এক অপরিচিত হিংস্র মূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়া মান্য জনের অসম্মান সুরু করিল। বল, তোমার বাড়ী ঢুকিবার গলিতে যদি পাড়ার লোকেরা দলবদ্ধ হইয়া তালে বেতালে পুরীষোৎসর্গ করিয়া রাখে,

তবে সেই গলিতে প্রবেশ করিবার পথ খোলা আছে বলিয়া কেহ দাবী করিতে পার কি ?

তোমরা অনেকেই আমাকে চাহ কিন্তু আমাকে পাইবার জন্য যাহা যাহা করিতে হইবে, তাহা করিতে প্রস্তুত নহ। বল, আমি কি ধাক্কাধাক্কি করিয়া তোমাদের গৃহের রুদ্ধ দুয়ার খুলিব ? বেশী ঠেলাঠেলি করিয়া তোমাদের মনের কপাট খুলিতে গেলে তাহার ধাক্কায় তোমাদের কপাল-করোটিও ত আহত হইতে পারে! সেই দায়িত্ব আমি নিতে চাহি না। আমার অশেষ আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও, এই জন্যই তোমাদের সহস্র তালিকাভুক্ত হইল না। প্রেমবশতই তোমাদিগকে বর্জ্জন করিয়াছি; দ্বেষবশত নহে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৯)

হরিওঁ

বারাণসী
২৭ আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৩৭৮
(১৪ অক্টোবর, ১৯৭১ ইং)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার আট মাস আগেকার পত্রখানার জবাব সঙ্গে সঙ্গেই দিয়াছিলাম, তবু পত্রখানা যত্ন করিয়া রাখিয়া দিয়াছিলাম, পুনরায় তোমাকে কিছু লিখিব বলিয়া। এতদিন অবসর পাই নাই। তিন চারি দিন হয় পুপুন্‌কী হইতে আসিয়া দৈনিক তিন চারি শত খামের

পত্র ডাকে ফেলিতেছি। সুতরাং জিদ করিয়া তোমাকেও লিখিতে বসিলাম।

ছাড়া পাইলেই মন চারিদিকে ধায়। ছাড়া পাইলেই চোখ অদর্শনীয়কে দেখিতে কৌতূহলী হয়। হোক্, ইহা মনের আর চখের স্বভাব। তুমি তোমার মনকে জোর করিয়া আমাতে যুক্ত কর। আমি তোমার সর্ব্বপাপ, সর্ব্বমোহ, সর্ব্ব দুর্ব্বলতা হরণ করিব। তুমি আমাকে বিশ্বাস কর। ভালবাসিলেই বিশ্বাস সহজ হইবে।

বিবাহ ত তুমি করিবেই। তখন এমন কত কিছু জানিবে, এখন যাহা জান না, এমন কত কিছু বুঝিবে, যাহা এখন বুঝ না, এমন কত কিছু দেখিবে, যাহা এখন দেখা অসম্ভব। সবই ত জানিতে, বুঝিতে, দেখিতে বা করিতে হইবে; সংসারাশ্রমের কর্ত্তব্যেই তখন অনেক কিছুকে স্বাভাবিক ভাবে সহিয়া নিতে হইবে। এখন কতক দিন ধৈর্য্য ধরিয়া চলিবার চেষ্টা এমন কঠিন কাজ কি ?

বিবাহ করিয়াও ব্রহ্মচর্য্য পালন করা যায়, তবে তখন স্ত্রীটীরও সানন্দ সম্মতি সংগ্রহ করিতে হয়। একা-একার চেষ্টায় বিবাহিত এই জীবনে ব্রহ্মচর্য্য হয় না। অথচ স্বামী ও স্ত্রীর মন এক হইলে ইহা এত সহজ এবং এত স্বাভাবিক যে, বলিবার নহে। দুই জনের মন এক হইলে ভগবানের দয়া হয়। তিনি নানা ভাবে সাহায্য করেন। তাহার প্রমাণ তোমার গুরু-ভাইবোনদের মধ্যে সহস্রাধিক আছে।

চোখ যেদিকে ধাবিত হইতে চাহে, সেখানে আমাকে চিন্তা কর। নিজের উত্তেজিত ইন্দ্রিয়-নিচয়ে আমার অবস্থিতি চিন্তা কর। দুদিন অভ্যাসেই দেখিবে, যেন দাবানলে সহস্র দমকল এক সঙ্গে কাজ করিয়া গেল। ভয় দূর কর। তুমি আমার সন্তান, ভয় তোমাতে সাজে না,

তবে সেই গলিতে প্রবেশ করিবার পথ খোলা আছে বলিয়া কেহ দাবী করিতে পার কি ?

তোমরা অনেকেই আমাকে চাহ কিন্তু আমাকে পাইবার জন্য যাহা যাহা করিতে হইবে, তাহা করিতে প্রস্তুত নহ। বল, আমি কি ধাক্কাধাক্কি করিয়া তোমাদের গৃহের রুদ্ধ দুয়ার খুলিব ? বেশী ঠেলাঠেলি করিয়া তোমাদের মনের কপাট খুলিতে গেলে তাহার ধাক্কায় তোমাদের কপাল-করোটিও ত আহত হইতে পারে ! সেই দায়িত্ব আমি নিতে চাহি না। আমার অশেষ আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও, এই জন্যই তোমাদের সহজ তালিকাভুক্ত হইল না। প্রেমবশতই তোমাদিগকে বর্জ্জন করিয়াছি, দ্বেষবশত নহে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৯)

হরিওঁ

বারাণসী

২৭ আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৩৭৮

(১৪ অক্টোবর, ১৯৭১ ইং)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার আট মাস আগেকার পত্রখানার জবাব সঙ্গে সঙ্গেই দিয়াছিলাম, তবু পত্রখানা যত্ন করিয়া রাখিয়া দিয়াছিলাম, পুনরায় তোমাকে কিছু লিখিব বলিয়া। এতদিন অবসর পাই নাই। তিন চারি দিন হয় পুপুন্কী হইতে আসিয়া দৈনিক তিন চারি শত খামের

পত্র ডাকে ফেলিতেছি। সুতরাং জিদ করিয়া তোমাকেও লিখিতে বসিলাম।

ছাড়া পাইলেই মন চারিদিকে ধায়। ছাড়া পাইলেই চোখ অদর্শনীয়কে দেখিতে কৌতূহলী হয়। হোক্, ইহা মনের আর চখের স্বভাব। তুমি তোমার মনকে জোর করিয়া আমাতে যুক্ত কর। আমি তোমার সর্ব্বপাপ, সর্ব্বমোহ, সর্ব্ব দুর্ব্বলতা হরণ করিব। তুমি আমাকে বিশ্বাস কর। ভালবাসিলেই বিশ্বাস সহজ হইবে।

বিবাহ ত তুমি করিবেই। তখন এমন কত কিছু জানিবে, এখন যাহা জান না, এমন কত কিছু বুঝিবে, যাহা এখন বুঝ না, এমন কত কিছু দেখিবে, যাহা এখন দেখা অসম্ভব। সবই ত জানিতে, বুঝিতে, দেখিতে বা করিতে হইবে; সংসারাশ্রমের কর্ত্তব্যেই তখন অনেক কিছুকে স্বাভাবিক ভাবে সহিয়া নিতে হইবে। এখন কতক দিন ধৈর্য্য ধরিয়া চলিবার চেষ্টা এমন কঠিন কাজ কি ?

বিবাহ করিয়াও ব্রহ্মচর্য্য পালন করা যায়, তবে তখন স্ত্রীটীরও সানন্দ সম্মতি সংগ্রহ করিতে হয়। একা-একার চেষ্টায় বিবাহিত এই জীবনে ব্রহ্মচর্য্য হয় না। অথচ স্বামী ও স্ত্রীর মন এক হইলে ইহা এত সহজ এবং এত স্বাভাবিক যে, বলিবার নহে। দুই জনের মন এক হইলে ভগবানের দয়া হয়। তিনি নানা ভাবে সাহায্য করেন। তাহার প্রমাণ তোমার গুরু-ভাইবোনদের মধ্যে সহস্রাধিক আছে।

চোখ যেদিকে ধাবিত হইতে চাহে, সেখানে আমাকে চিন্তা কর। নিজের উত্তেজিত ইন্দ্রিয়-নিচয়ে আমার অবস্থিতি চিন্তা কর। দুদিন অভ্যাসেই দেখিবে, যেন দাবানলে সহস্র দমকল এক সঙ্গে কাজ করিয়া গেল। ভয় দূর কর। তুমি আমার সন্তান, ভয় তোমাতে সাজে না,

পরাজয়ও তোমার জন্য নহে। আমার সন্তান নির্ভীক্‌, আশাবাদী এবং অক্লান্ত-চেষ্টাপরায়ণ হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২০)

হরিওঁ

বারাণসী

২৭ আশ্বিন, ১৩৭৮

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

দুষ্ট, দুর্ব্বৃত্ত, বেপরোয়া স্বভাবের ছেলে বা দুর্ম্মেধা, জড়বুদ্ধি, হাবা ছেলে এ যাবৎ কয়েক ডজন আমাদের পুপুন্‌কী আশ্রমে আসিয়াছে এবং আশ্রমের নানা দিকের নানা ক্ষতি সহ্য করিয়াও ইহাদের স্বভাবের পরিবর্ত্তন-সাধন করিতে আমরা যত্ন নিয়াছি। একেবারে আমূল পরিবর্ত্তন দুই একটী অতীব বিরল ক্ষেত্রেই সম্ভব হইয়াছে, কিন্তু অন্যান্যদের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন নিশ্চিতই ঘটিয়াছে, যাহা দেখিয়া ইহাদের অভিভাবকেরা বিস্ময় বোধ করিয়াছেন। গৃহে যাহারা স্নেহ পাইত না, পাইত দুর্দ্দান্ত শাসন, গৃহে যাহারা স্বাধীনতা পাইত না, থাকিতে হইত নজরবন্দী ক্রীতদাসের মতন, কোনও ব্যাপারে নিজেদের বুদ্ধি খাটাইয়া কোনও কাজ করিবার সুযোগ যাহারা পাইত না, চলিতে হইত সর্ব্বদা শুধু কড়া হুকুমের শাসনে, তাহারা এখানে আসিয়া ঠিক বিপরীত এক পরিবেশ পাইয়া, স্বচ্ছন্দে চলিতে পারিয়া, নিজের বুদ্ধি খাটাইয়া কোনও কাজ করিতে পারিলে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পাঁচ জনের প্রশংসায় সম্বর্দ্ধিত

হইয়া জীবনের যেন এক নূতন অর্থ খুঁজিয়া পাইয়াছে এবং পূর্ব্বে তাহারা যাহা ছিল, তাহা অপেক্ষা এক নূতনতর পর্য্যায়ে উন্নীত হইয়া কতকটা আত্মবিশ্বাসের আস্বাদন লাভ করিয়াছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, ইহাদের জন্মজাত প্রকৃতির বা বদ্ধমূল জড়তার উৎখাত-সাধন আমাদের দ্বারা সম্ভব হয় নাই। যে যতটুকু পরিমার্জ্জিত হইবার হইয়াছে, ইহার পরে ইহাদিগকে ঘরে ফিরিতে হইয়াছে এবং ঘরেই ইহাদিগকে ফিরিতে হইবে। একদল উচ্ছৃঙ্খল বা জড়বুদ্ধি বালককে আমি চিরকৌমার্য্যের আদর্শ দিয়া স্বভাবের বিরুদ্ধে পরিচালিত করিতে চাহিলে তাহাদের দ্বারা সন্ন্যাসের পবিত্র মর্য্যাদা ও পুণ্য প্রতিভা লাঞ্ছিত হইতে পারিত।

সম্প্রতি যে কয়টী ছেলেকে পুপুন্‌কী আশ্রম হইতে আমি তাহাদের বাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছি, তাহাদের সম্পর্কে আমার স্পষ্ট বক্তব্য এই যে, ইহারা আশ্রমে থাকা কালে ইহাদের স্বভাবকে যতটুকু সংশোধন করা সম্ভব এবং ইহাদের কর্ম্মশক্তিকে যতটুকু বিকশিত করা আমাদের আয়ত্তে রহিয়াছে, তাহার পরিপূর্ণ এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চেষ্টা হইয়াছে। আশ্রমে যেটুকু উন্নতি ইহাদের হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে, বাকী উন্নতিটুকু পিতামাতার কাছে রাখিয়াই সাধন করিতে হইবে। হয় স্থানীয় কোনও বিদ্যালয়ে বিদ্যার্জ্জনে নিয়োগ করিয়া, নয় যৎ-কিঞ্চিৎ-আয়প্রদ স্বল্প মূলধনের কোনও ব্যবসায়িক উদ্যমে ইহাদিগকে লগ্ন করিয়া পিতামাতা প্রভৃতিকে ইহাদের জীবনের উন্নতির পথ খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতে হইবে। আমৃত্যু এই উচ্ছৃঙ্খল বা জড়বুদ্ধিদের দায়িত্ব আশ্রমের উপরে ন্যস্ত রাখিলে আশ্রমটী আর অন্যান্য দিকে নিজের কর্ত্তব্য পালন করিতে পারে না। এই একটা কথাও মনে রাখিও, এতগুলি ছেলেকে

যে বৎসরের পর বৎসর আমরা মানুষ করিবার চেষ্টা করিয়াছি, তাহার জন্য তাহাদের অভিভাবকদের কাছ হইতে কপর্দ্দকমাত্রও আমরা কখনো দাবী করি নাই এবং প্রত্যেকের কাপড়, জামা, খাদ্য, পানীয়, বিছানা, মশারি, কম্বলের ব্যয় অযাচক আমার আশ্রমটী হইতেই দেওয়া হইয়াছে।

এখন আমরা স্থির করিয়াছি যে, জড়বুদ্ধি বা উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবের ছেলে আর কিছুতেই রাখিব না। যে সকল প্রতিষ্ঠান সরকারী অর্থ-সাহায্যে চলে বা জনসাধারণের বিপুল দানে ও নিয়মিত চাঁদায় পরিচালিত হয়, তাহাদের জন্য ঐ কাজটা থাকিতে পারে। আমাদের এখানে যাহারা আসিবে, তাহাদিগকে নিজের অন্ন নিজে অর্জ্জন করিয়া বিদ্যার্জ্জন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে, আমি অনন্ত কাল অমর হইয়া থাকিয়া ছাত্রদের উদরান্নের দায়িত্ব নিতে পারিব না। নিজের দায়িত্ব সম্ভব হইলে যাহাকে নিজেই নিতে হইতে পারে, তাহাকে বাছিয়া বুছিয়া নিব। যাকে তাকে আর পুপুন্‌কী আশ্রমে প্রবেশ করিতে দিব না। এই কথাটী তোমরা মনে রাখিও।

আরও একটা কথা মনে রাখিও যে, একটা জাতির রূপান্তর নয় দশ প্রজন্মে বা তিন শত বৎসরে হইতে পারে, এই বৈজ্ঞানিক সত্যকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আমাদের কাজ করিতে হইবে। সুতরাং দুনিয়ার সব রকমের সৎ সেবা আমাদের দ্বারাই সম্ভব করাইতে হইবে, এমন আজগুবি দাবী বা কল্পনার অবসর নাই। তোমরা আর একটীও জড়বুদ্ধি ছেলে আশ্রমে পাঠাইও না। * * * এই প্রসঙ্গে আর একটী কথা বলি যে, আগামী ১৩৭৯ সনের পৌষের শেষ সপ্তাহে আমরা পুনরায় কুড়িটি ছেলে পুপুন্‌কী আশ্রমেতে নিব, যাহাদের ক্লাস থ্রি বা তৃতীয়

মানের পড়াশুনা ঐ সময়-মধ্যে শেষ হইয়া যাইবে। যে ছেলে স্বাস্থ্যহীন, কুস্বভাব, অপভাষী এমন ছেলে নেওয়া সম্ভব নহে। বুদ্ধিমান ও সুকণ্ঠ ছেলেকে বিশেষ সমাদর করা হইবে। এক বৎসরের আহারীয় ব্যয় ৩৬০৲ তিন শত ষাট টাকা ভর্ত্তির সময়ে জমা দিতে হইবে। এক বৎসরের মধ্যে নিজের অন্ন নিজে অর্জ্জনের ক্ষমতার বিকাশ ঘটিলে এই টাকা ছেলেকে সম্ভবতঃ ফেরৎ দেওয়া হইবে। অবশ্য, তিন শত ষাট টাকায় একটা ছেলের সম্বৎসরের আহারীয়-ব্যয়ের সঙ্কুলান ঠিক ঠিক মত হয় না, জানিও। পুপুন্‌কীর স্বাস্থ্যকর জলবায়ুতে দিনের পর দিন হজমের ক্ষমতা বাড়িতে থাকে, এই জন্য এখানে আহার-সমস্যা একটা দারুণ সঙ্কট, জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২১)

হরিওঁ

শিলং
২২শে কার্ত্তিক, সোমবার, ১৩৭৮
(৮ নবেম্বর, ১৯৭১)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণ ভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

এবারকার ভ্রমণের মতন এমন হঠাৎ ঘনঘন পট-পরিবর্ত্তনের দৃষ্টান্ত আমার জীবনে আর পাইবে না। একটার পর একটা করিয়া শরণার্থি-শিবির দেখিব বলিয়া বাহির হইলাম, কিন্তু কয়টা শিবির আর দেখিতে

পারিলাম ? বারাণসী ত্যাগ করিবার সময়ে যে ট্রেণে চাপিলাম, রেল-কর্ম্মচারীদের সৌজন্যে সেই ট্রেণের লাগেজ আর দশ দিনের মধ্যেও কাটিহার পৌঁছিল না। পনেরই অক্টোবর বারাণসী ছাড়িয়াছিলাম ৩০শে অক্টোবর কাটিহারের যতীন্দ্র তাহা নিজে আসিয়া গৌহাটি পৌঁছাইয়া দিল। অসুবিধার কথাটা চিন্তা কর। পূর্ণিয়া জেলায় বিহারে দুইটী শরণার্থি-শিবির দেখিয়া, আসামে কামরূপ জেলার একটী শিবির-দেখিয়াছি । নগাঁও জেলারও দুইটী শিবির দেখিলাম। শিবিরগুলিতে আমার ও সাধনার গমনে যে আশা, আবেগ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতেছি। কিন্তু কাছাড়ের শিবির-গুলিতে যাইতে পারিলাম কৈ? বিশেষ কারণে কাছাড়ের ভ্রমণ-তালিকাটুকু বাতিল হইল, দিন কয়টা আসামের লামডিং, বোকাজান, ডিমাপুর সরুপাথর, ডিব্রু ঘুরিয়া গৌহাটি হইতে বিমানে নির্দ্দিষ্ট তারিখে আগরতলা রওনা হইবার কথা, ছয় জনের বিমান-টিকিটও খরিদ হইয়া গিয়াছিল। আগরতলা হইতে টেলিগ্রাম আসিল,—Soliciting postponement of Tripura tour. Circulating news accordingly. ট্রাঙ্ক-কলে আগরতলার শশাঙ্কের সহিত কথা হইল। জিজ্ঞাসিলাম,—টেলিগ্রামটী কি তোমার একার মতে করিয়াছ, না সকলের মত নিয়া করিয়াছ? শশাঙ্ক বলিল,—সকলের মতানুসারে। সত্য কথাই; ত্রিপুরার প্রগ্রাম স্থগিত করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া আগরতলা হইতে আমার নিকটে কম পক্ষে দশখানা পত্রও আসিয়াছে। এই অনুরোধটী করিতে একমাত্র শশাঙ্কই এতদিন দৃঢ়তার সহিত বিরত ছিল। কিন্তু সকলের সম্মতিতে তাহাকেও সায় দিতে হইল। ভ্রমণ আপাততঃ বাতিল হইল। বুঝিয়া দেখ, ঘন ঘন পরিবর্ত্তন করিয়া নিত্য

নূতন ভ্রমণ-তালিকার অনুসরণ করিতে আমাদের কি ক্লেশ হইতেছে। তার মধ্যে দেখিলাম, শিলং এর একজনের কাছে পুপুন্কী আশ্রমের একজনের পত্র আসিয়াছে,—"বিদ্যাসাগর বাগের কাঁঠাল-বাগানের উত্তর দিকের বন্ধ-করা দুয়ারের দেওয়াল ভাঙ্গিয়া কে বা কাহারা বাগানের ভিতরে দলে দলে কাড়া ও মহিষ ঢুকাইয়া দিয়া একটী অবধি কাঁঠাল-চারার সর্ব্বনাশ করিয়া দিয়া গিয়াছে। বছর বছর একই কাজ সমান শ্রমে ও সমান অর্থব্যয়ে করিয়া যাইতেছি আর মানুষগুলি প্রতি বৎসর একই রকমের অনিষ্ট অবিরাম আশ্রমটার উপরে করিয়া যাইতেছে। নিশ্চয়ই মানুষগুলি দিল্লী, লাহোর বা ঢাকা হইতে আসিয়া একাজ করিয়া যাইতেছে না! কিন্তু এভাবে কতকাল চলিবে ? এভাবে কতকাল পারিব ?"—হয়ত চিরকাল এভাবে চলিবে না, কিন্তু অনন্ত কাল আমাদিগকে একই কাজ শতবার সহস্র বার করিয়া যাইতে হইবে, অসাধ্য সাধন আমাদের করিতে হইবে, আমাদের নিরাশ হইলে চলিবে না। ইহারা সকলেই স্থানীয় লোক। ইহারা নানাবিধ স্বার্থসাধনের সময়ে বারংবার আশ্রমের শরণাপন্ন হয়, আমরাও অকুণ্ঠিত চিত্তে ইহাদের যেটুকু উপকার আমাদের দ্বারা সম্ভব, তাহা করি। কিন্তু বিগত বিয়াল্লিশটা বৎসরে ইহারা আশ্রমে কম পক্ষে এক লক্ষ টাকার আর্থিক ক্ষতি করিয়াছে। ইহাদের এই স্বভাবের যদি এক কণাও পরিবর্ত্তন না হয়, তবু আমরা ঐ দেশে থাকিব এবং আমাদের কাজ অবিচল বিক্রমে করিয়া যাইব। তোমরা মনকে দুর্ব্বল হইতে দিও না। কেবল লক্ষ্য রাখ যে, চোরে কোনও দামী জিনিষ চুরি করিয়া না নিয়া যাইতে পারে।

বিদ্যাসাগর-বাগের উত্তর দিকের দুয়ারের কাঁচা গাঁথুনি ভাঙ্গিয়া ফেল এবং সেখানে সিমেণ্টের গাঁথুনি দিয়া প্লাষ্টার করিয়া দাও। আমি

পুপুন্‌কী পৌঁছার পরেই সবগুলি দেওয়াল দুর্ভেদ্য করিবার ব্যবস্থা করিব। আমের যে হাজার পাঁচেক বীজু চারা আছে, এইগুলি কেহ না নষ্ট করিতে পারে, তাহা দেখ। ধৈঞ্চা বনের ফসল এবার সবটা তুলিও না, গাছ কাটিয়া ফেলিও না। মাত্র অর্দ্ধেক ধৈঞ্চা-বীজ তুলিবে। বিদ্যাসাগর-বাগে আজ সাত বৎসর ধরিয়া কেবলই কাঁঠাল বীজ পুতিতেছি আর প্রতিবারই দুষ্টেরা আসিয়া গাছগুলি নষ্ট করিয়া দিয়া যাইতেছে। তাই বলিয়া আমরা হতাশ হইব না। ঐখানে কাঁঠাল-বাগান আমরা সৃষ্টি করিবই। গতবার যাহারা যাহারা কাঁঠাল-বীজ ত্রিপুরা হইতে পাঠাইয়াছিল এখনি তাহাদিগকে পত্র দিয়া দাও যে, আগামী গ্রীষ্মের অন্তভাগে ভাল জাতের কাঁঠাল-বীজ পুনরায় তাহাদিগকে প্রেরণ করিতে হইবে।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে একটী অনুরূপ অবস্থার কথা লিখি। শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ, প্রভৃতি জেলা হইতে কয়েক লক্ষ জয়-বাংলার শরণার্থী বালাট ও মালামে আসিয়া পড়িয়াছে। স্থান দুইটী নবসৃষ্ট মেঘালয় রাজ্যে। মেঘালয়ের জনসাধারণ অর্থাৎ যাবতীয় পার্ব্বত্য অধিবাসীরা এই দুই শিবিরের লোকের উপরে অকথ্য অত্যাচার করিতেছে। কারণ, পূর্ব্ববঙ্গের লোকেরা এখানে স্থায়ী ভাবে বাস করিলে অলস এই পাহাড়িয়ারা প্রতিযোগিতায় পারিবে না, - পূর্ব্ববঙ্গবাসীরা কঠোর পরিশ্রমে অভ্যস্ত কর্ম্মশীল জাতি। ভারত-সরকার মেঘালয়ের লোকের মতি-গতি দেখিয়া এই দুই শিবিরের অসহনীয় অব্যবস্থায় ক্লিষ্ট এবং পাহাড়িয়াদের দুর্ব্ব্যবহারে উৎপীড়িত শরণার্থীদিগকে কাছাড়ের দিকে সরাইয়া নিবার আয়োজন করিতেই সঙ্গে সঙ্গে আবার আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে,—"ইহাদিগকে সরাইয়া নিও না, সরাইয়া নিলে আমরা

আমাদের দুই পয়সা দামের জিনিষ গলাকাটা দামে এক টাকায় বিক্রী করিব কাহার কাছে, ইহারা চলিয়া গেলে একটী পান, একটী কমলা, একটী তুচ্ছ সুলভ ফল অসম্ভব দামে বেচিয়া ঘরের সিন্দুক ভরিব কি দিয়া,—সুতরাং ইহাদের সরাইতেও পারিবে না।" অবস্থাটা বিবেচনা করিয়া দেখ। পশুর মতন লাঞ্ছিত হইয়া শরণার্থীরা এখানে দৈনিক দুই তিন শত করিয়া মরিয়া পরিত্রাণ পাইবে, কিন্তু তাহাদের রক্তশোষণ করিয়া খাশিয়াদের সমৃদ্ধির থলি ফাঁপিয়া ওঠা চাইই চাই।

আমরা যদি মাত্র ছয়টী মাসের জন্য পুপুন্‌কী আশ্রমের যাবতীয় কাজকর্ম্ম বন্ধ করিয়া দেই, এই ছয় মাসে যে টাকাটা আমাদের বাঁচিবে, যদি তাহা ব্যাঙ্কে জমা করিয়া রাখি, তবে আমাদের একটা বড় কাজ একদিন হয়ত অতি সহজে হইবে। কিন্তু এই ছয় মাসে গরীব দেশটার কতকগুলি দরিদ্রকে অন্ততঃ যে চব্বিশ হাজার টাকার অন্নার্জ্জনের সুযোগ দিতে পারিতাম,—সেই টাকাটা গ্রামে গিয়া পৌঁছিবে না। মাসে পাঁচ শত করিয়া রোগীর বিনামূল্যে চিকিৎসা করি, এই ছয় মাসে এই তিন হাজার রোগীকে ছয় মাইল দূরে গিয়া ডাক্তার দেখাইতে হইবে। আমরা আমাদের সেবাকর্ম্ম যদি বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হই, তখন ইহাদের কোন্ কুশল হইবে? আমাকে হত্যা করিবার জন্য দুর্ব্বৃত্ত লাগাইয়া দিয়াও যখন আমাকে ওখান হইতে হঠান সম্ভব হয় নাই, তখন দালানের কোণা ভাঙ্গিয়া, কাঁঠাল গাছ নষ্ট করিয়া কেহ আমাকে তাড়াইতে পারিবে না।

সম্প্রতি বাঙ্গালী-বিহারী প্রশ্ন সিন্দ্রিতে, ঝরিয়াতে, ধানবাদে নূতন করিয়া তোলার চেষ্টা হইতেছে। আমরা এসব নীচ কল্পনার ঊর্দ্ধলোকে বাস করি। আসামেও আসামী-বাঙ্গালী প্রশ্নকে বারংবার উজ্জীবিত

করিবার চেষ্টা হইয়াছে। আমাদের চিন্তা ও ভাবনা এই সব সঙ্কীর্ণতার ধার ধারে না। আসল প্রশ্নটা যে চীন ও ভারতের, চীনারা যে নেফা দিয়া নামিয়া আসিলে আসামীদিগকে ছাড়িয়া কথা বলিবে না, চীনারা নেপাল দিয়া নামিয়া আসিলে বিহারীদিগকে যে রেহাই দিবে না, এই প্রত্যাসন্ন সত্যটার প্রতি প্রাদেশিক আন্দোলনকারীরা এমনই অন্ধ যে, অন্ধদের যে সকল দুর্ভোগ সহিতে হয়, সেই সকল দুর্ভোগ ও দুর্যোগকে ইহাদের সুনির্দিষ্ট ভাগ্যের লিখন বলিয়া মনে করিতে বাধ্য হইতেছি। বাঙ্গালী-বিহারী, বাঙ্গালী-আসামী, বাঙ্গালী-ওড়িয়া, অন্ধ্র-তামিল, অন্ধ্র-কন্নাড়, তামিল-কন্নাড়, কন্নাড়-কেরল, কন্নাড়-মারাঠী, মারাঠী-গুজরাতী, হরিয়ানা-পাঞ্জাব ইত্যাদি বিভেদ-মূলক আন্দোলন যদি চিন্তাশীল মানুষের কাছেও প্রশ্রয়ই পাইতে থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্ব বাংলা যেমন করিয়া আজ স্বাধীন হইতে যাইতেছে, কাল তেমনি তামিল-নাড়ু নিজের স্বাধীনতা ঘোষণার সুযোগ নিবে এবং তাহাদের দেখাদেখি নিরর্থক বিপ্লবের অসার্থক অভিনয় নানা দেশে নানা রাজ্যে দেখা দিবে। এর চাইতে বড় সর্ব্বনাশ ভারতের আর কিছু হইতে পারে না। কেহই ভবিষ্যৎ ভাবিতেছে না, কেবল হুজুগে পড়িয়া সর্ব্বত্র বিদ্বেষের চর্চ্চা চলিতেছে। আমরা আমাদের কোনও চিন্তা, বাক্য বা আচরণের দ্বারা কোনও প্রকার বিদ্বেষকে কদাচ ইন্ধন যোগাইব না, স্পষ্ট জানিও।

এই মাস হইতে আমি পুপুন্‌কীর খরচের টাকা আগের অর্দ্ধেক মাত্র দিতে পারিব। কথাটা মনে রাখিয়া চারিদিকে ব্যয়-সঙ্কোচ কর। কুলী, কামিন, মিস্ত্রীর সংখ্যা কমাইয়া দাও। আমাকে কখন যে হঠাৎ ত্রিপুরার শরণার্থীদের শিবির দেখিতে রওনা হইতে হইবে, কোনও

স্থিরতা নাই। এবার যাইতে পারিলাম না বলিয়া মনে যে কি দুঃখ হইতেছে, বলিবার নহে। বিষণ্ণ মন লইয়া আজ গৌহাটি ছুটিতেছি, তিনসুকিয়া পর্য্যন্ত আপার আসাম ভ্রমণ সারিয়া প্রায় পঁচিশ দিন পরে গৌহাটি ফিরিব। তোমরা চারিদিকে পাহারা রাখ যেন, দিনে বা রাত্রিতে কেহ আশ্রমের কোনও ক্ষতি না করিতে পারে। পাকা ধানগুলি ঘরে তোলার আগ পর্য্যন্ত যেন তোমাদের প্রহরায় ত্রুটি না থাকে। এই সময়ে নির্ম্মাণ-কার্য্যের ভিড় থাকিলে তোমরা ক্ষেত ও বাগান পাহারা দিবে কখন? মজুর অবিলম্বে কমাইয়া দাও। আমার ফিরিয়া আসার পরে বড় কাজগুলি হইবে।

সাধনা এই পীড়িত শরীরেই প্রচুর পরিশ্রম করিতেছে। তাহার ডিব্রু এবং ডিমাপুরের ভাষণ খুবই উচ্চস্তরের হইয়াছে। ক্লান্তিহেতু সে বোকাজান, সরুপাথর ও লামডিং এ কোনও ভাষণ দিতে পারে নাই। ক্লান্তিহেতু আমি ডিমাপুরে ঝিমাইয়া ঝিমাইয়া মুদ্রিত নয়নে মাত্র পাঁচ মিনিট আবল-তাবল বকিয়াছি। সাধনার উৎকৃষ্ট ভাষণ মুখরক্ষা করিয়াছে। কণ্ঠে যাঁহার সরস্বতী বাস করেন, তাঁহাকে কেমন বেকায়দায় পড়িলে ঝিমাইয়া ঝিমাইয়া বকিতে হয়, ভাবিয়া দেখ। কল্পনাতীত দারুণ পরিশ্রম যাইতেছে।

সাধ্যমত সকল স্থানেই শরণার্থীদের শিবিরগুলি আমি দেখিতে যাইব। প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মীদের প্রয়োজন হইতেছে নিজ নিজ স্থানে সর্ব্বশক্তি নিয়া সংগঠন-কার্য্য পরিচালন করা। সব কাজই আমাকে দিয়া করাইতে হইবে, নিজেরা কেহই কিছু করিবে না, ইহা অপ্রেমিকের লক্ষণ। * * * শরণার্থীদিগকে "হরিওঁ" নামকীর্ত্তন শোনান একটা মূল্যবান্ সেবা। "হরিওঁ" মানে "ঈশ্বর আছেন"। গভীর হতাশার পঙ্কাবর্ত্তে

পড়িয়া পূর্ব্ববঙ্গের বিতাড়িত অধিবাসীরা ভারতের শরণার্থি-শিবিরে যেখানে যেখানে কেবল দুঃস্বপ্নে দিন কাটাইতেছে, সেখানে সেখানে গিয়া তাহাদের অন্তরে ঈশ্বর-বিশ্বাস জাগাইয়া দিবার চেষ্টার মতন পুণ্যজনক কার্য্য আর কিছু নাই। ধন থাকিলে আমরা ধন দিতাম, কিন্তু ধনহীন হইলেও পরমধন ঈশ্বর-বিশ্বাসে আমরা দরিদ্র নহি। আমরা আমাদের অন্তরের বিশ্বাসকে ইহাদের অন্তরে জাগাইয়া তুলিবার জন্য সীমান্তে সীমান্তে শিবিরে শিবিরে কেবল ধ্বনি তুলিতে চাহি যে, "ঈশ্বর আছেন = হরিওঁ। কেহ বিশ্বাস হারাইও না, কেহ হতাশায় ঢলিয়া পড়িও না। প্রত্যেকে বিশ্বাস কর,—এই দুর্দ্দিন চলিয়া যাইবে, সুদিন আসিবে।" এই সেবা এক সুমহতী সেবা। বিশ বাইশ বৎসর পূর্ব্বে যখন কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই যে, পূর্ব্ব-পাকিস্থান পশ্চিম-পাকিস্থানের নাগপাশ ছিন্ন করিবার জন্য যুদ্ধ করিবে, সেদিন একমাত্র আমিই বজ্রকণ্ঠে বলিয়াছিলাম, যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। আজ যখন কেহই বলিতে পারিতেছে না যে, কে জিতিবে কে হারিবে, সেই সময়ে আমিই পুনরায় বিপন্ন শরণার্থীদিগকে শুনাইতে চাহি যে, জয় হইবে পূর্ব্ববঙ্গের, যাহা অসম্ভব তাহাই হইবে, কেহ ঈশ্বরে অবিশ্বাস করিয়া মনকে দুর্ব্বল করিও না।" * * * উৎপীড়িত হইয়া এবং নাদির-শাহী বিভীষিকায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া যাহারা আজ ভারতের মাটিতে সাময়িক আশ্রয় নিয়াছে. হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান নির্ব্বিশেষে তাহারা প্রতিজনে আমাদের প্রাণের ভাই, প্রাণের বোন্। তাহাদিগকে আমরা অনাদর করিতে পারি না, অবজ্ঞা করিতে পারি না, অবহেলা করিতে পারি না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২২)

হরিওঁ

লঙ্কা (নগাঁও), আসাম
২৫ কার্ত্তিক, শুক্রবার, ১৩৭৮
(১২-১১-৭১ ইং)

কল্যাণীয়েষু:—

স্নেহের বাবা—, সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সৎসঙ্কল্প নিয়া যখন যে কাজটী ধরিবে, তাহাতে চূড়ান্ত সফলতা না আসা পর্য্যন্ত আপ্রাণ যত্নে লাগিয়া থাকিবে। ছাড়াছাড়ির কোনও প্রশ্নই যেন না ওঠে। একাকী মানুষ কত কাজ আর করিতে পারে? অতএব, সকলের শক্তি তাহাতে যুক্ত করিবার চেষ্টা করিবে। অল্প হউক, অধিক হউক, প্রত্যেকে কাজটীর সামিল হউক, প্রত্যেকে কাজটীকে পরিপূর্ণ সফলতা দিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হউক। সকলের সামর্থ্য সমান থাকে না, কিন্তু উদ্যম অসমান হইবে কেন? যার যতটুকু সামর্থ্য, সে ততটুকুর মত উদ্যম সর্ব্বশক্তি দিয়া প্রয়োগ করুক। এই একটী বিষয়ে যদি সকলের মনকে কৃতধী করিতে পার, তবে সুনিশ্চিতই এক সুমহৎ সাফল্যের ভিত্তি-প্রস্তর গাড়িলে। তোমরা প্রত্যেকের কাছে যাও, প্রত্যেকের মনকে প্রস্তুত কর। যাহাদিগকে বিরোধী বলিয়া মনে হইতেছে, চিরকাল তাহারা বিরুদ্ধতা করিতে পারিবে না। যাহাদিগকে উদাসীন বলিয়া স্পষ্ট অনুভব করা যাইতেছে, চিরকাল তাহারা উদাসীন রহিবে না। যাহাদিগকে অক্ষম, অসমর্থ, অপদার্থ বলিয়া মনে করা হইতেছে, চিরকাল তাহারা তাহা থাকিবে না। প্রত্যেকের হৃদয়-দুয়ারে গিয়া আঘাত কর। একবার নহে, দুইবার

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

নহে, দশ বার, বিশ বার, শতবার তাহাদের হৃদয়-দুয়ারে গিয়া তোমাদের দাঁড়াইতে হইবে,—হঠাৎ একদিন রুদ্ধ দুয়ারের বদ্ধ কপাট খুলিয়া যাইবে। তোমাদের চরম সাফল্যে বিশ্বাস রাখিয়া কাজ কর এবং প্রত্যেকের প্রতি প্রেমভাব পোষণ কর। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৩)

হরিওঁ

গোলাঘাট (শিবসাগর)
২৭ কার্ত্তিক, রবিবার, ১৩৭৮
(১৪ নবেম্বর, ১৯৭১)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

এবার আমার ভ্রমণগুলি এমন আকস্মিক ভাবে হইতেছে যে, নিশ্চয়ই তোমরা কতকটা হতচকিত হইয়া গিয়াছ। হঠাৎ এক স্থানে উপস্থিত হইলে সেখানকার কর্ম্মকর্ত্তারা নানা বিষয়ে অসুবিধায় পড়িয়া যান এবং গুটি-কতক কর্ম্মীর উপরে আকস্মিক ভাবে অত্যধিক কাজের চাপ পড়িয়া যাওয়াতে বিশেষ উদ্বেগেরও কারণ ঘটে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এবার আমরা একটী মাত্র স্থানেও কাজের কোনও গুরুতর বিশৃঙ্খলা লক্ষ্য করি নাই। যাহা লক্ষ্য করিয়াছি, তাহা এই যে, যে-যে স্থানে তোমরা যাহারা সমদীক্ষিত গুরুভ্রাতা ও গুরুভগিনী আছ, তাহাদের মধ্যে পূর্ব্ব হইতেই যদি প্রগাঢ় প্রীতির ও নিয়ত সহযোগের অনুশীলন থাকিত, তাহা হইলে আমার প্রতিটি স্বল্পকালীন স্থিতিকে তোমরা

এক একটা ঐতিহাসিক স্মৃতিতে বিমণ্ডিত করিতে পারিতে। যে-কোনও বৃহৎ ঘটনার জন্য প্রতিক্ষণ প্রস্তুত হইয়া থাকিবার অধ্যবসায়ের নাম সংগঠন এবং এই সংগঠনই কি রাষ্ট্রে, কি রণক্ষেত্রে, কি সামাজিক জীবনে, কি অর্থনৈতিক অভ্যুদয়ে অসাধারণ কৃতিত্বের অধিকার প্রদান করে। তোমরা প্রতিটি স্থানে সংগঠন-প্রিয় হও। একা একা কেহ অতীব বিরাট মহৎ কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া ফেলিতে পারে না, দশ জনের শক্তি সমান প্রীতি সহকারে একত্র হইলেই মহৎ কার্য্য সুসম্পাদিত হয়। দুইটী ক্ষমতাশালী কর্ম্মী যে পরস্পর পরস্পরের কর্ম্মশক্তিকে মর্য্যাদা দান করিয়া একত্র কাজ করিতে পারে না, এই একটী মর্ম্মঘাতী ব্যাধিই যে তোমাদের সমাজের সব চেয়ে বড় শত্রু, ইহা তোমাদের বুঝিতে হইবে। মর্য্যাদা শব্দের অর্থটা এই প্রসঙ্গে ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া দেখিও। মর্য্যাদা মানে সম্মান, মর্য্যাদা মানে সীমা। যার যার যোগ্য সম্মান সে নিশ্চিত পাইবার অধিকারী কিন্তু যার যার সীমার মধ্যেই সে নিজেকে রাখিবে, সীমা লঙ্ঘন করিয়া অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবে না। ইহার নাম মর্য্যাদা রক্ষা। এই একটী কথা বুঝিবার মত বুদ্ধির বা সদিচ্ছার অভাব থাকায় তোমাদের মধ্যে অনেকে অকারণ কলহের সৃষ্টি করে। মর্য্যাদা মানে সম্মান, মর্য্যাদা মানে সীমা। মর্য্যাদা দান মানে সম্মান দান, মর্য্যাদা রক্ষার মানে সীমা রক্ষা। সীমা ছাড়াইয়া কাহারও কর্ত্তৃত্বাভিমান অধিক দূর অগ্রসর হইলে, অপরের সম্মান আহত হয়, ফলে প্রত্যাঘাত আসে, ফলে দ্বন্দ্ব, কলহ, বিদ্বেষ, হিংসা, দলাদলি, মারামারি সুরু হয়, আর তার ফলে সমাজ বিনাশ পায়, সংঘ বিনাশ পায়, অভ্যুদয়-সম্ভাবনার চূড়ান্ত সর্ব্বনাশ ঘটে।

তাই আমি এবার হঠাৎ প্রগ্রাম করিয়া কয়েকটা স্থানের ঐক্য, সংহতি, সম্প্রীতি, উন্নতির অভিলাষ প্রভৃতির একটা সাধারণ পরখ

নিলাম। সকলেই সমান মার্ক পাইল না কিন্তু কেহ কেহ যে তারিফ পাইবার উপযুক্ত, তাহা বুঝিলাম। ইহা নিশ্চয়ই আমাকে আনন্দ দিয়াছে কিন্তু আরও আনন্দ ইহারা প্রতিস্থানে যে দিতে পারিত, তাহা অনুভব করিতেছি। ঐক্য আর প্রীতি, স্নেহ আর ভালবাসা, শুধু মুখের কথায় বা প্রস্তাব গ্রহণে আসে না, তাহা আসে অকপট সাধন হইতে। সাধন অমৃত-স্বরূপ, সাধনের বলে জগতে সব-কিছু লব্ধ হইয়া থাকে। যতক্ষণ তোমরা সাধনে আগ্রহী ও একাগ্র না হইতেছ, ততক্ষণ জোর করিয়া অন্তরে প্রেমের সঞ্চার করিতে পারিবে না। তাই আমি বলি, পুনঃপুনঃ বলি, তোমরা সাধনশীল হও।

সাধন-বস্তুটীর ভিতরে অহং আর কপটতা এই দুইটী জিনিষকে প্রবেশ করিতে দিও না। নিরভিমান-চিত্ত হইয়া পরমেশ্বরের নাম করিবে এবং তুমি যে একজন সাধক, এই অহং-ভাবকে মন হইতে দূর করিয়া দিবে। তুমি পরমেশ্বরের কৃপা-ভিখারী, তোমার আবার অহং থাকিবে কেন?

তোমাদের ওখানে এবার ভ্রমণ-তালিকা হইলে হইতে পারিত কিন্তু হয় নাই। তাহার কারণ আছে। প্রায় পনের বিশ বৎসর পূর্ব্বে তোমাদের ওখানে গিয়াছিলাম। তারপর হইতে তোমরা তোমাদের নিজেদের শক্তি, সামর্থ্য, একাগ্রতা, জীবপ্রেম ও সাধনানুরাগ বর্দ্ধনের জন্য কোনও চেষ্টাই একেবারে কর নাই। তবু আমি একটা গোত্তা মারিয়া হয়ত ঘুরিয়া আসিতাম, কিন্তু সময়ে কুলাইল না। কিন্তু সময়-অসময়ের কিছুই বিচার করিতাম না, যদি তোমাদের অন্তরের তীব্র আকর্ষণ আমার প্রাণে আসিয়া তরঙ্গ তুলিত। তোমরা কেহ সত্য সত্য

আমাকে চাহিবে না, আর আমি জোর করিয়া সিং দিয়া তোমাদের গুতাইতে আসিব, ইহা কখনও সঙ্গত কার্য্য হইতে পারে না।

বলিবে, ভালদেরই আপনি ভালবাসিবেন আর মন্দদের বর্জ্জন করিয়া যাইবেন, যোগ্যদেরই আপনি কোলে তুলিবেন আর অযোগ্যদের অবহেলা করিবেন ইহা কেমন কথা? এইরূপ প্রশ্নকে আমি অসঙ্গত বা অশোভন বলিয়া উড়াইয়া দিব না। কিন্তু ভাবিয়া দেখ, আমি আজীবন কেবল অকর্ষিত জমিতেই ত লাঙ্গল চালাইবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছি, যেখানে ধনাগম নাই, যশোলাভ নাই, জীবনের নিরাপত্তা নাই বলিয়া অন্যেরা অবহেলা করিয়াছেন, আমি সমস্ত জীবনটা ধরিয়া কেবল সেই সকল স্থানেই ত কাজ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। একমাত্র পীড়িত অবস্থায় ছাড়া আমি সুখ-শয়নের আস্বাদন জীবনে কখন নিয়াছি? সুতরাং তোমাদের অভিযোগ আমার সম্পর্কে একেবারেই খাটিবে না। তোমাদের নির্দ্দিষ্ট একটী স্থানকে যে-সময়ে প্রোগ্রাম হইতে বাদ দিতে বাধ্য হইয়াছি, সেই সময়ে আর একটী অনুরূপ-চরিত্রের অনুর্ব্বর ভূমিকে ঐ সময়টুকুর সদ্ব্যবহারের জন্য নিয়োগ করিয়াছি। আমি ত বসিয়া নাই বাবা! অভিযোগ তুলিবে কি করিয়া? বুকের ভিতরে দাউ দাউ করিয়া আমার অনল জ্বলিতেছে কিন্তু খাণ্ডব-বন পাইল না বলিয়া সেই অনল অন্য কিছুই দহন করিতে পারিল না, দহন করিতে লাগিল কেবল আমার হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস আর বক্ষপঞ্জর। আমি ত তোমাদের দুঃখটুকু বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি কিন্তু তোমরা কি ইহা বুঝিয়াছ? * * *

ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৪)

হরিওঁ চাবুয়া

৭ অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৩৭৮

(২৪-১১-৭১ ইং)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, সকলে আমার প্রাণভরা সান্ত্বনা জানিও। চাবুয়া আসিয়া তোমার পত্রখানা পাঠ করিবার অবকাশ পাইলাম। নাহারকাটিয়া বা মার্ঘেরিটা পত্রখানা পড়িবারও অবকাশ হয় নাই। একমাত্র প্রথমবার ছাড়া নাহারকাটিয়া কোনও বার কোনও উৎসব উল্লেখযোগ্য ভাবে জমে নাই। কিন্তু এবার দারুণ ব্যাপার হইল। নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ হয় নাই। মার্ঘেরিটা ছোট জায়গা, কিন্তু সেখানে পাহাড়-পর্ব্বত ডিঙ্গাইয়া যেন সমুদ্রের তরঙ্গগুলি আছাড় খাইয়া পড়িতে লাগিল। অভাবনীয় ব্যাপার সব ঘটিল। তোমার পত্র পড়িবার অবকাশ পাই নাই। চাবুয়া আসিয়া পত্রখানা পাঠ করিয়া বড়ই ব্যথিত হইলাম। তোমার পিতার আত্মার শান্তির জন্য আমি প্রার্থনা করিতেছি। তাঁহার আত্মা অনন্ত আনন্দে নিরন্তর অবস্থান করুন। শ্রাদ্ধাদি কার্য্য তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস অনুযায়ী করিও। পিতার পরলোক-গমনে পুত্রের মনের অবস্থা কি হইতে পারে, তাহা আমি অনুমান করিতে পারি। এই বিপদে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িও না। তাঁহার আত্মার তৃপ্তির জন্য যাহা যাহা করণীয়, শোকাবেগ সম্বরণ করিয়া সংযত মনে করিয়া যাও। পিতার সদ্‌গুণ-সমূহের মনে মনে অনুধ্যান শ্রাদ্ধের আসল উদ্দেশ্য বা তাৎপর্য্য। এই সকল সদ্‌গুণ তোমার ভিতরে পূর্ণতঃ প্রস্ফুটিত হউক, এইরূপ সাধনা তোমাকে সমস্ত জীবন করিয়া যাইতে

হইবে। এবম্বিধ অনুশীলন পুরুষানুক্রমে চলিলে সাধারণ লোকের বংশে অসাধারণ মানবমানবীদের আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে। শ্রাদ্ধকে অত্যাবশ্যক কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য করিবার ইহাই নিগূঢ় রহস্য। নতুবা, যিনি দেহ ছাড়িলেন, তিনি তাঁর নিজ পুণ্যেই পরকালের শান্তি অর্জ্জনে পূর্ণ অধিকারী। শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া দ্বারা পুত্রই নিজেকে এবং নিজের বংশকে লাভবান্ করিয়া থাকে। তোমার পিতার পুণ্যধারা তোমার ভাবী বংশধরদের প্রতিজনকে পবিত্রীকৃত করুক।

আমার আসন্ন ত্রিপুরা-ভ্রমণ কিছু দিনের জন্য স্থগিত হওয়াতে তুমি অশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছ। এইরূপ পত্র ত্রিপুরা রাজ্যের নানা স্থান হইতে আরও কতক জনে লিখিয়াছে। কিন্তু আমি এই ভ্রমণ স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইয়া অন্তরে অপরিসীম জ্বালা অনুভব করিতেছি। বিপদকে আমি ভালবাসি, বিপদে আমার ভয় নাই কিন্তু তোমাদের প্রতি জনের জন্য আমি বড় উদ্বিগ্ন হইয়াছি। তোমরা প্রতিটি প্রাণী নিরাপদ থাক, এই আশীর্ব্বাদ করিতেছি। * * * ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেক সীমান্তের নিকটবর্ত্তী স্থানের গ্রামগুলির অধিবাসীদের দৈহিক নিরাপত্তা ও মানসিক নিরুদ্বেগতা সম্পর্কে আমাকে সর্ব্বদা খবর দিবে। আমি সকল স্থানের সংবাদ বিস্তারিত জানিবার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত। যে সকল লোককে জীবনে কখনো দেখি নাই, আজ আমার প্রাণে তাহাদের প্রতিজনের জন্য এমন মমত্বের জোয়ার কোথা হইতে আসিল ভাবিয়া আমি বিস্ময় অনুভব করিতেছি। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৫)

হরিওঁ

শিবসাগর (আসাম)
১২ অগ্রহায়ণ, সোমবার, ১৩৭৮
(২৯-১১-৭১ ইং)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

পশ্চিমবঙ্গের একজন প্রখ্যাত ধর্ম্ম-প্রচারক সম্প্রতি হাজার হাজার প্রচার-পত্র বিতরণ করিতেছেন। প্রচার-পত্রের প্রচারিতব্য প্রধান প্রবচনটী হইল এই যে, শূদ্র বাবারা আর শূদ্রাশূদ্র মায়েরা যদি কোনও দুঃসাহসী গুরুর দ্বারা প্রণব বা ব্রহ্মগায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত হন, তবে নিজ গুরু সহ নরকে যাইবেন। সুতরাং এমন অপকার্য্য হইতে সকলে যেন বিরত থাকেন। প্রাণ গেলেও যেন কোনও অব্রাহ্মণ বা কোনও স্ত্রীলোক উক্ত মন্ত্র-সমূহে দীক্ষিত না হন।

উক্ত প্রচার-পত্রে আরও আছে যে, কামুক যদি ওঙ্কার-মন্ত্র জপ করে, তাহা হইলে তাহার কাম বাড়িবে, ক্রোধী যদি প্রণব জপ করে, তবে তাহার ক্রোধ বাড়িবে. দাম্ভিক যদি ওঙ্কার জপ করে, তবে তার দম্ভ বাড়িবে, পাপী যদি ওঙ্কার-মন্ত্র জপ করে, তবে তার পাপ বাড়িবে।

বিশ্বের সমস্ত বিষ্া জলে গুলিয়া অতীব তরল পদার্থে পরিণত করিয়া এই শাসানী প্রচার করা হইয়াছে এবং মনে করা হইতেছে যে, এই নিদারুণ ফতোয়া পাইবার পরে স্ত্রীলোকের পাল আর শূদ্রের দল প্লেগের আতঙ্কগ্রস্ত লোকদের মত আমাদের কাছ হইতে সহস্র যোজন দূরে গিয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু ফল হইয়াছে বিপরীত। আমি ত

দেখিতেছি, নির্ভয়ে স্ত্রীশূদ্রে প্রণব-গায়ত্রী-প্রদানকারী আমার মত তুচ্ছ লোকটার সংস্পর্শে আসিবার জন্য হাজার হাজার লোক ভিড় জমাইয়া ঠেলাঠেলি করিতেছে এবং একদিনে পাঁচ শত, ছয় শত, হাজার বা ততোধিক নরনারী ব্যাকুল আগ্রহে দীক্ষার মণ্ডপে প্রবেশ করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় রৌদ্রতপ্ত উষ্ণ ত্রিপালের তলে বসিয়া ক্ষণ গণিতেছে।

সুতরাং উক্ত প্রচার-পত্রের বিতরিত সংখ্যা যত লক্ষই হউক না কেন, তোমরা একজনেও তজ্জন্য বিন্দুমাত্র উদ্বিগ্ন হইও না। ভগবানের কাজ ভগবান করিয়া যাইতেছেন, মানুষের কুসংস্কারপুষ্ট বিরোধ-প্রবৃত্তি ভগবদিচ্ছাকে কদাচ পরাহত করিতে পারিবে না।

অনেকেরই অন্তরে জগতে অবতার-পুরুষ রূপে প্রচারিত ও পূজিত হইবার নিদারুণ ব্যাকুলতা থাকে কিন্তু অন্তরতম পুরুষ তাহার অযোগ্যতার কথা তাহাকে বারংবার স্মরণ করাইয়া দিবার দরুণ তাহারা নিজ নিজ হীনাঙ্গতা বা অন্তরের দৈন্যকে ঢাকিয়া রাখিবার জন্য অনেক অলীক কিম্বদন্তী প্রচার করে। শিষ্যদের অতুলনীয় উৎসাহের দ্বারা সুবহুল রূপে প্রচারিত সেই সকল কিম্বদন্তী সরল-বিশ্বাসী সাধারণ মানুষগুলিকে এই সকল নকল অবতারের প্রতি অনুরক্ত করে এবং সহস্র সহস্র লোকের সহজ-বিশ্বাসশীল অনুরাগের পুঞ্জের উপরে দাঁড়াইয়া এই সকল তথাকথিত অবতারেরা সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানেরও বহির্ভূত নিজেদের জেদ ও কুসংস্কার-প্রসূত ধারণাগুলিকে বেদবেদান্ত-প্রতিপাদ্য পরমসত্য বলিয়া তাহা মানুষের স্কন্ধের উপরে চাপাইয়া দিবার জন্য ব্যস্ত হয়। এই চেষ্টার ভিতরে তাহাদের সরলতা বা শিশুসুলভতা যতই খাঁটি হউক না কেন,

এই সকল চেষ্টা কদাচ প্রকৃত চক্ষুষ্মানকে বিভ্রান্ত করিতে পারে না। সুতরাং এই সকল প্রচার-পত্রের সংখ্যাধিক্য দেখিয়া তোমরা কদাচ চঞ্চল হইও না।

মানুষে মানুষে সমানাধিকার তাহাদের সাধনের উপরেই নির্ভর করিবে, জন্মের উপরে নহে। কাহারও কাহারও জন্মঘটিত আনুকূল্য তাহাদের সাধন-শীলতা ও পরমা সিদ্ধির দ্রুততায় সহায়তা করে, ইহা সত্য কিন্তু জন্ম দ্বারা যে শ্রেষ্ঠতা পাইয়াছে, সে যদি সেই স্বভাবদত্ত সম্পদের ব্যবহার না করে, তবে সে বাস্তব প্রস্তাবে নীচ এবং হেয় হইয়াই ত রহিল। এজন্যই ব্রাহ্মণের অব্রাহ্মণ পুত্রকে ব্রাত্য বলিয়া গণনা করার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ নির্ব্বিশেষে প্রত্যেককে পরম জ্ঞান ও পরম সত্যের অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিবার যে চেষ্টা ও আন্দোলন, তাহাই এই যুগের প্রয়োজনীয় বস্তু। চিরকাল অধিকাংশ লোককে সংখ্যাল্প কতিপয় লোকের পদলেহন করিবার জন্য শূদ্র থাকিতে বুদ্ধি দান এই যুগের যোগ্য আচরণ নহে। আমরা যাহা কিছু করিতেছি, তাহা যুগধর্ম্মকে সম্মান দিবার জন্যই করিতেছি, শাস্ত্র-বচনকে অসম্মান করিবার জন্য নহে।

শাস্ত্রে সমর্থন থাকুক আর না থাকুক, অব্রাহ্মণ চিরকাল ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছে এবং করিবে। শাস্ত্র যদি বিরোধ করে, তবে শাস্ত্রই বরং পরিত্যক্ত হইবে কিন্তু হীন, নীচ, দীন মানুষ উচ্চ এবং অভ্যুন্নত হইবার চেষ্টা করিবেই। শাস্ত্র যদি সমর্থন করে, তবে ইহারা সেই সমর্থনকে জীবনের পরম সম্পদ জ্ঞান করিয়া তাহার অনুবর্ত্তন করিবে। একটা উন্নততম আদর্শকে নিজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই মানুষ-দেহ সকলে তোমরা পাইয়াছ। দেহ পাইলে জীবশ্রেষ্ঠের,

তাহাকে সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আদর্শের সহিত যুক্ত করিবার চেষ্টা করিলেই তোমরা অপরাধী হইবে? ব্রাহ্মণতাই আদর্শের সেরা। সর্ব্বজীব-হিতার্থে নিজ তপস্যাকে উৎসর্গ করাই ব্রাহ্মণের লক্ষণ। দিব্য ব্রাহ্মণ চালকলারও লোভ করেন না, স্বার্থের ধারও ধারেন না। তাঁহার শুচিতা নিজেকে অপর সকল হইতে ভিন্ন করিয়া রাখিবার জন্য নহে, তাঁহার শুদ্ধি, সদাচার, শুচিতা সবই জগদ্বাসী সকলকে শুদ্ধ, সদাচারী ও শুচি করিয়া তুলিবার জন্য, তাঁহার ধর্ম্মানুগত্য নিজের রুগ্ন চরণ খিচুড়ীর হাঁড়িতে ডুবাইয়া দিয়া সেই খিচুড়ী ব্রাহ্মণদিগকে একটা হাতায় করিয়া আর শূদ্রদিগকে আর একটা হাতায় করিয়া আলাদা আলাদা পরিবেশন করিবার জন্য নহে। প্রকৃত ব্রাহ্মণ কাহাকেও নিজের চরণের দাস মনে করেন না, শূদ্রাধমকেও একমাত্র ভগবানের দাস গণনা করিয়া তাঁহাকে প্রয়োজন-স্থলে প্রণামও করেন।

অন্ধসংস্কার কাহাকেও দিয়া তোমাদের কাজের বিরুদ্ধতা করাইতেছে বলিয়া তোমরা বিরক্ত হইও না। প্রত্যেকটী সত্য আন্দোলনকে শক্ত করিবার জন্য বিরুদ্ধতার আবশ্যকতা আছে। তোমরা লক্ষ্য দাও, যাহাতে তোমাদের জীবনের মধ্যে ফাঁকি ঢুকিবার ফাঁক না থাকে। তোমরা হুজুগ করিয়া দলে দলে নিঃস্বার্থচেতা গুরুর কাছে প্রণব-ব্রহ্মগায়ত্রীতে দীক্ষা নিবে কিন্তু কার্য্যকালে তদুচিত আচরণ করিবে না, চিন্তায়, বাক্যে, কর্ম্মে শূদ্রাচারকেও হেয় করিয়া হেয়তর পথে চলিবে, নিজ নিজ জীবনের সাধনা ও অধ্যবসায়ের সহিত ব্রাহ্মণ্য বীর্য্যের প্রকাশ করিবে না, হইবে না দিনের পর দিন শুদ্ধতর, শুচিতর, হইবে না দিনের পর দিন শ্রদ্ধেয় ও সৎ, হইবে না দিনের পর দিন নিষ্কামতর, স্বচ্ছতর, সুন্দরতর,—এই অবস্থাটা কিন্তু দুঃসহ। তোমাদের

চৌদ্দ পুরুষের মধ্যে যে পরম পবিত্র অধিকার বৈধ ভাবে তোমরা কদাচ হয়ত পাও নাই, আমার নিকট হইতে অতীব ন্যায়-সঙ্গত ভাবে তাহা লাভ করিবার পরে তোমরা ক্ষুর দিয়া চরণ চুলকাইবে, পরম-মহৎ বস্তুর অসম্মান প্রতিদিনকার কাজ কর্ম্মে কেবলই করিয়া যাইতে থাকিবে,—প্রতিবাদ ত করিতে হইবে সেই অসুন্দর অসামঞ্জস্যের। যাঁহারা স্ত্রীশূদ্রের প্রণব-দীক্ষায় সহস্র বাধার সৃষ্টি করিতেছেন এবং কুযুক্তিজাল সৃষ্টি করিয়া পথভ্রান্ত মৃগদের শিকার করিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহাদিগকে দোষ দিবার আগে তোমরা প্রত্যেকে নিজেদের আচরণগুলিকে সমালোচনার বিষয়ীভূত কর। সত্যই কি তোমরা সত্য বস্তু পাইয়া একাগ্র উদ্যমে তাহার সাধনা করিতেছ? অন্যেরা তোমাদের বিরোধ করিতেছে, ইহা মোটেই দামী কথা নহে। তোমরা নিজেরা যে নিজেদের প্রাপ্ত সাধনের প্রতি অব্যভিচারিণী নিষ্ঠা নিয়া প্রবল বিক্রমে অগ্রসর হইয়া যাইতেছ না, ইহার চেয়ে বড় ত্রুটি আর কি থাকিতে পারে? দলে দলে কর্ম্ম-ব্রাহ্মণের আবির্ভাবে জগতের দুঃখ-বিদূরণের পথ প্রশস্ত হইবে, কারণ ব্রাহ্মণ ত্যাগী, ব্রাহ্মণের জীবন সর্ব্বভূতের হিতার্থে। তোমরা পঙ্গপালের ন্যায় দীক্ষা-শিবিরগুলি ভরিয়া ফেলিতে পারিলেই জগতের কোনও সুমহতী সংসিদ্ধি ঘটিয়া গেল, এরূপ মনে করার মতন ভ্রান্তি আর কিছু নাই। সংখ্যায় অল্প হও আর অধিক হও, যে কয়জন যেখানে আমার কাছে সাধন পাইয়াছ, সেখানে সে কয়জনে অকপট চিত্তে সাধনে লগ্ন হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৬)

হরিওঁ

কোচবিহার
১০ অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ১৩৭৮
(৭-১২-৭১ ইং)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, সকলে প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

অবিশ্রান্ত ভ্রমণে আছি এবং কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে রহিয়াছি। এজন্য এতদিন তোমাকে পত্রের উত্তর দিতে পারি নাই। গুরুতর বিপদ আপদের মধ্য দিয়া ভ্রমণ করিতেছি। যদিও ত্রিপুরা যাওয়া হয় নাই বলিয়া পাকিস্তানের কামানের গোলার সম্মুখীন হইতে হয় নাই, তথাপি জীবন দুইটীর উপর দিয়া যে ঝুঁকি যাইতেছে, তাহা বর্ণনীয় নহে। তন্মধ্যে সাধনাকে ত দুইটী সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে দুইবার প্রাণনাশ-ষড়যন্ত্রের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। একবার অ্যান্টি-টিটেনাস ইনজেকশান দিতে হইয়াছে, পরবর্ত্তী আক্রমণ আরও গুরুতর ধরণের হওয়াতে সর্পাঘাত-চিকিৎসা করিয়া তাহার প্রাণ আপাততঃ রক্ষা করা সম্ভব হইয়াছে। দ্বিতীয় চেষ্টাটী এমন সুচিন্তিত রকমের হইয়াছিল যে আমরা কেহ কদাচ কল্পনাও করিতে পারি নাই যে, স্থান, সময়, সুযোগ ও বিষ-নির্ব্বাচনের জন্য এমন একটা অত্যদ্ভুত পরিস্থিতি কেহ গ্রহণ করিতে পারে। আমরা শুধু অবাক্ই হই নাই, চলন্ত ট্রেণের মধ্যে অকূল সমুদ্রে পড়িয়াছিলাম যে, কি করিয়া এখন চিকিৎসা চলিতে পারে। অবশ্য বিষ-পরীক্ষার সরঞ্জাম, বিষ নামাইবার উপকরণ, চিকিৎসার আবশ্যকীয় সহকর্ম্মী এবং বিষের প্রতিষেধক বস্তু সবই দৈবক্রমে আমাদের ধারণাতীত ভাবে আমাদের সঙ্গেই ছিল। তাই রাত্রিতে যখন

তিনসুকিয়া পৌছিলাম, তখন একটা মৃতদেহ আমাদিগকে বহন করিতে হয় নাই, তবে ক্লিষ্ট দুর্ব্বল অক্ষম একটা জীবন্ত শরীরকে সন্তর্পণে তিনসুকিয়াতে অবনীর গৃহে নিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। বিষের গৌণ ক্রিয়া এখনো শরীরটায় চলিতেছে, চিকিৎসাও চলিতেছে কিন্তু সাধনা ভ্রমণ-বাতিল করিতে রাজি হয় নাই। বলিতেছে, ভ্রমণ-বাতিল করা পরাজয়-স্বীকারের সামিল হইবে।

ত্রিপুরা ভ্রমণের জন্য আগরতলার ছয়খানা বিমান-টিকিট আমরা খরিদ করিয়া রাখিয়াছিলাম এবং যাত্রার নির্দ্ধারিত তারিখের চব্বিশ ঘণ্টা পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমরা মাল-পত্র গুছাইয়া সর্ব্বপ্রকারে প্রস্তুত ছিলাম। আগরতলাতে পত্র দেওয়া হইয়াছিল,—"যদি প্রগ্রাম সাময়িক ভাবে স্থগিত রাখাই সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা কর, তবে আমার মতামতের জন্য প্রতীক্ষা না করিয়া সর্ব্বত্র জানাইয়া দিতে পার যে, প্রগ্রাম বাতিল হইবে না, তবে বিলম্বিত হইবে। প্রগ্রাম বিলম্বিত হইলে এত দ্রুত আর ভ্রমণ করিব না বরং আর একটু অধিক সময় করিয়া এক এক স্থানে থাকিয়া থাকিয়া কাজ করিবার মতন প্রগ্রাম হইবে।" আগরতলা হইতে টেলিগ্রাম আসিল, কন্‌ফার্মিং পত্র আসিল, ট্রাঙ্ককলে খবর দেওয়া হইল,—Solicit postponement of programme, এবং এই বার্ত্তা কোনও ব্যক্তি-বিশেষের নহে, সম্মিলিত সকলের ইহা অনুরোধ।

সুতরাং তোমাদের মনে হইতে পারে যে, আমাদের জীবনের উপর হইতে ঝুঁকি কমিয়া গেল। বিন্দুমাত্রও কমে নাই। কেননা, সম্প্রদায়-বিস্তার-কামী ধর্ম্মান্ধ ধর্ম্মসঙ্ঘের লোকেরা হত্যারু লাগাইয়া আমাদের ছিন্ন শির দর্শনের কামনা নিয়া ঘুরিতেছে। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে যেখানে সম্ভব আমাদের প্রাণনাশ ইহারা করিবে। এতকাল আমার

শরীরের উপর দিয়া এই পাপ-লালসা চরিতার্থ করিবার চেষ্টা চলিয়াছে, এখন ইহাদের দৃষ্টি পড়িয়াছে সাধনার উপর। সত্যই সাধনা অখণ্ড-সমাজের একটা স্তম্ভ, ইহার পতন ঘটাইতে পারিলে আমাকে সহজে কাবু করা যাইবে। তাহার মতন এত দক্ষ ও সুনিপুণ কারুকরের অন্তর্ধান ঘটিলে আমার বিপুল শ্রম আমাকে ক্লান্তিতে অভিভূত করিয়া পিষিয়া মারিবে। ফন্দী মন্দ নহে কিন্তু এবারকার মত ফন্দীটা টিকিল না।

যাহা হউক, কিরূপ অবস্থার মধ্যে আমরা কাজ করিয়া যাইতেছি, তাহা ইহা দ্বারা কতক হয়ত বুঝিবে। তুমি আমাদের শ্রম, দায়িত্ব, বেগাবেগ ও উদ্বেগ আদি সম্পর্কে কিছুই জান না বলিয়া সর্ব্বদাই অভিমানে ভরা নিরর্থক কতকগুলি পত্র লিখিয়া থাক, এই জন্যই এই পত্রে এত বিস্তারিত লিখিলাম। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৭)

হরিওঁ

দিঘ্‌ওয়ারা ষ্টেশান (ছাপ্‌রা)
৬ পৌষ, বুধবার, ১৩৭৮
(২২-১২-৭১ ইং)

কল্যাণীয়েষু :—

সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

ট্রেণ বরাউনীতে নির্দ্ধারিত সময়ের এক ঘণ্টা পরে প্লাটফরমে আসে। সুতরাং রওনা হইতেই দেরী হইয়াছে। ছাপড়া জেলার

দিঘ্‌ওয়ারা ষ্টেশানে আসিয়া গাড়ী প্রায় তিন ঘণ্টা যাবৎ পড়িয়া আছে। কারণ, সম্মুখে কোথায় একটী চলন্ত গাড়ী কক্ষভ্রষ্ট হইয়াছে। ষ্টেশান-মাষ্টার মহাশয় আশঙ্কা করেন যে আরও দুই ঘণ্টার অধিক কাল আমাদিগকে এই ষ্টেশানেই বসিয়া থাকিতে হইবে। সুতরাং প্রাতঃকৃত্য সম্পাদন ও বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া চিঠি লেখায় বসিয়া গেলাম। বে-রুটিন এমন নিশ্চিন্ত অবসর সময় খুব কমই মিলে।

পথে ছোট্ট একটী ষ্টেশানে এক তরুণ বাঙ্গালী রেলকর্ম্মচারী তাহার বিধবা মাতা, সহকর্ম্মী বিহারী এক যুবক ও তাহার স্ত্রী সহ দেখা করিয়াছিল। আমি এই ট্রেণেই যে যাইব, ইহা ইহারা কি করিয়া জানিল, জানি না। ছেলেটী ও মহিলাদ্বয় বড়ই ভক্তিমান্। বাঙ্গালী কর্ম্মী ও তাহার মাতা মালদহে দীক্ষা নিয়াছিল। এখানে মাত্র দুই জন — এই মাতাপুত্র-ই দীক্ষিত। ইহারা তোমাদের চেনে না, তোমাদের পরিচয় জানে না। তোমাদের প্রত্যেকের উচিত রেলের টাইম-টেবল দেখিয়া দেখিয়া প্রত্যেক ষ্টেশানে খোঁজ নেওয়া যে কোথায় তোমাদের কোন্ গুরুভাই আছে। আমি নিঃস্বার্থ নিষ্কাম চিত্তে শত শত যুবক ও কিশোরকে আমার তরুণ কৈশোর হইতে জগন্মঙ্গল-সঙ্কল্পে দীক্ষাদান করিয়া আসিয়াছি। ইহাদের মধ্যে বহু জন জগতে বিদ্যায়, ক্ষমতায়, ঐশ্বর্য্যে, প্রতিপত্তিতে, কৃতিত্ব-সমুজ্জ্বল কর্ম্মে দেদীপ্যমান হইয়াছে। ইহাদের যশের অংশ নিবার জন্য কদাপি আমি সাধিয়া গিয়া ইহাদিগকে আমার নিজ জন বলিয়া বাহিরের লোকের কাছে জাহির করি নাই। কিন্তু যাহারা ধনে, মানে, কৃতিত্বে জগতে শত শির নীচে ফেলিয়া নিজেদের শির আকাশস্পর্দ্ধী করিয়া দাঁড়াইতে পারে নাই, এমন অখ্যাত সাধারণ লোকদিগকে ত' উপেক্ষা করা চলে না! ইহাদের প্রতিজনের

সহিত অপর প্রতিজনের যোগসূত্র সৃষ্টির জন্য তোমাদের ন্যায় কর্ম্মক্ষম ও আগ্রহবান্ ছেলেদের কি অগ্রসর হইয়া আসা উচিত নহে? নর্থ-ইষ্টারণ রেলের প্রত্যেকটা ষ্টেশানের ষ্টাফেরা যদি জানিতে পারিতেন যে আমি কবে তোমাদের সহরটায় আসিতেছি, তাহা হইলে তোমরা অনেক অপরিচিত গুরুভাইয়ের সহিত পরিচিত হইতে পারিতে। বৈষয়িক দিক দিয়া না হইলেও, আধ্যাত্মিক দিক দিয়া ইহাতে তোমাদের লাভ আছে। ভক্তিমান্, নামে রুচিমান্, গুরু ও সঙ্ঘের প্রতি কর্ত্তব্য-ব্যপদেশে ত্যাগশীল একজন গুরুভ্রাতার দর্শন লাভ একটা মূল্যবান্ সৌভাগ্য। ভক্তিমান্, রুচিমান্ ও ত্যাগপরায়ণ একজনকে দেখিলে শুধু দর্শনেরই ফলে নিজের ভিতরে বিমল ভক্তি, গভীর রুচি ও স্বাভাবিক ত্যাগের উৎস ধারার বদ্ধ মুখ খুলিয়া যায়। মূর্খেরা জানে না, ভাব-ভক্তি-ভালবাসায় কি সুখ কি তৃপ্তি। অনভিজ্ঞেরা ধারণা করিতে পারে না যে নামে রুচি থাকিলে মানুষ কত সহজে, কত অনায়াসে, কত স্বাভাবিক ভাবে সংসার-সাগরের পর্ব্বতপ্রমাণ বিশাল তরঙ্গগুলি উপেক্ষা করিয়া নিজ গন্তব্য পথে অবিচলিত বিক্রমে অগ্রসর হইয়া যাইতে পারে। অনভ্যস্তেরা কি করিয়া বুঝিবে যে ত্যাগে কত তৃপ্তি, কত আনন্দ, কত আত্মপ্রসাদ। কাল তোমরা যখন আমাকে বিদায় দিবার কথা ভাবিয়া চখের জলে দৃষ্টি ঝাপ্‌সা করিতেছিলে, হয়ত লক্ষ্য কর নাই যে, তখন একটী রিফিউজি মহিলা তাহার ১৯৬৪ ইংরাজি হইতে সুরু করিয়া কল্য তকের সঞ্চয় মোট এগার শত পঞ্চাশটী টাকা আমার হাতে গছাইয়া দিবার জন্য কি পীড়াপীড়িই না করিতেছিল। এমন দরিদ্রের অর্থ আমি সৎকাজে ব্যয় করিবার জন্যও গ্রহণ করিতে পারি না। অনেক বলিয়াও যখন তাহাকে নিরস্ত করিতে আমি ও সাধনা দুই জনেই

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

দিঘওয়ারা ষ্টেশানে আসিয়া গাড়ী প্রায় তিন ঘণ্টা যাবৎ পড়িয়া আছে। কারণ, সম্মুখে কোথায় একটী চলন্ত গাড়ী কক্ষভ্রষ্ট হইয়াছে। ষ্টেশান-মাষ্টার মহাশয় আশঙ্কা করেন যে আরও দুই ঘণ্টার অধিক কাল আমাদিগকে এই ষ্টেশানেই বসিয়া থাকিতে হইবে। সুতরাং প্রাতঃকৃত্য সম্পাদন ও বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া চিঠি লেখায় বসিয়া গেলাম। বে-রুটিন এমন নিশ্চিন্ত অবসর সময় খুব কমই মিলে।

পথে ছোট্ট একটী ষ্টেশানে এক তরুণ বাঙ্গালী রেলকর্ম্মচারী তাহার বিধবা মাতা, সহকর্ম্মী বিহারী এক যুবক ও তাহার স্ত্রী সহ দেখা করিয়াছিল। আমি এই ট্রেণেই যে যাইব, ইহা ইহারা কি করিয়া জানিল, জানি না। ছেলেটী ও মহিলাদ্বয় বড়ই ভক্তিমান্। বাঙ্গালী কর্ম্মী ও তাহার মাতা মালদহে দীক্ষা নিয়াছিল। এখানে মাত্র দুই জন — এই মাতাপুত্র-ই দীক্ষিত। ইহারা তোমাদের চেনে না, তোমাদের পরিচয় জানে না। তোমাদের প্রত্যেকের উচিত রেলের টাইম-টেবল দেখিয়া দেখিয়া প্রত্যেক ষ্টেশানে খোঁজ নেওয়া যে কোথায় তোমাদের কোন্ গুরুভাই আছে। আমি নিঃস্বার্থ নিষ্কাম চিত্তে শত শত যুবক ও কিশোরকে আমার তরুণ কৈশোর হইতে জগন্মঙ্গল-সঙ্কল্পে দীক্ষাদান করিয়া আসিয়াছি। ইহাদের মধ্যে বহু জন জগতে বিদ্যায়, ক্ষমতায়, ঐশ্বর্য্যে, প্রতিপত্তিতে, কৃতিত্ব-সমুজ্জ্বল কর্ম্মে দেদীপ্যমান হইয়াছে। ইহাদের যশের অংশ নিবার জন্য কদাপি আমি সাধিয়া গিয়া ইহাদিগকে আমার নিজ জন বলিয়া বাহিরের লোকের কাছে জাহির করি নাই। কিন্তু যাহারা ধনে, মানে, কৃতিত্বে জগতে শত শির নীচে ফেলিয়া নিজেদের শির আকাশস্পর্দ্ধী করিয়া দাঁড়াইতে পারে নাই, এমন অখ্যাত সাধারণ লোকদিগকে ত' উপেক্ষা করা চলে না! ইহাদের প্রতিজনের

সহিত অপর প্রতিজনের যোগসূত্র সৃষ্টির জন্য তোমাদের ন্যায় কর্ম্মক্ষম ও আগ্রহবান্ ছেলেদের কি অগ্রসর হইয়া আসা উচিত নহে? নর্থ-ইষ্টার্ণ রেলের প্রত্যেকটা ষ্টেশানের ষ্টাফেরা যদি জানিতে পারিতেন যে আমি কবে তোমাদের সহরটায় আসিতেছি, তাহা হইলে তোমরা অনেক অপরিচিত গুরুভাইয়ের সহিত পরিচিত হইতে পারিতে। বৈষয়িক দিক দিয়া না হইলেও, আধ্যাত্মিক দিক দিয়া ইহাতে তোমাদের লাভ আছে।

ভক্তিমান্, নামে রুচিমান্, গুরু ও সঙ্ঘের প্রতি কর্ত্তব্য-ব্যপদেশে ত্যাগশীল একজন গুরুভ্রাতার দর্শন লাভ একটা মূল্যবান্ সৌভাগ্য। ভক্তিমান্, রুচিমান্ ও ত্যাগপরায়ণ একজনকে দেখিলে শুধু দর্শনেরই ফলে নিজের ভিতরে বিমল ভক্তি, গভীর রুচি ও স্বাভাবিক ত্যাগের উৎস ধারার বদ্ধ মুখ খুলিয়া যায়। মূর্খেরা জানে না, ভাব-ভক্তি-ভালবাসায় কি সুখ কি তৃপ্তি। অনভিজ্ঞেরা ধারণা করিতে পারে না যে নামে রুচি থাকিলে মানুষ কত সহজে, কত অনায়াসে, কত স্বাভাবিক ভাবে সংসার-সাগরের পর্ব্বতপ্রমাণ বিশাল তরঙ্গগুলি উপেক্ষা করিয়া নিজ গন্তব্য পথে অবিচলিত বিক্রমে অগ্রসর হইয়া যাইতে পারে। অনভ্যস্তেরা কি করিয়া বুঝিবে যে ত্যাগে কত তৃপ্তি, কত আনন্দ, কত আত্মপ্রসাদ। কাল তোমরা যখন আমাকে বিদায় দিবার কথা ভাবিয়া চখের জলে দৃষ্টি ঝাপসা করিতেছিলে, হয়ত লক্ষ্য কর নাই যে, তখন একটী রিফিউজি মহিলা তাহার ১৯৬৪ ইংরাজি হইতে সুরু করিয়া কল্য তকের সঞ্চয় মোট এগার শত পঞ্চাশটী টাকা আমার হাতে গছাইয়া দিবার জন্য কি পীড়াপীড়িই না করিতেছিল। এমন দরিদ্রের অর্থ আমি সৎকাজে ব্যয় করিবার জন্যও গ্রহণ করিতে পারি না। অনেক বলিয়াও যখন তাহাকে নিরস্ত করিতে আমি ও সাধনা দুই জনেই

অকৃতকার্য্য হইলাম, তখন তোমাদের ওখানের ব্যাঙ্কে টাকাটা জমা দিয়া আসিলাম,—উদ্দেশ্য, এই মহিলাটী যে-কোনও সময়ে প্রয়োজন বোধ করিলে যেন টাকাটা ব্যাঙ্ক হইতে তুলিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে দিয়া দিতে পারি। দৈনিক দেড় কি দুই টাকার "ডোল" পাইয়া তাহা হইতে সঞ্চয় করিয়া আট বৎসরে যে এই টাকাটা সযত্নে জমাইয়াছে, সে কিসের বলে ত্যাগের এমন সুদৃঢ় সঙ্কল্প লাভ করিল, বল ত! এমন লোকদের সহিত পরিচিত হইয়া তোমরা কি সত্যই লাভবান্ হইবে, না ক্ষতিগ্রস্ত হইবে?

এবারকার ভ্রমণে অনেক জায়গাতেই দেখিলাম, নবদীক্ষার্থীদের অন্ন-প্রসাদের কোনও ব্যবস্থা নাই। ইহা অসমীচীন। দর্শনার্থী যাহারা অনেক দূর হইতে আসিয়াছে, তাহাদিগকে আদর করিয়া ডাকিয়া দুটী অন্ন-প্রসাদ নিয়া যাইবার জন্য বলিবার লোক কি আমি সঙ্গে করিয়া আনিব, না, তোমরা নিজেদের মধ্যে সুযোগ্য কাহাকেও এই আপ্যায়ন-কার্য্যে নিয়োগ করিবে? শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর দ্বারা প্রবর্ত্তিত ব্যাপক খিচুড়ী-মহোৎসবের অনুষ্ঠান যে এ যুগে চলিবার বহু বৈষয়িক বাধা আছে, তৎসম্পর্কে আমি সচেতন। এজন্য আমি খিচুড়ী-মহারাজকে সাধ্যমত দূর হইতেই প্রণাম করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছি। কিন্তু দূরাগত দর্শনার্থীদের প্রসাদের ব্যবস্থা রাখিলে যে স্থানীয় লোকেরা দল বাঁধিয়া এমন ভাবে হুড়াহুড়ি করিয়া বসিয়া যায়, যাহাতে প্রকৃত দূরাগতেরা আর পাত্তাই পায় না, এই বিশৃঙ্খলার আতঙ্ক-হেতু তোমরা অনেক স্থানে প্রয়োজনীয় বুঝিয়াও মানুষের সাময়িক এই সেবাটুকু করিতে পার না, ইহাও সত্য। তোমাদের ত্বরিত একটা বুদ্ধি বাহির করিতে হইবে, যাহাতে সাপও মরিবে, লাঠিও ভাঙ্গিবে না।

কিন্তু তোমাদের সবচেয়ে বড় কাজ হইল নবদীক্ষিতদের সহিত সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখা। ইহারা যাহাতে নিষ্ঠাপূর্ব্বক সাধন-কর্ম্ম করে, ইহারা যাহাতে সঙ্ঘের সহিত প্রীতিপূর্ণ যোগাযোগ রাখে, ইহারা যাহাতে নিজেদের যুক্তিনিষ্ঠ ভক্তিপূর্ণ আচরণের দ্বারা অন্যান্য গুরুভাই-বোন্‌দের মনে নিয়ত উচ্চ ভাবের প্রেরণা দিয়া চলে, তাহা তোমাদের এবং ইহাদের সকলের স্বার্থেই একান্ত প্রয়োজন। সাধনশীলতাহীন বহির্ম্মুখ শিষ্যদের গুরু হইয়া জগতে আমি কোন্ কৃতার্থতা অর্জ্জন করিব? ত্যাগ-বিমুখ, স্বার্থসুখী, আত্মপরায়ণ, ভোগ-বিলাসী শিষ্যদের সংখ্যাবৃদ্ধি দ্বারা জগতের কোন্ কল্যাণ সাধিত হইবে? আমি আমার নিজের কোনও স্বার্থ-সাধনের উদ্দেশ্য নিয়া ত জীবনে একটী প্রাণীকেও শিষ্য বলিয়া স্বীকার করি নাই। তবে ইহারা প্রত্যেকে কেবল নিজ স্বার্থেরই দাস হইয়া থাকিবে কেন?

তোমাদের প্রত্যেকের সংসারে সহস্র প্রকারের সমস্যা আছে। সাধন করিয়া করিয়া তাহার সমাধান কর। চঞ্চলও হইও না, অধীরও হইও না, নামের শক্তিতে বিশ্বাস লইয়া নির্ভয়ে পথ চল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৮)

বারাণসী
৮ ফাল্‌গুন, সোমবার, ১৩৭৮
(২০-২-৭২ ইং)

হরিওঁ

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা —, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

৬

নূতন একটী অখণ্ডমণ্ডলী স্থাপন করিয়াছ, খুবই সুখের কথা। সন্তান জন্মিলে জনক বা জননীর আনন্দের অবধি থাকে না, পাড়া-প্রতিবেশীরাও উলুধ্বনি দেয়। সকলের আনন্দের মধ্য দিয়া যাহার আবির্ভাব, সকলের আনন্দের মধ্য দিয়া তাহার বিকাশ ও শ্রীবৃদ্ধি প্রয়োজন। শিশুকে তাড়াতাড়ি মোটাসোটা করার চেষ্টার চেয়ে বড় প্রয়োজন তাকে কোনো রোগে ধরিতে না পারে, তার ব্যবস্থা কড়া ভাবে করিয়া ফেলা।

মণ্ডলী একটী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। গণতান্ত্রিক এই হিসাবে যে, নূতন ও পুরাতন সকল সদস্যেরই ইহাকে সেবা দিবার এবং ইহার আশ্রয়ে থাকিয়া নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক কুশল লাভের প্রতি জনেরই সমান অধিকার। কিন্তু সঙ্ঘনেতার বা তাঁহার স্থলাভিষিক্তের প্রতি বিদ্রোহের অধিকার তাহার নাই। বিদ্রোহের অধিকার স্বীকার করিতে হইলে মণ্ডলীকেই অস্বীকার করিতে হয়। দ্রোহের ভাব কি কি কারণে আসে এবং তাহার প্রতীকার কি, তাহা আলাদা আলোচ্য বিষয়। আজ সে বিষয়ে লিখিব না।

একটী মণ্ডলী অপর মণ্ডলীর অধীন নহে, ইহা সত্য কিন্তু কোনও মণ্ডলী অপর মণ্ডলীর সহিত বিরোধ-ভাব নিয়া চলিলেও তাহা অনুমোদন পাইবার যোগ্য নহে। ভুল করিয়া এমন অশোভন-আচরণকারী মণ্ডলীকে স্বীকৃতি বা অনুমোদন কোথাও দিয়া থাকিলে, তাহা যে-কোনও সময়ে প্রত্যাহার করিয়া নিবার অধিকারও সঙ্ঘনেতার আছে এবং রহিবে।

ঝগড়া করিবার জন্য বা ঝগড়ার হেতুতে নূতন মণ্ডলী গঠন একটা মূর্খোচিত কাজ। এরূপ কাজ কেহ ভ্রমবশত করিয়া ফেলিলে তাহার প্রতীকার ঝগড়া-কলহ পরিত্যাগ ও নিকটবর্ত্তী অন্য প্রতিটি মণ্ডলীর সহিত বৈরভাবহীন সম্প্রীতির অনুশীলন। মণ্ডলী মিলিবার জন্যই গড়া,

ছাড়াছাড়ি বাড়াইবার জন্য নহে। মণ্ডলী ঐক্য সাধনেরই জন্য, ঐক্যকে ব্যাহত, বিঘ্নিত ও বিচূর্ণিত করিবার জন্য নহে।

কোথাও কোথাও কয়েকটী মণ্ডলী নিয়া একটী সংগঠনীয় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছে, যাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য মণ্ডলীতে মণ্ডলীতে অনুষ্ঠানাদির আদান-প্রদানের দ্বারা সকলের সামগ্রিক শক্তিকে বিকশিত করিয়া তোলা। শ্রীমান্ যোগেন্দ্র চন্দ্র দত্তের যোগ্য নেতৃত্বে, নিরহঙ্কার সেবায় ও অকুণ্ঠ চেষ্টায় "পশ্চিমবঙ্গ অখণ্ড-সংগঠন" নামে একটী সামগ্রিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে, যাহার উদ্যমে নানা স্থানে, এমন কি দূরদূরান্তর্বর্ত্তী অঞ্চলেও, এক একটা বিরাট বিরাট হরিওঁ-নাম-সঙ্কীর্ত্তনের বিশাল শোভাযাত্রা পরিচালিত হইতেছে। একটী বা দুইটী মণ্ডলী সর্ব্বশক্তি বিনিয়োগ করিয়াও যে কাজ করিতে পারিত না, ত্রিশ চল্লিশটী মণ্ডলীর স্বল্প স্বল্প সহযোগে সে কাজ অধিকতর সুচারুতায় ও ব্যাপকতায় সহিত বারংবার নানা স্থানে অনুষ্ঠিত হইয়া প্রত্যেক যোগদানকারীর আত্মবল এবং সামগ্রিক ভাবে তোমাদের সঙ্ঘবল বাড়াইয়া যাইতেছে। অথচ যোগদানকারী নানা মণ্ডলীর একটীর উপরেও "পশ্চিমবঙ্গ অখণ্ড-সংগঠন" নিজেদের কোনও কর্তৃত্ব ফলাইতেছেন না। এই দৃষ্টান্তটী হইতে তোমরা উপদেশ সংগ্রহ কর।

তোমাদের ওখানে বাহিরের বিভিন্ন মণ্ডলীর সভ্যরা নির্দ্দিষ্ট দিনে নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট অনুষ্ঠান-সূচী লইয়া আসিয়া নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টায় মাসের পর মাস কাজ করিয়া যাইতেছেন, পথশ্রম, কায়ক্লেশ বা অর্থব্যয়কে গ্রাহ্যও করিতেছেন না, আর এমতাবস্থায়ও তোমরা নিজ নিজ পাড়ার লোকজনদের নিয়া সদলে ঐ সকল সদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে আগ্রহী হইতেছ না, এই খবরটী ব্যক্তি-বিশেষের নিকট পাইয়া বড়ই মর্ম্মাহত

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

হইলাম। তিনটা পাড়ায় তোমাদের তিনটা ছোট বা বড় মণ্ডলী আছে অথচ বাহিরের ভক্তিমান্ ভ্রাতা-ভগিনীরা আসিয়া তোমাদের অঞ্চলে কাজ করিয়া যাইবার সময়ে তিনটা মণ্ডলী হইতে পাঁচ জনের অধিক লোকের উপস্থিতির সহযোগটুকু পর্য্যন্ত পাইল না, তবে মণ্ডলীর সৃষ্টি দ্বারা কোন্ সুফল ফলিল, বল ত! মণ্ডলী গড়িতেছ, ভাল কথা কিন্তু মণ্ডলীকে কাজও করিতে হইবে।

নেতৃত্বের লোভকে আর ব্যক্তিগত দ্বেষকে মণ্ডলীর কর্ম্ম-তালিকার অন্তর্ভুক্ত করিলে তোমরা সাংঘাতিক ঠকা ঠকিয়া যাইবে, এই কথাটী মনে রাখিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৯)

হরিওঁ

বারাণসী
২রা মাঘ, রবিবার, ১৩৭৮
(১৬ জানুয়ারী, ১৯৭২)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা —, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

পুপুনকীতে প্রায় হাজার খানিক টবে আমের চারা বসান হইয়া গিয়াছে। আগামী বর্ষাকালে নিজ নিজ গৃহে দুই চারিটী করিয়া ভাল জাতের আমের বীজু চারা টবে বসাইতে পার কিন্তু তাহার সংখ্যা অধিক হইলে চলিবে না। টবের চারা বেশ বড় হইলে কোনও সুযোগে টবটী পুপুন্কী পাঠাইবে,—চারা দুই তিন বৎসরের পুরাতন না হইতে পাঠাইও

না। চারাতে বহু শাখা জন্মিতে দিও না। একটী মাত্র কাণ্ডের উপরে সুপুষ্ট চারাটীর প্রয়োজন। কচি কচি চারা পুপুন্কীতেই এক সহস্র টবে শোভা পাইতেছে, আরও দুই তিন বৎসর পার না হইতে ইহাদের দ্বারা কলম বাঁধার চেষ্টা করিব না। বীজ তোমরা বিগত বর্ষায় যে যতটা পাঠাইয়াছ, তাহা দ্বারা মাঠের মধ্যে তিন চারি হাজার চারা তৈরী হইয়া রহিয়াছে। সেগুলিকে তিন চারি বৎসর বাঁচাইয়া যদি রাখিতে পারি, তবেই সেগুলিকে কলম তৈরীর কাজে ব্যবহার করিব। টবে চারা করিলে আম গাছের সঙ্গে কলম বাঁধিতে খুবই সুবিধা হয়, গোড়ার শিকড় মরিয়া যাইবার ভয় কম থাকে এবং বীজু চারা কলমের গাছের সঙ্গে ঝুলাইয়া দিয়া বাঁধা চলে। তবে, ইহাতে ব্যয় বাড়ে। এবার পুপুন্কী আশ্রমে আমরা দোসেরি, কিষণভোগ ও হিমসাগরের গাছে কিছু কলম বাঁধিয়াছি, তন্মধ্যে অধিকাংশই ভাল ভাবে বাঁচিয়া গিয়াছে। আমাদের প্রথম চেষ্টার ফল খুবই উৎসাহদায়ক।

আর আম্রবীজ তোমরা আগামী বর্ষায় সংগ্রহ করিও না। যাহা সংগৃহীত হইয়াছে, পুপুন্কীতে তাহা হইতে শতকরা পঞ্চাশটী চারা উঠিয়াছে। চারাগুলির চেহারা এখন পর্য্যন্ত ভাল আছে। বীজু করিব বলিয়া এগুলি লাগান হইয়াছে। ওদেশের মাটি বড় রুক্ষ, রুক্ষ আরও একটী জিনিষ, যাহাকে এতগুলি বৎসরের সেবা দিয়াও কোমল করিতে পারিলাম না,—প্রায় প্রতিদিন পুপুনকীতে উদ্যানের বৃক্ষ, বাগানের দেওয়াল এবং আশ্রমের জিনিষপত্র কেবলই আহত, প্রহত, ক্ষতিগ্রস্ত বা অপহৃত হইতেছে।

পুপুন্‌কী আশ্রমে কলমকাটার চেষ্টা প্রথমবারই বিশেষ সাফল্য অর্জ্জন করাতে আশ্রমবাসী কর্ম্মীদের মনের দিগন্তে এক নব-বসন্তের মলয়ানিল প্রবাহিত হইতে সুরু করিয়াছে, সমস্ত আশ্রমটাকে কি ভাবে বিভক্ত করিয়া নিলে ভূমির অপব্যবহার না করিয়া ভিন্ন ভিন্ন উৎকৃষ্ট জাতের ভিন্ন ভিন্ন উদ্যান সৃষ্ট করা যাইতে পারে, তাহার চিন্তা, অনুচিন্তন ও চর্চ্চা করিতে তাহারাও সুরু করিয়াছে, যাহারা এই বিষয়ে কতকটা উদাসীনই ছিল। হাতে নাতে কাজ করিবার ইহাই সুফল। কলম তৈরী করিতে করিতে ইহারা নিজেদের সৃষ্টিশক্তির সন্ধান পাইয়াছে, এই জন্যই নিজেদের হাতে তৈরী করা আমের কলমগুলি কোথায় কি ভাবে লাগাইলে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণকারী, লাভজনক ও শোভন এক একটা উদ্যানিকার সৃষ্টি হইতে পারে, তদ্‌বিষয়ে ইহাদের ধ্যান-ধারণা চলিয়াছে। মানভূম জেলাটায় আমি লক্ষাধিক ফলবৃক্ষ বিতরণ করিয়াছি, কোথাও কোথাও গৃহস্থের বাড়ীতে যাইয়া সার-গোবর দিয়া নিজ হাতে বৃক্ষ রোপণ করিয়া দিয়া আসিয়াছি, কেহই গাছ বাঁচাইতে চেষ্টা করে নাই। যাহার ঘরে গাছ বাঁচিয়াছে এবং ফল হইয়াছে, পাছে ফল আবার আশ্রমে দুই চারিটা দিতে হয়, সেই ভয়ে খবরটা আমাদিগকে জানিতে কেহ দেয় নাই। ফলে ফলবৃক্ষ উৎপাদন-জনিত কোন শ্লাঘাবোধ কোথাও জাগে নাই। নতুবা বিগত বিয়াল্লিশ বৎসর আমারই শ্রমে এবং আমারই ব্যয়ে যে সকল ফল-বৃক্ষ উৎপাদিত ও বিতরিত হইয়াছিল, তাহাতে এদেশ-বাসীর বাৎসরিক দুই লক্ষ টাকা সাংসারিক আয় বাড়িতে পারিত। আমার পরিকল্পিত মালটিভারসিটি প্রত্যেকটী বিদ্যার্থীকে নব সৃষ্টির শিক্ষা দিবে, প্রেরণা যোগাইবে। Earn and Learn এবং Make and Take হইবে মালটিভারসিটির মূল-মন্ত্র। কয়েকটী আমের কলমে

সাফল্যের মধ্য দিয়া আমার যাবতীয় পরিকল্পনার সাফল্য-সম্ভাবনা সংর্থিত হইতেছে।

মানভূম তথা ধানবাদ জেলার লোক আমার পরিকল্পনা বা সেবাবুদ্ধির তাৎপর্য্য বুঝিল না এবং আমার যে সেবা পয়সা-কড়ি না দিয়াও পাওয়া যায়, তাহা জোর করিয়া উপেক্ষা করিল বলিয়া আফশোষ করিবার কারণ নাই। বিদ্যাসাগর-বাগে আজ সাত বৎসর ধরিয়া কাঁঠালের মাদাগুলিতে কম্পোষ্ট সার, গোবর ও হাড়ের গুঁড়া প্রভৃতি দিয়া যে স্থান তৈরী করিতেছি, তাহাতে যতবারই কাঁঠালের বীজ লাগাইতেছি, ততবারই দুর্ব্বৃত্তের দল আসিয়া এক এক বারে পঞ্চাশ, ষাট, সত্তরটী করিয়া এক ফুট, দুই ফুট, আড়াই ফুট লম্বা কাঁঠাল চারাগুলি ভাঙ্গিয়া বা উপড়াইয়া দিয়া যাইতেছে অথচ গ্রামের কোনও লোকের সঙ্গে আমাদের কোনও শত্রুতা নাই। বৃদ্ধদের কাছে নালিশ করিতে গেলে তাহারা চটিয়া মটিয়া বলিয়া বসেন,—"আমাদিগকে চৌকিদার পাইয়াছেন নাকি যে আশ্রমের গাছ আমরা গিয়া দিবারাত্রি পাহারা দিব?" আসলে ইহা আদিম সভ্যতার একটা স্তর-বিশেষ, যখন মানুষ বনমানুষ হইতে কিঞ্চিৎ উন্নত হইল। এই জন্য এ ব্যাপারে আফশোষ রাখি না।

কিন্তু তোমরা. যাহারা উচ্চ উচ্চ বিষয়ে আলোচনা কর, তাহারা কি আমার অন্তরের অভীপ্সাকে বুঝিয়াছ ? তোমরা কি বুঝিয়াছ যে, আমার নাম উচ্চারণ করিয়া জয়ধ্বনি দেওয়ার চেয়ে অনেক বড় কাজ তোমাদের আছে? ভ্রমণ-কালে রেল-ষ্টেশনগুলিতে তোমরা জন-সমাবেশ করিয়া যে নিদারুণ অবস্থার সৃষ্টি কর, মটর-যোগে ভ্রমণ-কালে পথে পথে 'ব্যারিকেড্' সৃষ্টি করিয়া তোমরা নিজ নিজ স্থানে আমাকে

জোর করিয়া নামাইবার জন্য যে উদ্ধত জেদ ও অশালীন তর্কাতর্কির সৃষ্টি কর, তাহার সহিত তোমাদের প্রকৃত চরিত্রের এবং দৈনন্দিন আচরণের কিম্বা সাধারণ কর্ত্তব্যবোধের সঙ্গতি আছে কি? গত বর্ষায় কতকগুলি আমের বীজ দিয়াছ, আর কিছু কিন্তু কর নাই, তবু আমি তোমাদের এইটুকু ত্যাগে, এইটুকু শ্রমে কত সন্তুষ্ট, কত প্রসন্ন। আমি যে বাবা অল্পেতেই খুশী হই, কথাটা তোমরা বুঝিয়াছ কি? আমার কাজের জন্য অধিক কিছু কেহই করিও না কিন্তু যৎসামান্য যে যাহা কর, তাহা প্রত্যেকে কর, এইটুকুই মাত্র বলিতে পারি। ধনলোভে তোমাদিগকে শিষ্য করি নাই, প্রতিষ্ঠা-লোভেও নহে, কিন্তু জগৎকল্যাণকর্ম্মের সহিত প্রতিজনে সংশ্রবযুক্ত হও, এই কামনা করিবার আমার অধিকার আছে। প্রকৃত প্রয়োজন তোমাদের আন্তরিক অভিমুখতার। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩০)

বিলনিয়া (ত্রিপুরা)
২৩শে চৈত্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৭৮
(৬-৪-৭২ ইং)

হরিওঁ

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

কোথায় কি দেখিতেছি, জানিতে চাহিয়াছ। জানাইবার উপায় নাই। ঝড়ের বেগে ছুটিতেছি। মানুষের কলরোল আর দলে দলে দীক্ষার্থীর আগমনকে কি কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলিয়া মনে করিব?

এমন ভুল করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। দীক্ষা নিলেই কেহ হঠাৎ একটা অসাধারণ পুরুষে পরিণত হইয়া যায় না। দীক্ষা নিয়া আবার সাধন করিতে হয়, সাধনে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া লাগিয়া থাকিতে হয়, মন যাহাতে নানা দিকে না চলে, তাহার জন্য নিষ্ঠার ও দৃঢ়তার অনুশীলন করিতে হয় এবং দীক্ষালব্ধ সাধনের ফলে আপনা আপনি যাহাতে স্বাভাবিক ব্রহ্মচর্য্য জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তজ্জন্য অনুকূল বাতাবরণ সৃষ্টি করিবার জন্যই নিজের চেষ্টায় ব্রহ্মচর্য্য পালনও করিতে হয়। যাহারা সমভাবের ভাবুক এবং সমদীক্ষিত, তাহাদের প্রতিজনের সহিত শুধু এই একটী উদ্দেশ্য নিয়া সম্প্রীতি ও সহৃদয়তার চর্চ্চা করিতে হয়, যেন তাহারা সকলে একত্র, একমুখী ও একানুভূতিসম্পন্ন হইয়া একটা বিরাট সচ্চিন্তার প্লাবন জগতে সৃষ্টি করিতে পারে। তোমাদের জেলায় পারুলিয়াতে যে উনিশ শত নব্বই জনের দীক্ষা হইল, সুভাষপল্লীতে যে চারি শত তের জনের দীক্ষা হইল, মুগবেড়িয়াতে যে দুই হাজার আটশত তেয়াত্তর জন লোকের দীক্ষা হইল, ইহা দ্বারা ব্যক্তিগত ভাবে ইহাদের মধ্যে কয়জন কিম্বা সমাজগত ভাবে তোমরা সকলে এবং দেশগত ভাবে জেলা মেদিনীপুর বা পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতবর্ষ কতটা লাভবান্ হইল, ইহার কি হিসাব নিবার বা হিসাব রাখিবার প্রয়োজন নাই? দীক্ষা-শিবিরে প্রবেশ করিয়াই আমি ইহাদের চোখে, মুখে, হাবে, ভাবে, কথায় ও আচরণে এই হিসাবের খাতা খুলিয়া ধরিয়াছি। তোমরা ত আত্মশ্লাঘায় মরিয়া যাইতেছ যে, কি একটা কাণ্ডই না হইল। কিন্তু আমি দুশ্চিন্তায় পড়িয়াছি যে, এত লোক যে পঙ্গপালের মতন দীক্ষাগৃহে প্রবেশ করিয়া আমার আজীবনের সাধনায় সৃষ্ট সাধনোদ্যানের শস্যের উপরে আপতিত হইল, ইহা কি শকের আক্রমণ, না হূণের আক্রমণ,

না অ্যালেক্‌জাণ্ডারের বা নাদির শাহের ভারত আক্রমণ। আমার বহুকষ্টলব্ধ সাধন-সম্পদ এই যে আমি নির্বিচারে কতকগুলি অপরীক্ষিত-চরিত্র পঙ্গপালের কাছে উন্মুক্ত করিয়া ধরিলাম, ইহা কি তোমাদের চিরাভ্যস্ত হুজুগপ্রিয়তার ইন্ধন দিল, না সত্যিকারের কোনও কল্যাণ-সৌধের পত্তন করিল, একথা কি জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন নাই? তোমরা এই দীক্ষার্থীদিগকে কি কখনো শুনাইয়াছ যে, দীক্ষা নিতে হইলে নিজের অন্তরকে তাহার জন্য তৈরী করিতে হয়, ত্যাগের চর্চ্চা করিতে হয়, চরিত্রকে বজ্রমুষ্টিতে ধরিয়া শাসন করিতে হয়, পরস্বাপহরণ-প্রবৃত্তিকে প্রদমিত করিতে হয়, পাওনাদারের পাওনা শোধ করিয়া আসিতে হয়, পিতামাতার আশীর্ব্বাদ ও অনুমতি নিয়া আসিতে হয়, সর্ব্বজীবে ভালবাসার অনুশীলনের সঙ্কল্প নিয়া আসিতে হয় আর এই ধারণাটীকে সুস্পষ্ট রূপে পোষণ করিতে হয় যে, নবদীক্ষার্থীর দীক্ষা কেবল একা তাহারই মুক্তির জন্য নহে, বিশ্বের সকলের মুক্তি-কামনায় আজ তাহার দীক্ষা হইবে।

তোমরা সংগঠন-কর্ম্মের নাম করিয়া গ্রামে গ্রামে এতকাল কি করিয়াছ? আমি বলিব, করিয়াছ কেবল আত্ম-প্রতারণা। অতি সস্তায় মুখের কাছে মাইকটী পাইয়া আবোল তাবোল বকিবার নাম সংগঠন নহে। দীক্ষা নিতে হইলে ত্যাগের প্রয়োজন নাই; সংযমের প্রয়োজন নাই, বৈরাগ্যের প্রয়োজন নাই, স্বার্থচিন্তাকে খাটো করিবার প্রয়োজন নাই, নিজের সুখের চেয়েও দশ জনের সুখকে বড় করিয়া দেখিবার প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন হইতেছে কেবল দীক্ষাশিবিরে গিয়া ত্রিপালের উষ্ণবায়ু-প্রবাহের মধ্যে ঠেলাঠেলি আর গুতাগুতি করিয়া পরস্পরের অসুবিধা সৃষ্টি করা,—এইরূপ ধারণা নিয়া কাজ করিলে তোমরা

ত' সমসাধকের সংখ্যাবৃদ্ধির নাম করিয়া সমাজে ধর্ম্মের নামে এক বিষম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিবে!

আমি বলি, একার্য্য হইতে তোমরা বিরত হও। তোমরা আগে নিজ নিজ চরিত্রে নির্লোভতা, আত্মসংযম, ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণতার প্রতিষ্ঠা কর। তোমরা আগে গুরুভাইদের পকেট মারিবার বুদ্ধি নিজেরা পরিত্যাগ কর। তোমরা নিজেরা আগে আদর্শ-চরিত্র হও। তবে ত অন্যকে আহ্বান করিবার তোমাদের অধিকার জন্মে!

এবার আমি অনেক দীক্ষার্থীকে লাঠিপেটা করিয়া দীক্ষার ঘর হইতে বাহির করিয়া দিয়াছি। কিন্তু এইরূপ রূঢ় আচরণ কি আমার মতন একটী কোমলহৃদয় ব্যক্তির পক্ষে শোভনীয়? না কি, বাকী জীবনটুকু এইরূপ অশোভন আচরণ করিয়া জগতে আমি গুণ্ডামির কুকীর্ত্তি রাখিয়া যাইব?

তোমাদের অঞ্চলে আমি আর পাঁচ দশ বৎসরের মধ্যে ভ্রমণ করিব না বলিয়া মনে মনে স্থির করিয়াছি। মানুষের মনকে উৎকর্ষের পথে টানিয়া নিবার জন্য কোনও শ্রম তোমরা করিবে না কিন্তু কতকগুলি অপ্রস্তুত, অনাগ্রহী, অনুপযুক্ত লোককে দীক্ষার ঘরে ঠেলিয়া দিয়া তাহাদের কাণে আবোল-তাবোল উপদেশ ঢুকাইয়া সংঘের প্রকৃত শক্তি বাড়িবার পরিপন্থী কাজ করিবে, ইহা বরদাস্ত করা যাইতে পারে না। দীক্ষাগ্রহণকারীর কোনও ত্যাগশীলতার প্রয়োজন নাই, সৌজন্যের আবশ্যকতা নাই, বিনয়-নম্রতার ধার তাহাকে ধারিতে হইবে না, অপরের সদ্‌দৃষ্টান্তের অনুসরণ তাহার পক্ষে অবান্তর, এসব কুশিক্ষা তোমরা কোন্ শাস্ত্র পাঠ করিয়া তবে দিতেছ, বল। তোমরা আর কেহ নিজের জেলায় কোনও সংগঠন-কার্য্য করিও না। নিজেরা নিজেদের

চরিত্রকে আগে সংশোধিত কর। তবেই তোমাদের মধ্যে প্রেম জাগিবে। এখন যে সব কাজ করিতেছ, তাহা ত হুজুগে করিতেছ। হুজুগ আমি ভালবাসি না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩১)

হরি ওঁ

মেলাঘর (ত্রিপুরা)
২৭ চৈত্র, সোমবার ১৩৭৮
(১০ এপ্রিল, ১৯৭২)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ জানিও।

বৎসরটা ত শেষ হইয়া আসিল। তোমরা তোমাদের ব্যবসায়ের আয়-ব্যয়ের হিসাব-পত্র নিয়া ত খুবই ব্যস্ত রহিয়াছ। সেই জন্যই বোধ হয়, তোমাদের ঘরের দুয়ার ও গৃহাভ্যন্তর যে চরণ দিয়া স্পর্শ করিয়া চলিয়া আসিলাম, তাহা টেরও পাইলে না। তুমি বা তোমার মতন অন্য অনেকে তাহা টের না পাইলেও আমার যাহা করণীয়, তাহা আমি করিয়া আসিয়াছি এবং চিরকাল করিব। তোমাদের আশীর্ব্বাদ করি, তোমাদের সংসারী সুপ্ততার অবসান হউক এবং বিনিদ্র নয়নে জগতের পানে তাকাইয়া একবার সত্য সত্য অনুভব করিতে সমর্থ হও যে, এই জগৎটা একদিকে কত সুন্দর, অন্য দিকে কত কুৎসিত, একদিকে কত আকর্ষণীয়, অপর দিকে কত বীভৎস। এই কৌৎসিত্য ও বীভৎসতা তোমাকেই দূর করিতে হইবে, এই সৌন্দর্য্য ও সুষমাকে শতগুণে পরিবর্দ্ধিত করিবার সাধনায় তোমাকেই লাগিতে হইবে।

তোমাদের ওখানে তোমাদের গুরুভাই বলিয়া পরিচয়প্রদানকারী লোকের সংখ্যা কম নহে কিন্তু বাংলাদেশ হইতে শত শত লোক সীমান্ত অতিক্রম করিয়া দর্শন-লাভাশায় না আসিলে সহরের কেহই জানিতে পারিত না যে আমি ঘুরিয়া গেলাম। ইহার কয়েকটী কারণ আমি লক্ষ্য করিয়াছি। প্রথমতঃ তোমাদের মধ্যে অধিকাংশেই সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনায় আস না বলিয়া নিজেদের মধ্যে নিবিড় পরিচয় বা গভীর আত্মীয়তা কিছুমাত্রই সৃষ্টি করিতে পার নাই। দ্বিতীয়তঃ, তোমরা মণ্ডলী, গুরুদেব, সাঙ্ঘিক কর্ত্তব্য প্রভৃতি ব্যাপারেও পারিবারিক বা সরিকী কলহকে জীয়াইয়া রাখিতে বড়ই পটু। দুইটীই অতীব আপত্তি-জনক অবস্থা। অবশ্য আর একটী কারণও জানা গিয়াছে। তাহা এই যে, আশ্রম-বিশেষের শিষ্যেরা ঘরে ঘরে ব্যাপক মিথ্যা প্রচার করিয়াছেন যে আমি আমার ভ্রমণ-তালিকার পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিয়াছি এবং পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট তারিখে তোমাদের ওখানে আসিব না।

যে-ই যাহা করিয়া থাকুক, আর যে-ই যাহা না করিয়া থাকুক, আমার কাজ কিন্তু অসফল হয় নাই। একটু খোঁজ করিলেই জানিতে পারিবে যে, তোমাদের স্থানটায় একটা নূতন যুগান্তরের সূচনা হইয়া গিয়াছে। ইহার ফলে পূর্ব্বে তোমরা যাহারা নামী দামী সম্মানিত নেতা ছিলে, তাহাদের বিন্দুমাত্র সহযোগিতা ব্যতীতও পরবর্ত্তী কালের প্রতিটি কার্য্য বিপুল উদ্যমে চলিবে। আমি সহরের প্রাণকে চিনিয়া আসিয়াছি, স্পর্শ করিতে সমর্থ হইয়াছি। যাহাদের মঙ্গলের দিকে তাকাইয়া তরুণ কৈশোরে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছিলাম. তাহারা আর তোমাদের মতন নিদ্রিত উদাসীনদিগের নেতৃত্বের প্রত্যাশায় বসিয়া থাকিবে না।

তোমাদের রাজ্যটীর সাধারণ লোকের মানসিক উপাদান বা ক্যালিবার খুব ভাল। ইহারা নিজেরা নিজেদের কুশল-অকুশল বুঝিতে পারে। কিন্তু প্রকৃত পরিচালকের অভাব। যাহারা চালক রূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছে, তাহাদের চালাকি ইহাদিগকে বিভ্রান্ত করিতেছে। নতুবা ইহারা কর্ম্মক্ষেত্রে আরও সাত্ত্বিক, আরও সম্পূর্ণ, আরও যশস্বী হইতে পারিত। আজ যে যাহা হইতে পারে নাই, কাল যে তাহা হইবে, এই আশা আমি রাখি।

নেতৃত্বের মোহে নহে, সেবার বুদ্ধিতে তোমরা যেখানে যে যাহা করিবে, তাহাই প্রত্যক্ষে এবং পরোক্ষে অমোঘ জনকল্যাণ সাধন করিবে। নিজে সকলের চেয়ে যে বেশী বুঝিবার চেষ্টা করিবে, তাহাকে নির্ব্বোধের দলে ভিড়িতে হইবে। সরল মনে সরস চিত্তে অকপট হিতবুদ্ধিতে সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান লইয়া যখন সকলের হাতে হাত মিলাইতে পারিবে, কাজ করিতে পারিবে মাত্র তখন। অতীতের সেই দিন চলিয়া গিয়াছে, যেদিন একটী লোক নিজের যাদুবিদ্যাবলে বা অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে একাকী একটী নূতন পৃথিবী সৃষ্টি করিত বা একটী বিন্ধ্যাচলকে দাবাইয়া দিত। যুগ পালটাইয়া গিয়াছে। এখন যে-কোনও ব্যক্তিকে বড় কাজ করিতে হইলে দশের হাত আনিয়া একস্থানে একত্র করিতে হয়।

অসাধারণ শক্তি-সামর্থ্য হইতে বঞ্চিত সাধারণ লোকেরা এইযুগে সুনির্দ্দিষ্ট একটী কর্ম্মতালিকা সম্মুখে রাখিয়া বেপরোয়া হইয়া পরস্পরে মিলিত হইতেছে এবং এক দিনে বা এক রাতে একটা বিশাল ঘটনা ঘটাইয়া দিতে সমর্থ হইতেছে। ইহা কি খোলা চখেই দেখিতে পাইতেছ না? তুমি নেতৃত্ব না দিলে কাজ পড়িয়া থাকিবে, এই-জাতীয় ধারণা রাখিবার যুক্তিযুক্ততা এই যুগে কিছুমাত্র নাই। এযুগে কাজ

করিতে বা করাইতে হইলে তোমাদের প্রতিজনকে আত্মাভিমান ও পারস্পরিক বিদ্বেষ বর্জ্জন করিয়া তরুর মতন সহিষ্ণু মন ও তৃণের মতন সুবিনীত মনোভঙ্গী লইয়া সকলের সহিত সমান হইতে হইবে। আশীর্ব্বাদ করি, তেমন সুমতি, তেমন সৌভাগ্য তোমাদের হউক।

সৎকাজের পথে পুরাতন কলহকে পড়িয়া থাকিতে দেওয়া হইবে না, এই জিদটী কি করিতে পার না? তুমি ত শক্ত মনের ছেলে, এই শক্ত কাজটী কি তুমি করিতে পারিবে না?

তোমরা অনেকে প্রকৃত প্রস্তাবে দৈনিক ইষ্টমন্ত্র জপেও অবহেলা করিয়া থাক। শুধু সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনায়ই তোমরা অবহেলা কর, তাহা নহে, নিত্যকার কর্ত্তব্যেও তোমাদের প্রচুর শিথিলতা রহিয়াছে তোমাদের অন্যান্য আচরণ তাহারই ফলে এরূপ অসুন্দর ও বেয়াড়া হইতেছে। আশীর্ব্বাদ করি, তামসিকতার এই ঘোর তমিস্রা হইতে দ্রুত উদ্ধার লাভ কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩২)

হরিওঁ

জিরানিয়া (ত্রিপুরা)
৫ই বৈশাখ, মঙ্গলবার, ১৩৭৯
(১৮ এপ্রিল, ১৯৭২)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, নববর্ষের প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

ধৃতং প্রেম্না

তোমাদের রাজ্যটীর সাধারণ লোকের মানসিক উপাদান বা ক্যালিবার খুব ভাল। ইহারা নিজেরা নিজেদের কুশল-অকুশল বুঝিতে পারে। কিন্তু প্রকৃত পরিচালকের অভাব। যাহারা চালক রূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছে, তাহাদের চালাকি ইহাদিগকে বিভ্রান্ত করিতেছে। নতুবা ইহারা কর্ম্মক্ষেত্রে আরও সাত্ত্বিক, আরও সম্পূর্ণ, আরও যশস্বী হইতে পারিত। আজ যে যাহা হইতে পারে নাই, কাল যে তাহা হইবে, এই আশা আমি রাখি।

নেতৃত্বের মোহে নহে, সেবার বুদ্ধিতে তোমরা যেখানে যে যাহা করিবে, তাহাই প্রত্যক্ষে এবং পরোক্ষে অমোঘ জনকল্যাণ সাধন করিবে। নিজে সকলের চেয়ে যে বেশী বুঝিবার চেষ্টা করিবে, তাহাকে নির্ব্বোধের দলে ভিড়িতে হইবে। সরল মনে সরস চিত্তে অকপট হিতবুদ্ধিতে সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান লইয়া যখন সকলের হাতে হাত মিলাইতে পারিবে, কাজ করিতে পারিবে মাত্র তখন। অতীতের সেই দিন চলিয়া গিয়াছে, যেদিন একটী লোক নিজের যাদুবিদ্যাবলে বা অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে একাকী একটী নূতন পৃথিবী সৃষ্টি করিত বা একটী বিন্ধ্যাচলকে দাবাইয়া দিত। যুগ পালটাইয়া গিয়াছে। এখন যে-কোনও ব্যক্তিকে বড় কাজ করিতে হইলে দশের হাত আনিয়া একস্থানে একত্র করিতে হয়।

অসাধারণ শক্তি-সামর্থ্য হইতে বঞ্চিত সাধারণ লোকেরা এইযুগে সুনির্দ্দিষ্ট একটী কর্ম্মতালিকা সম্মুখে রাখিয়া বেপরোয়া হইয়া পরস্পরে মিলিত হইতেছে এবং এক দিনে বা এক রাতে একটা বিশাল ঘটনা ঘটাইয়া দিতে সমর্থ হইতেছে। ইহা কি খোলা চখেই দেখিতে পাইতেছ না? তুমি নেতৃত্ব না দিলে কাজ পড়িয়া থাকিবে, এই-জাতীয় ধারণা রাখিবার যুক্তিযুক্ততা এই যুগে কিছুমাত্র নাই। এযুগে কাজ

করিতে বা করাইতে হইলে তোমাদের প্রতিজনকে আত্মাভিমান ও পারস্পরিক বিদ্বেষ বর্জ্জন করিয়া তরুর মতন সহিষ্ণু মন ও তৃণের মতন সুবিনীত মনোভঙ্গী লইয়া সকলের সহিত সমান হইতে হইবে। আশীর্ব্বাদ করি, তেমন সুমতি, তেমন সৌভাগ্য তোমাদের হউক।

সৎকাজের পথে পুরাতন কলহকে পড়িয়া থাকিতে দেওয়া হইবে না, এই জিদটী কি করিতে পার না? তুমি ত শক্ত মনের ছেলে, এই শক্ত কাজটী কি তুমি করিতে পারিবে না?

তোমরা অনেকে প্রকৃত প্রস্তাবে দৈনিক ইষ্টমন্ত্র জপেও অবহেলা করিয়া থাক। শুধু সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনায়ই তোমরা অবহেলা কর, তাহা নহে, নিত্যকার কর্ত্তব্যেও তোমাদের প্রচুর শিথিলতা রহিয়াছে তোমাদের অন্যান্য আচরণ তাহারই ফলে এরূপ অসুন্দর ও বেয়াড়া হইতেছে। আশীর্ব্বাদ করি, তামসিকতার এই ঘোর তমিস্রা হইতে দ্রুত উদ্ধার লাভ কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩২)

জিরানিয়া (ত্রিপুরা)
৫ই বৈশাখ, মঙ্গলবার, ১৩৭২
(১৮ এপ্রিল, ১৯৭২)

হরিওঁ

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, নববর্ষের প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

অবিশ্রান্ত ভ্রমণে আছি। * * * ভ্রমণে ক্লেশ আছে, শ্রম আছে, যথেষ্ট অনিয়মও আছে। তথাপি একদিনের উৎসাহীরা নূতন নূতন কর্ম্ম-তালিকার সংযোজন করিয়া আমাদের স্বাস্থ্যের উপরে গুরুতর চাপ সৃষ্টি করে। ত্রিপুরার পার্ব্বত্য অঞ্চল ভ্রমণ করিতে করিতে এবং অবিশ্রান্ত ভাষণ দিতে দিতে আমি ও সাধনা উভয়ে এত ক্লান্ত ও পীড়িত এবং সঙ্গীয় ব্রহ্মচারীরা এত অধিক পরিমাণে শ্রান্ত যে, শেষ দিকের কতকগুলি স্থানের ভ্রমণ স্থগিত করিয়া রাখিয়া শিলচরের পরেই ৩রা মে তারিখের কোনও ট্রেণে লামডিং হইতে সোজা কলিকাতা রওনা হইতে যাইতেছি। এই জন্য এবার এখনি বালুরঘাট, গঙ্গারামপুর, মালদহ আসা হইতেছে না। পরবর্ত্তী ভ্রমণে আমি সাপটগ্রাম, কোকড়াঝাড়, শিলং, হারাঙ্গাজাও ও হাফলংকে অগ্রাধিকার দিব এবং সেই সঙ্গেই মালদহ অঞ্চল, গঙ্গারামপুর অঞ্চল ও অন্য কয়েকটা অঞ্চলে আসিব। প্রতি স্থানেই দেখিতেছি, বক্তৃতা শোনা লোকের যেন একটা রোগে পরিণত হইয়াছে। আমি জীবন ভরিয়া বক্তৃতা দিয়াছি, প্রাণমন ঢালিয়াই তাহা দিয়াছি, বক্তৃতাদানকে একটা যোগ বা তপস্যা জ্ঞান করিয়া সংশিতব্রত তপস্বীর মন লইয়া তাহা দিয়াছি কিন্তু চিরকাল আমাকে বক্তৃতাই দিতে হইবে এবং বক্তৃতা শোনা ছাড়া লোকের আর কোনও কর্ত্তব্যই নাই, ইহা অত্যন্ত আপত্তিজনক কথা। আমি অকারণ বক্তৃতা আর দিতে চাহি না, * * * * * * এখন আর তোমরা কোথাও বক্তৃতার অভীপ্সা বা দাবী রাখিও না। জীবনের সময় সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিয়াছে, পারিলে এক দিনে তিনটী স্থানে স্থায়ী কাজ করিয়া যাইতে হইবে। তোমরা আমার সময়ের বৃথা অপচয় হইতে দিও না। জীবন ভরিয়া যত কথা কহিয়াছি বা যত মহচ্চিন্তা করিয়াছি; তাহার

এক কোটি ভাগের এক ভাগ হইলেও মুদ্রিত সাহিত্যে বিধৃত রহিয়াছে। তোমরা তাহার মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া ঘরে ঘরে গিয়া পড়িয়া শুনাও এবং এই ভাবেই মানুষের মনে নূতন জীবনের উদ্দীপনা এবং দেবজীবনের আরাধনাকে জাগ্রত কর। তোমরা কোথাও কিছু করিবে না বা করিবার চেষ্টা করিবে না, আর আমাকে দিয়া বক্তৃতা দেওয়াইয়া আমার নিঃশেষিত-প্রায় পরমায়ুটুকুর দ্রুত অবসান ঘটাইয়া দিবে, ইহা নিতান্ত অনভিপ্রেত বেহিসাব।

জীবন ভরিয়াই কথা কহিয়াছি কিন্তু নিজের স্বার্থের জন্য কহি নাই। এই কারণেই আমার একটী কথাও প্রাণহীন নহে। আমার মুদ্রিত কথাগুলি হস্তে ধারণ করিয়া তোমরা গৃহে গৃহে যাও, প্রাণে প্রাণে সেই কথাগুলির স্পর্শ বুলাইয়া দাও। দেখিবে, স্থানে স্থানে আমার ভাষণ-দানের কোনও কর্ম্ম-তালিকা না রাখিলেও তোমাদের প্রত্যেকটী অনুষ্ঠান কত বিরাট সাফল্য ও কত গভীর আত্মপ্রসাদ অর্জ্জন করে।

তোমরা আত্মশ্রদ্ধ হও। হুজুগবাগীশেরা অন্যকে exploit করে, কারণ, তাহাদের আত্মশ্রদ্ধা নাই। প্রকৃত কর্ম্মীরা আত্মশ্রদ্ধার বলে প্রতি কর্ম্মক্ষেত্রে জয়ী হয়। অন্তরে প্রেমের সঞ্চার হইলে আত্মশ্রদ্ধা বিশ্বজয় করে। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৩)

হরিওঁ

মোহনপুর বাজার (ত্রিপুরা)
৬ বৈশাখ, বুধবার, ১৩৭৯
(১৯ এপ্রিল, ১৯৭২)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, নববর্ষের প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

"বাবামণি আসিতেছেন, আপনারা দলে দলে প্রস্তুত হউন, দীক্ষা নিয়া কৃতার্থ হউন, এমন সুযোগ আর কদাচ পাইবেন না, এমন মহাপুরুষ আর জগতে কেহ নাই".—এই জাতীয় প্রচার-কার্য্য তোমরা কেহ করিও না। তাহার জঘন্য কুফল হইতে সংঘকে রক্ষা করার প্রয়োজন আমি হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতেছি। তোমরা তোমাদের মেদিনীপুর জেলায় নানা স্থানে আরও কি কি প্রচার করিয়া বেড়ানোকে সংগঠন-কার্য্য বলিয়া মনে কর, তাহার নমুনা তোমাদের জেলার এবারকার ভ্রমণে স্বচক্ষে দেখিয়াছি, স্বকর্ণে শুনিয়াছি। তোমাদের কর্ম্মের ধারার মধ্যে আপাতলাভও কিছু নাই, পরিণাম-সুখও বিন্দুমাত্র নাই, আছে শুধু অপাত্র, কুপাত্র, বর্জ্জনীয়, নষ্টাদর্শ, ভ্রষ্ট-চরিত্র কতকগুলি লোককে আড্ডা মারিবার জন্য আমার পবিত্র সংঘারামে প্রবেশ করিবার জন্য ছাড়পত্র প্রদান। ইহা সঙ্ঘের সর্ব্বনাশ করিবে, আমাদের আদর্শকে বিলুপ্ত করিবে। এখনি তোমরা এই বিষয়ে সতর্ক হও।

আমার আদর্শকে প্রচার করিলে মানুষের ভিতরে ত্যাগশক্তি বাড়ে। কিন্তু তাহা না করিয়া * * * যাহা করা সুনিশ্চিতই ক্ষতিজনক, তোমরা আমার অজ্ঞাতসারে দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহাই করিয়া আসিতেছ। ইহার

কুফলও সুদীর্ঘকালস্থায়ী হইবে। আমি ইহা সুস্পষ্ট রূপে বুঝিয়াছি। এই কুফলের হাত হইতে সমগ্র সঙ্ঘকে বাঁচাইবার জন্য আমি বর্জ্জন-নীতি গ্রহণ আবশ্যক বোধ করিয়েছি। তোমরা আর একটী লোককেও কখনো বলিও না, "এস, বাবামণির কাছে দীক্ষা নাও।" তোমাদের জেলায় দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে অন্যান্য শিষ্যাভিলাষী গুরুদেবেরা কাজ করিয়া যাইতে থাকুন। অন্যান্য অঞ্চলে আমার কাজ সুসমাপ্ত হইবার পরে একান্তই প্রয়োজন বোধ করিলে তোমাদের জেলার কথা ভাবিব। তোমরা ভুলিয়া যাইও না যে, আমার পরিশ্রম করিবার সময় সীমাবদ্ধ, আমার পরমায়ুর দিনগুলি একান্তই নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে, আমার কর্ম্মক্ষেত্র বিশাল ভুবন জুড়িয়া। আমি বনে উপবনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া স্বভাবসুন্দর ফল ও ফুল আহরণ না করিয়া, পচা গলা গলির ভিতর হইতে নোংরা কতকগুলি পরিত্যাজ্য অপদার্থ কুড়াইয়া নিয়া আমার পূজার পুষ্প-পাত্রটীকে কলঙ্কিত করিব কেন? না, তাহা কখনো হইতে দিব না। তোমরা দশ বৎসর ধরিয়া মানুষের মধ্যে কাজ করিয়া তাহাদের মনকে পবিত্রতা ও ত্যাগের পথে ধাবিত কর, আমার ভ্রমণ-তালিকা, আমি বাঁচিয়া থাকিলে, তোমাদের ঐ জেলায় সেই সময়ে হইবে। অন্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের আত্ম-প্রসারণী চেষ্টার সহিত পাল্লা দিবার জন্য তোমরা অবৈধ প্রতিযোগিতার চেষ্টা করিয়া নিজেদের সংঘের পায়ে নিজেরা কুড়াল মারিতে থাকিবে, ইহা জানিবার বুঝিবার পরেও আমি চুপ করিয়া থাকিব, এমন অবাস্তব কল্পনা তোমরা কি করিয়া করিতেছ? তোমাদের কর্ম্ম অপকর্ম্মেরই সৃষ্টি করিবে, যদি তোমরা এখনো সাবধান না হও। তোমাদের অধিকাংশ চেষ্টা অপচেষ্টা বলিয়াই তোমাদের জেলায় জনে জনে এত আত্মদ্রোহ এত কলহ আত্মপ্রকাশ করিতেছে।

ধ্বতং প্রেম্না

(৩৩)

হরিওঁ

মোহনপুর বাজার (ত্রিপুরা)
৬ বৈশাখ, বুধবার, ১৩৭৯
(১৯ এপ্রিল, ১৯৭২)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, নববর্ষের প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

"বাবামণি আসিতেছেন, আপনারা দলে দলে প্রস্তুত হউন, দীক্ষা নিয়া কৃতার্থ হউন, এমন সুযোগ আর কদাচ পাইবেন না, এমন মহাপুরুষ আর জগতে কেহ নাই"—এই জাতীয় প্রচার-কার্য্য তোমরা কেহ করিও না। তাহার জঘন্য কুফল হইতে সংঘকে রক্ষা করার প্রয়োজন আমি হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতেছি। তোমরা তোমাদের মেদিনীপুর জেলায় নানা স্থানে আরও কি কি প্রচার করিয়া বেড়ানোকে সংগঠন-কার্য্য বলিয়া মনে কর, তাহার নমুনা তোমাদের জেলার এবারকার ভ্রমণে স্বচক্ষে দেখিয়াছি, স্বকর্ণে শুনিয়াছি। তোমাদের কর্ম্মের ধারার মধ্যে আপাতলাভও কিছু নাই, পরিণাম-সুখও বিন্দুমাত্র নাই, আছে শুধু অপাত্র, কুপাত্র, বর্জ্জনীয়, নষ্টাদর্শ, ভ্রষ্ট-চরিত্র কতকগুলি লোককে আড্ডা মারিবার জন্য আমার পবিত্র সংঘারামে প্রবেশ করিবার জন্য ছাড়পত্র প্রদান। ইহা সঙ্ঘের সর্ব্বনাশ করিবে, আমাদের আদর্শকে বিলুপ্ত করিবে। এখনি তোমরা এই বিষয়ে সতর্ক হও।

আমার আদর্শকে প্রচার করিলে মানুষের ভিতরে ত্যাগশক্তি বাড়ে। কিন্তু তাহা না করিয়া * * * যাহা করা সুনিশ্চিতই ক্ষতিজনক, তোমরা আমার অজ্ঞাতসারে দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহাই করিয়া আসিতেছ। ইহার

কুফলও সুদীর্ঘকালস্থায়ী হইবে। আমি ইহা সুস্পষ্ট রূপে বুঝিয়াছি। এই কুফলের হাত হইতে সমগ্র সঙ্ঘকে বাঁচাইবার জন্য আমি বর্জ্জন-নীতি গ্রহণ আবশ্যক বোধ করিতেছি। তোমরা আর একটী লোককেও কখনো বলিও না, "এস, বাবামণির কাছে দীক্ষা নাও।" তোমাদের জেলায় দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে অন্যান্য শিষ্যাভিলাষী গুরুদেবেরা কাজ করিয়া যাইতে থাকুন। অন্যান্য অঞ্চলে আমার কাজ সুসমাপ্ত হইবার পরে একান্তই প্রয়োজন বোধ করিলে তোমাদের জেলার কথা ভাবিব। তোমরা ভুলিয়া যাইও না যে, আমার পরিশ্রম করিবার সময় সীমাবদ্ধ, আমার পরমায়ুর দিনগুলি একান্তই নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে, আমার কর্ম্মক্ষেত্র বিশাল ভুবন জুড়িয়া। আমি বনে উপবনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া স্বভাবসুন্দর ফল ও ফুল আহরণ না করিয়া, পচা গলা গলির ভিতর হইতে নোংরা কতকগুলি পরিত্যাজ্য অপদার্থ কুড়াইয়া নিয়া আমার পূজার পুষ্প-পাত্রটীকে কলঙ্কিত করিব কেন? না, তাহা কখনো হইতে দিব না। তোমরা দশ বৎসর ধরিয়া মানুষের মধ্যে কাজ করিয়া তাহাদের মনকে পবিত্রতা ও ত্যাগের পথে ধাবিত কর, আমার ভ্রমণ-তালিকা, আমি বাঁচিয়া থাকিলে, তোমাদের ঐ জেলায় সেই সময়ে হইবে। অন্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের আত্ম-প্রসারণী চেষ্টার সহিত পাল্লা দিবার জন্য তোমরা অবৈধ প্রতিযোগিতার চেষ্টা করিয়া নিজেদের সংঘের পায়ে নিজেরা কুড়াল মারিতে থাকিবে, ইহা জানিবার বুঝিবার পরেও আমি চুপ করিয়া থাকিব, এমন অবাস্তব কল্পনা তোমরা কি করিয়া করিতেছ? তোমাদের কর্ম্ম অপকর্ম্মেরই সৃষ্টি করিবে, যদি তোমরা এখনো সাবধান না হও। তোমাদের অধিকাংশ চেষ্টা অপচেষ্টা বলিয়াই তোমাদের জেলায় জনে জনে এত আত্মদ্রোহ এত কলহ আত্মপ্রকাশ করিতেছে।

শিষ্য-সংখ্যাবৃদ্ধির দিকে আমার যে কোনও লালচ নাই, ইহা কি আমাকে এতদিন দেখিয়াও তোমরা বুঝিলে না? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৪) *

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী
২৪শে শ্রাবণ, শনিবার, ১৩৭৬
(৮-৮-৬৯ ইং)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্রখানা পাঠ করিয়া বড়ই ব্যথিত হইলাম। বিষাদে মনটা আচ্ছন্ন হইয়া গেল। তোমার মতন স্বামী পথে ঘাটে ঢের ঢের পাওয়া যায়, তোমার মতন অপদার্থ স্বামীর মৃত্যু হইয়া গেলে সে বাঁচিয়া যাইত, ইত্যাদি দুর্ব্বাক্যবাণ যে তোমাকে বর্ষণ করিতে পারে, তেমন স্ত্রীর সহিত সংশ্রব রক্ষা করা সত্যই সুকঠিন। ব্রহ্মাণ্ডের সকলের অপমান-অসম্মান সহ্য করা যায় কিন্তু নিজ স্ত্রীর পায়ের লাথি আর হাতের ঝাঁটা খাইয়া কোনো স্বামী আর গৃহে থাকিতে পারে না। তাহাকে গৃহত্যাগ করিয়া উদাসী হইতে হয়। এমন অনেক লোক সংসার ছাড়িয়া গায়ে ছাই মাখিয়া ভিখ্‌মাঙ্গা সাধু হইয়া রাস্তার পাশে ধুনি জ্বালাইয়া বসিয়া মনের জ্বালা মিটাইয়াছেও।

* প্রেসে পাণ্ডুলিপিগুলি হারাইয়া গিয়াছিল বলিয়া তারিখ অনুযায়ী প্রকাশ করা সম্ভব হইল না। প্রঃ সঃ

কিন্তু তোমার প্রতি আমার উপদেশ আলাদা। স্ত্রী দুর্ব্বাক্য বলে বলুক, তুমি তাহাতে কাণ দিও না। তাহার কুকথাগুলিকে গ্রাহ্য মাত্রও করিও না। বনের পশু ভ্যা ভ্যা, হাম্বা হাম্বা চিহি চিহি বা হুক্কা-হুয়া করিতে থাকিলে তুমি কি তাতে কোনও মূল্যারোপ কর? তুমি কি পশুর অর্থহীন চীৎকারের কোনও মানে আবিষ্কারের চেষ্টা কর? তুমি তাহাকে উপেক্ষাই করিয়া আসিয়াছ। তোমার মতিভ্রান্তা স্ত্রীটিরও প্রলাপ-বচনগুলি সম্পর্কে তোমাকে তাহাই করিতে হইবে।

হাজার হাজার গালি বর্ষণ করিতে করিতে যখন তোমার স্ত্রী দেখিবে যে সে ক্লান্তা হইয়া গিয়াছে, তবু তুমি একটা কথারও জবাব দিতেছ না, তখন সে ক্রোধে উন্মত্তা হইয়া নিজের মাথার চুল ছিঁড়িবে, কাঁদিবে এবং পরে তোমার পায়ে লুটিয়া একটা জবাব প্রার্থনা করিবে। তখনও তুমি কিছু বলিও না। মায়াবিনীর হাজার কুহক যখন শেষ হইয়া যাইবে, ক্রোধ এবং কটাক্ষ, কোনটাই যখন তোমাকে বিন্দুমাত্র বিরক্ত বা বিহ্বল করিতে পারিবে না, তখন সেই রুদ্রাণী নিজে নিজেই ঠাণ্ডা হইবে, আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত ও লাভা-প্রবাহ বন্ধ হইবে।

নিজের মনটাকে শক্ত করিয়া নিয়া আমার এই উপদেশ পালন করিয়া দেখ যে, হাতে হাতে ফল পাওয়া যায় কি না।

তোমাদের জেলা হইতে দুইটা জেলা দক্ষিণে তোমার এক গুরুভাই স্ত্রীকে নিয়া ঠিক্ এমনি বিপদে পড়িয়াছিল। স্বামী উপার্জ্জন করিয়া সংসারের সকলকে খাওয়াইবে কিন্তু স্ত্রী স্বামীকে রাঁধিয়া পর্য্যন্ত খাওয়াইবে না। বাজার করিয়া সব জিনিষপত্র বাড়ীতে রাখিয়া পুকুরে একটা ডুব দিয়া স্বামীটা ছুটিল অফিসে চাকুরী বজায় রাখিতে আর পথিমধ্যে এক

শিষ্য-সংখ্যাবৃদ্ধির দিকে আমার যে কোনও লালচ নাই, ইহা কি আমাকে এতদিন দেখিয়াও তোমরা বুঝিলে না? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৪) *

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী

২৪শে শ্রাবণ, শনিবার, ১৩৭৬

(৮-৮-৬৯ ইং)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্রখানা পাঠ করিয়া বড়ই ব্যথিত হইলাম। বিষাদে মনটা আচ্ছন্ন হইয়া গেল। তোমার মতন স্বামী পথে ঘাটে ঢের ঢের পাওয়া যায়, তোমার মতন অপদার্থ স্বামীর মৃত্যু হইয়া গেলে সে বাঁচিয়া যাইত, ইত্যাদি দুর্ব্বাক্যবাণ যে তোমাকে বর্ষণ করিতে পারে, তেমন স্ত্রীর সহিত সংশ্রব রক্ষা করা সত্যই সুকঠিন। ব্রহ্মাণ্ডের সকলের অপমান-অসম্মান সহ্য করা যায় কিন্তু নিজ স্ত্রীর পায়ের লাথি আর হাতের কাঁটা খাইয়া কোনো স্বামী আর গৃহে থাকিতে পারে না। তাহাকে গৃহত্যাগ করিয়া উদাসী হইতে হয়। এমন অনেক লোক সংসার ছাড়িয়া গায়ে ছাই মাখিয়া ভিখ্‌মাঙ্গা সাধু হইয়া রাস্তার পাশে ধুনি জ্বালাইয়া বসিয়া মনের জ্বালা মিটাইয়াছেও।

* প্রেসে পাণ্ডুলিপিগুলি হারাইয়া গিয়াছিল বলিয়া তারিখ অনুযায়ী প্রকাশ করা সম্ভব হইল না। প্রঃ সঃ

কিন্তু তোমার প্রতি আমার উপদেশ আলাদা। স্ত্রী দুর্ব্বাক্য বলে বলুক, তুমি তাহাতে কাণ দিও না। তাহার কুকথাগুলিকে গ্রাহ্য মাত্রও করিও না। বনের পশু ভ্যা ভ্যা, হাম্বা হাম্বা চিহি চিহি বা হুক্কা-হুয়া করিতে থাকিলে তুমি কি তাতে কোনও মূল্যারোপ কর? তুমি কি পশুর অর্থহীন চীৎকারের কোনও মানে আবিষ্কারের চেষ্টা কর? তুমি তাহাকে উপেক্ষাই করিয়া আসিয়াছ। তোমার মতিভ্রান্তা স্ত্রীটিরও প্রলাপ-বচনগুলি সম্পর্কে তোমাকে তাহাই করিতে হইবে।

হাজার হাজার গালি বর্ষণ করিতে করিতে যখন তোমার স্ত্রী দেখিবে যে সে ক্লান্তা হইয়া গিয়াছে, তবু তুমি একটা কথারও জবাব দিতেছ না, তখন সে ক্রোধে উন্মত্তা হইয়া নিজের মাথার চুল ছিঁড়িবে, কাঁদিবে এবং পরে তোমার পায়ে লুটিয়া একটা জবাব প্রার্থনা করিবে। তখনও তুমি কিছু বলিও না। মায়াবিনীর হাজার কুহক যখন শেষ হইয়া যাইবে, ক্রোধ এবং কটাক্ষ, কোনটাই যখন তোমাকে বিন্দুমাত্র বিরক্ত বা বিহ্বল করিতে পারিবে না, তখন সেই রুদ্রাণী নিজে নিজেই ঠাণ্ডা হইবে, আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত ও লাভা-প্রবাহ বন্ধ হইবে।

নিজের মনটাকে শক্ত করিয়া নিয়া আমার এই উপদেশ পালন করিয়া দেখ যে, হাতে হাতে ফল পাওয়া যায় কি না।

তোমাদের জেলা হইতে দুইটা জেলা দক্ষিণে তোমার এক গুরুভাই স্ত্রীকে নিয়া ঠিক্ এমনি বিপদে পড়িয়াছিল। স্বামী উপার্জ্জন করিয়া সংসারের সকলকে খাওয়াইবে কিন্তু স্ত্রী স্বামীকে রাঁধিয়া পর্য্যন্ত খাওয়াইবে না। বাজার করিয়া সব জিনিষপত্র বাড়ীতে রাখিয়া পুকুরে একটা ডুব দিয়া স্বামীটী ছুটিল অফিসে চাকুরী বজায় রাখিতে আর পথিমধ্যে এক

হোটেলে ঢুকিয়া নাকে মুখে দুই চারিটি গোগ্রাস পূরিয়া দিয়া সুরু করিল সারাদিনের পরিশ্রম। তথাপি দুর্ব্বাক্য কমে না। বাধ্য হইয়া সে তাহার স্ত্রীর সহিত সর্ব্বপ্রকার দৈহিক সংশ্রব বর্জ্জন করিল। অন্ন, বস্ত্র, অলঙ্কার সবই স্ত্রীর জন্য আসে, আসে না শুধু স্বামীর উপরে স্ত্রীর ব্যক্তিগত নিগূঢ় অধিকার। স্বামী জোর করিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে লাগিল। প্রথমে প্রথমে ব্রহ্মচর্য্য তাহার পক্ষে বড়ই কঠিন বলিয়া মনে হইতেছিল কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাহার ভিতরে ব্রহ্মচর্য্যের রুচি আসিয়া গেল। বীর্য্য-ধারণের স্বাভাবিক ফলস্বরূপ দিব্য এক আনন্দ সে অনুক্ষণ আস্বাদন করিতে লাগিল। মন হইতে ইন্দ্রিয়-লালসা দূর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেকে অমিতশক্তিশালী বলিয়া অনুভব করিতে লাগিল। বলীয়ান পুরুষ ক্ষমাশীল হয়, ক্রমশঃ এই দুর্ব্ব্যবহারকারিণী স্ত্রীর প্রতি তাহার ক্ষমাবুদ্ধি আসিল। ক্ষমা তাহার মনকে শান্ত ও স্নিগ্ধ করিল। রুষ্টভাষিণী স্ত্রীর উৎপীড়নে যে স্বাস্থ্য তাহার গোল্লায় যাইতে চলিয়াছিল, মনের স্নিগ্ধতা ও নিশ্চিন্ততার গুণে সে সেই স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার করিল।

এগুলি কল্পিত কাহিনী নহে, সত্য ঘটনা।

স্ত্রী দুর্ব্বাক্য বলে বলুক। অশিক্ষিত পরিবারে এবং অভাবের সংসারে স্ত্রীলোকেরা অনেক সময়ে মাথা ঠিক রাখিতে পারে না। তাদের এই ত্রুটিটুকু ক্ষমা কর।

স্বামীরা অনেকে স্ত্রীর অন্তরের গোপন অভীপ্সা যোগ্য ভাবে পূরণ করিতে পারে না বলিয়া মনে মনে স্ত্রীরা রুষ্ট হয় এবং পরে অন্য ওজুহাতে নিজের অন্তরের রোষ প্রকাশ করে। এই সকল ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, অভীপ্সা-পূরণের পথ বাহির হইয়া গেলে অভাবের সংসারেও স্ত্রীরা স্বামীর প্রতি অনুরক্তা থাকে।

কুশিক্ষার ফলে অনেক স্ত্রীরা স্বামীর প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করে। এই সব ক্ষেত্রে দেহ-সংসর্গ একেবারে বর্জ্জন করিয়া নিজে একা একা আদর্শবাদী জীবন যাপন করিয়া কঠোর ব্রত-নিষ্ঠার বলে স্বামী তার স্ত্রীকে সংশোধিত করিতে পারে।

কিন্তু সর্ব্বাবস্থাতেই তোমাকে মনে মনে ক্ষমাশীল থাকিতে হইবে।

ইতি

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৫)

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী

২৬ শ্রাবণ, সোমবার, ১৩৭৬

(১১-৮-৬৯)

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

পাগল স্বামীর সঙ্গে তোমার বিবাহ হইয়াছে এবং এই মতিচ্ছন্ন স্বামীর মন কিছুতেই পাইতেছ না। এসব দুঃখের কথা। কিন্তু সেবা দিয়া তোমাকে এই দুঃখময় পরিস্থিতিটা জয় করিতে হইবে। স্বামীকে উপেক্ষা না করিয়া তাহার অবিচারগুলিকে উপেক্ষা কর, তাহাকে অবহেলা না করিয়া তাহার পক্ষে অকল্যাণকর সহযোগগুলিকে বর্জ্জন কর, এই মনোবিকারগ্রস্ত অবস্থার প্রতীকারের জন্য তোমার পক্ষে যে যে কৌশল অবলম্বন করা অত্যাবশ্যক, নিপুণতার সহিত তাহা গ্রহণ ও প্রয়োগ কর। স্ত্রীর স্নেহে, প্রেমে ও ঐকান্তিকী সেবায় জগতের অনেক পাগল ভাল

হইয়া গিয়াছে। তাহাকে ভাল করিতে হইবে, নিয়ত এই বোধটী নিয়া প্রতিটি কাজ কর।

পাগল স্বামীকে ডাইভোর্স করা যায়, এই আইন অবশ্য এ দেশে পাশ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তোমাদের স্বাভাবিক পাতিব্রত্য ধর্ম্ম এই আইনের সুযোগ গ্রহণে তোমাদিগকে প্ররোচিত করিতে পারে নাই। এত দুঃখ, এত লাঞ্ছনা সহিয়াও তোমরা ঐ পাগল পতিরই সেবা করিতেছ। এমন দৃষ্টান্ত সেই সব দেশেও দুই চারিটী মিলে, যে সব দেশে স্বামীরা জীবিত থাকিতেও পর পর একই নারী চারিবার বা পাঁচবার পত্যন্তর গ্রহণ করিয়াও নিন্দিতা বা ধিকৃতা হয় না। অর্থাৎ, যাহাদের ভিতরে অতি কোমল মানবিকতাবোধের পরম সম্পদ নিহিত আছে, তাহারা সকল দেশেই ত্যাগশীল ও সেবাপরায়ণ। তুমি সেই সেবাপরায়ণ মনোভাবটুকু নিয়া স্বামীর সেবা কর। স্বামী তোমার সেবার মহিমা না বুঝিতে পারে কিন্তু তুমি তোমার নিজ মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিতে চেষ্টা কর।

তোমার স্বামী বদ্ধ-উন্মাদ নহে। মাঝে মাঝে সে দিব্যি ভদ্রলোক হইয়া যায়। তখন কেহ কল্পনাই করিতে পারে না যে, বারকয়েক ইহাকে পাগলা-গারদের ঝোলভাত খাইয়া আসিতে হইয়াছে। ইহা দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে যে, মতিচ্ছন্নতা তাহার স্বভাব নহে, ইহা তাহার অভাব। কিসের অভাব, কেন এই অভাব, এই অভাবের পরিপূরণ কি ভাবে হইতে পারে, তাহা তোমাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। মনোবিজ্ঞানবিদেরা হয়ত তোমাকে এই ব্যাপারে কতক সাহায্য করিতে পারেন কিন্তু মুখ্য অনুসন্ধানের মূলসূত্রটী তোমাকেই চেষ্টা করিয়া বাহির করিতে হইবে। এবং তাহা তুমি পারিবেই। কারণ, স্বামীর

সহিত তুমি সর্ব্বব্যাপারে যেমন ঘনিষ্ঠ, অন্য কেহ তেমন হইতে পারে না।

নিজের বিদ্যা, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের দ্বারা যদি ইহার কোনও কূল-কিনারা না করিতে পার, তাহা হইলে ভগবানের শরণাপন্ন হও। তাঁহার নামে মনঃপ্রাণ মজাও। তাঁহার নামের সেবায় তনুমন ঢালিয়া দাও। তাহার পরম প্রেমের মধুময় আস্বাদন লাভ করিবার জন্য অন্তরে বাহিরে ব্যাকুল হও। দেখিবে, সহসা দক্ষিণের রুদ্ধ বাতায়ন খুলিয়া গিয়াছে, চিরকালের অন্ধকারায় সহসা মলয়ানিল প্রবাহিত হইতে সুরু করিয়াছে; সূর্য্যকিরণের ঝিকিমিকি যেখানে এক শতাব্দীর মধ্যেও প্রবেশ করিতে পারে নাই, সেখানে সহসা শত চন্দ্রমার রাসলীলা সুরু হইয়া গিয়াছে।

বিশ্বাস কর মা, বিশ্বাস কর। সেবাব্রত লইয়া পরমেশ্বরের পরমকুশলদায়ী মঙ্গলময় নামের আশ্রয় লও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩৮)

পুপুন্‌কী মঙ্গলকুটীর
২৪শে শ্রাবণ, ১৩৭৬

হরিওঁ

কল্যাণীয়েষু:—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

কোনও এক বিবাহিতা আত্মীয় স্ত্রীলোকের প্ররোচনায় পড়িয়া হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হইয়া তুমি নিজের দুরন্ত ক্ষতি সাধন করিয়াছ জানিয়া

অত্যন্ত ব্যথিত হইলাম। কিন্তু হতাশ হই নাই। পদস্খলিত হইয়াছ বলিয়াই তুমি হেয় নহ। তুমি যদি এই স্খলিতাবস্থার উর্দ্ধে উঠিবার জন্য চেষ্টায় বিরত হও, তবেই তুমি হেয়।

বিবাহিতা, অবিবাহিতা, বিধবা নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকটী রমণী সম্পর্কে পুরুষমাত্রেরই সম্মানজনক দূরত্ব রক্ষা করিয়া চলার চেষ্টা করা উচিত। ইহাকে নীতি-বায়ু-গ্রস্ততা বলিয়া কেহ কেহ টিটকারী দিতে পারে কিন্তু তাহাতে মানুষের কর্ত্তব্যের দায়িত্ব কমিয়া যায় না।

যৌন অপরাধ করিয়া অনেকে মনে মনে নিজেকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করে যে, সৃষ্টির প্রত্যেকটী জীব তাহাদের সঙ্গী বা সঙ্গিনীর সহিত অবাধে মিলিতেছে, তাহাতে যদি দোষ না হইয়া থাকে, তবে মানুষের বেলাই অত বিধি-নিষেধের বালাই কেন? কিন্তু সে ভুলিয়া যায়, মানুষই একমাত্র জীব, যাহারা সমাজ গড়িয়াছে, সভ্যতা গড়িয়াছে, পরের জন্য ভাবিয়াছে, ইহকালের পরে আরও কি হইলে হইতে পারে, তাহার বিষয়ে নিবিড় চিন্তা করিয়াছে, সামান্য মানুষ কি করিয়া অসামান্য দেবজাতিতে রূপান্তরিত হইতে পারে, তাহার জন্য ধ্যান জমাইয়াছে। এমন যে শ্রেষ্ঠ জীব, তাহার আচরণ কি পশুপক্ষীর অবারিত আচরণ হইতে পৃথক্ হইবে না?

যে ভুল করিয়াছ, করিয়াছ। আর যাহাতে পুনরাবৃত্তি না হয়, তাহার জন্য শক্ত হইয়া যাও। দৃঢ়তা ব্যতীত আত্মরক্ষা সম্ভব হইবে না। পাপের সহিত আপোষ করিয়া পাপকে প্রশমিত করা যায় না, তাহাকে লগুড়-প্রহারে নিধন করিতে হয়। দুর্ব্বলের বল ভগবান্। নিয়ত তাঁহার করুণা ভিক্ষা কর এবং ঈশ্বর-কৃপার শক্তিতে শক্তিমান হইয়া

ভাবী আপদ-বিপদ হইতে আত্মরক্ষা কর। প্রলোভনের সামগ্রী হইতে নিজেকে সযত্নে দূরে রাখ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৭)

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী

হরিওঁ

শনিবার, ২৬ ভাদ্র, ১৩৭৬

(১৩-৯-৬৯ ইং)

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

ভাইদের সংসারে আছ, পিতা স্বর্গত, এই অবস্থায় বর-নির্ব্বাচন সম্পর্কে তুমি নিজে অগ্রসর হইয়া কিছু করিতে পার না। তোমার পত্র হইতে বুঝিতেছি, নিজে অগ্রণী হইয়া তুমি কিছু করিতে চাহও না। সেইরূপ চঞ্চল মতি তোমার নহে।

দাদাদের ও মায়ের মতানুসারেই তোমার বিবাহ হউক। আমি প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমার যেন বিবাহিত জীবন সুখের হয়। ঘর ও বর উভয় দেখিয়াই বিবাহ স্থির হওয়া কর্ত্তব্য। তোমার দাদারা তাহা করুন।

তাঁহারা যদি বিবাহে নিরর্থক বিলম্ব করেন, তুমি অনায়াসে নার্সিং শিক্ষায় লাগিয়া যাইতে পার। ইহাতে কোনও দোষ নাই। নিজের পায়ে নিজে দাঁড়ান ত' গৌরবের কথা। অতীতে নার্সিং সম্পর্কে লোকের কুধারণা ছিল। এখন অতীব সম্ভ্রান্ত ঘরের ভাল ভাল মেয়েরা সাদরে

নার্সিং শিখিতেছে। ভদ্রকন্যাদের ডাক্তারি পড়িতে যদি দোষ না থাকে, নার্সিং পড়িলে দোষ হইবে কেন? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৮)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর
বৃহস্পতিবার, ৯ আশ্বিন, ১৩৭৬
(২৫-৯-৬৯)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

অল্পে অধীর হইও না। বিপরীত অবস্থাতেও চিত্তের স্থৈর্য্য রাখিয়া চলিও। ধীরতা কেবল চরিত্রেরই মহিমাবর্দ্ধক নহে, অধিকাংশ স্থলে কর্ম্মসাফল্যেরও সহায়ক। অস্থির, চঞ্চল, উদ্বিগ্ন হইলে পদে পদে কাজে ভুল হইবে।

জরা, বার্দ্ধক্য এবং দারিদ্র্য কাহারও ইচ্ছাকৃত নহে। জরাগ্রস্তকে, বৃদ্ধকে, দরিদ্রকে নিশ্চয়ই সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখিবে। ইহারাই ত সহানুভূতির প্রকৃত দাবীদার। ইহাদের প্রতি কদাচ রূঢ় হইও না।

চিত্তের উদ্দামতা দমনের প্রধান উপায় শ্রীভগবানের নাম। নাম কদাচ ভুলিও না। স্ত্রীকে কামজয়ের সহায়িকা কর। স্রোতের শ্যাওলার মতন কেবল ভাসিয়াই বেড়াইও না।

তোমার পুত্রের উপরে তাহার মৃতা মাতার দৃষ্টি পড়িয়াছে বলিয়া তাহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে এবং কালীপূজা দিলে এবং জ্যোতিষীর কথামত কিছু খরচ-পত্র করিলেই পরিত্রাণ হইবে, নতুবা নহে, এই সকল বাক্যে আস্থা স্থাপন করিবে? মা কি কখনো পুত্রের উপরে রক্তশোষা দৃষ্টি দিতে পারেন? কালীপূজাই কর আর কৃষ্ণপূজাই কর, কামনা লইয়া কেন করিবে? কামনার পূজা নিকৃষ্ট পূজা, তবু পূজা। তামসিক লোকেরা তাহা করিবে। করিতে করিতে হয়ত একদা সাত্ত্বিকী পূজা শিখিবে, এইরূপ আশা করা হইয়া থাকে। ভগবানের কাছে প্রতিদানে কিছুমাত্র দাবী না করিয়া একমাত্র তাঁহার প্রীত্যর্থে পূজা করা শিক্ষা কর। সাহস করিয়া তামসিকী পূজা বর্জ্জন না করিলে আপনা আপনি সাত্ত্বিকী পূজা হয়ত এই জন্মে আর আসিবে না।

পুত্র তোমার নীরোগ হউক, দীর্ঘায়ু হউক, জগৎকল্যাণের প্রয়োজনে তাহার স্বাস্থ্য ও পরমায়ু প্রয়োজন, মনের এই ভাব নিয়া সমবেত উপাসনা কর, নবগ্রহের কোপ, ভূতপ্রেতডাইনীর কোপ, কুসংস্কারের কোপ, ধর্ম্মব্যবসায়ীদের সঙ্কীর্ণতার কোপ, সব কোপ সমবেত উপাসনাতে দূর হইয়া যাইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৯)

মঙ্গলকুটীর
৯ আশ্বিন, ১৩৭৬

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

জগৎস্বামীর চরণতলে মন ঢালিয়া দাও, বিশ্বের সমস্ত সমস্যার মীমাংসা হইয়া যাইবে। নিজেকে দেহাতীত, মোহাতীত. পরমসত্তা বলিয়া জান। অজ্ঞানতা মানুষকে দিয়া অকুশল আহরণ করায়। অবিরাম ধ্যান লাগাইয়া রাখ জ্ঞানময় প্রেমময় পরমপ্রভুর চরণে। জীবনের সমস্ত জটিলতা দেখিতে না দেখিতে দূর হইয়া যাইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪০)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী

৯ আশ্বিন, ১৩৭৬

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

রমণীর কুহক হইতে নিজেকে দূরে রাখ। নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক যশকে অক্ষত অক্ষুণ্ণ রাখ। মনের সকল দুর্ব্বলতাকে নির্ম্মম ভাবে শাসন কর।

বয়স লাগে না, বিদ্যা লাগে না, রূপও লাগে না। কুহকিনীর কুহক একবার জাল ছড়াইলে সে অনায়াসে যে-কাহাকেও কাবু করিতে পারে। নিঃস্বার্থ নিষ্কাম প্রেমের অভিনয় দেখাইয়া যে তোমাকে আকৃষ্ট করিতেছে, দুই দিন পরে যখন তাহার প্রকৃত মূর্ত্তির প্রকাশ ঘটিবে, তখন কিন্তু তোমার ফিরিবার পথ অবরুদ্ধ হইয়া যাইবে।. মলত্যাগ করিয়া সেই মলকেই তোমাকে সাদরে ভোজন করিতে হইবে। গায়ে উহার আঁচলের বাতাস লাগিবার পূর্ব্বেই সরিয়া পড়।

উহারা বড় ভাল, যেমন মেয়ে, তেমন মা,—এসব তোমার অন্ধ মনের আসক্তির উক্তি। উহারা বড় ভাল, না বড় মন্দ, তাহা বিচারের চেষ্টায় সময় নষ্ট করিও না। উহাদের সহিত পরিচয় ঘটাতে তোমার অন্যান্য অনেক কর্ত্তব্য কার্য্যের প্রতি আগ্রহ নাশ পাইয়াছে, এইটুকুই কলি-প্রবেশের প্রকৃষ্ট ইঙ্গিত। কলির হাত হইতে নিজেকে রক্ষা কর।

ভ্রমের বশে, রূপের নেশায় বা বশীকরণ-মন্ত্রের প্রভাবে অভিভূত হইয়া রাক্ষসী বা ডাইনিকে যদি কেহ কোনও প্রতিশ্রুতি দেয়, তবে তাহা রক্ষার নৈতিক দায়িত্ব থাকে না। সুস্থ মনে ক্ষণকালের জন্যও যদি বুঝিয়া থাক যে, ভ্রমবশে অন্যায় প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, তবে নির্ভয়ে নিজের ভ্রম স্বীকার কর এবং জঘন্য প্রতিজ্ঞাটীকে পালন করিবার দায়িত্ব অস্বীকার কর। [নিজেকে সৎ, নিষ্কলঙ্ক ও নির্ম্মল রাখিবার জন্য যদি কুৎসিত প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিতে হয়, ভাঙ্গো, তোমার প্রতিজ্ঞাভঙ্গের পাপ আমি নিব।]

মোহগ্রস্ত মন সদুপদেশ শুনিতে ভালবাসে না। মোহরাহু যাহাকে গ্রাস করিয়াছে, সে নিজ সতীশিরোমণি পত্নীকে অনাদর করিয়া কুলটা-চরিত্রের নারীকে দেবী বলিয়া পূজা করিতে ছুটিয়া যায়। ইন্দ্রিয়বৃত্তি উদ্দাম হইয়াছে ত নিজের পত্নীতে সোহাগ ঢালিয়া সাময়িক বিকার সার্থক কর, অন্য নারীতে এত আকর্ষণ কেন? পুত্র, কন্যারা ক্রমশ বড় হইতেছে। তাহারা তোমাকে কি ভাবিতেছে? * * * আশীর্ব্বাদ করি, দ্রুত সর্ব্বকুশলসমন্বিত শান্তিময় জীবন লাভ কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪১)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী
১৫ অগ্রহায়ণ, ১৩৭৬

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার লিখিত পত্রখানা বারংবার পাঠ করিলাম। পরিস্থিতির যে বিবরণ দিয়াছ, তাহাতে তুমি এখন সাময়িক ভাবেও আশ্রমবাসী হইতে পার না। উপস্থিত কর্ত্তব্য-সমূহকে উপেক্ষা করা অনুচিত হইবে।

কিন্তু পরিস্থিতি কিছু অনুকূল হইলে একবার আসিয়া কয়েক মাস আশ্রমে থাকিয়া যাইও। চিরজীবনের জন্য আশ্রমবাসী হইবার কল্পনা ত্যাগ কর। কারণ, বিখ্যাত অন্যান্য আশ্রমের ন্যায় এই আশ্রম এখনো স্বচ্ছল বা সুশৃঙ্খল হয় নাই। ইহা অযাচকের দরিদ্র আশ্রম। * * *

চিত্তবিক্ষেপের কারণগুলিকে ঘনিষ্ঠ হইতে না দিয়া শুধু পরহিত-বুদ্ধিতে নিজ কর্ত্তব্য করিয়া যাও। কোনও রাজনৈতিক হুজুগে বা আন্দোলনে যোগ দিয়া বৃথা গোলযোগে পড়িও না। সময়টা এখন বড়ই পরিবর্ত্তনশীল। এই সময়ে স্থিরবুদ্ধি হইয়া না চলিলে হয়ত মারাত্মক ভুল কিছু করিয়া বসিবে।

কোনও পার্টি বা ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষ না রাখিয়া মানুষ মাত্রের প্রতি প্রেমবুদ্ধি লইয়া চলিবার চেষ্টা কর। আমি নিয়ত তোমাকে সূক্ষ্মভাবে সহায়তা করিব। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪২)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী
১৫ অগ্রহায়ণ, ১৩৭৬

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

দুর্ব্বার ইন্দ্রিয়-লিপ্সা তোমাকে ক্রীতদাস করিয়া রাখিবে আর তুমি অন্ধের মতন নিজের অহিত সাধনের জন্য কদভ্যাসের পদসেবা করিবে, মনুষ্যত্বের এই অবমাননা হইতে তুমি নিজেকে বিবেকবলে রক্ষা কর। শুধু অভ্যাসের দাসত্ব করিতে গিয়া তুমি আর নিজেকে এভাবে লাঞ্ছিত ও পরমরসে বঞ্চিত করিও না। মনের দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে ভগবানের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা কর। তিনি পরমদয়াল, তিনি তোমাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত কিন্তু সাহায্য পাইবার জন্য তোমার আগ্রহ চাই। তুমি আর অধম পতিত হইয়া পড়িয়া থাকিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৩)

হরিওঁ

পুপুন্‌কী মঙ্গলকুটীর
মঙ্গলবার, ৭ পৌষ, ১৩৭৬
(২৩-১২-৬৯)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

লোকে তোমাকে পাগল, অধার্ম্মিক, নাস্তিক বা অন্য যাহা ইচ্ছা বলুক, তাহাতে তুমি কাণ দিও না। যে ভেদবুদ্ধি ও অখণ্ডতা-বিরোধী সহস্র

ধ্রুবং প্রেয়া

সহস্র চেষ্টা ও আচরণ চৌদিকে দেখিতেছ, তাহাতে উদ্বিগ্ন হওয়া তোমার সর্ব্বজীবকুশলকামী মনের এক অপূর্ব্ব সুন্দরতা। কিন্তু সমগ্র জগৎকে কে সংশোধিত করিতে সমর্থ? এই জন্য সর্ব্বপ্রযত্নে নিজের মন হইতে ভেদবুদ্ধি ও দুর্ব্বলতা আগে সমূলে দূর করিতে হয়। তুমি সেই কাজটীতে মন দাও বাবা। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৪)

হরিওঁ

পুপুন্কী, মঙ্গলকুটীর

বৃহস্পতিবার, ৯ পৌষ, ১৩৭৬

(২৫-১২-৬৯ ইং)

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার ১লা পৌষের পত্র পাইলাম। পুপুন্কী আশ্রমের আমার এক প্রিয় সন্তানের পিতৃবিয়োগ-সংবাদ শুনিয়া বারাণসী হইতে ছুটিয়া আসিয়াছি সদ্যঃপিতৃহীন শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা দিতে। কালই বারাণসী রওনা হইব। বারাণসী হইতে অ্যামবাস্তাডার নিয়া আসিয়াছি, ঐ কারেই বারাণসী ফিরিব। শরীর এখন ভ্রমণের উপযুক্ত নহে। পুপুন্কীর শ্রমদানকালীন। শ্রমে আমরা অত্যন্ত ক্লান্ত। বায়ুপরিবর্ত্তনে রাজগীর যাইব ভাবিতেছিলাম, এমন সময়ে পুপুন্কী আসিতে হইল। আসিয়া ভালই হইয়াছে। এখানে করিবার মত কাজও ছিল। জরুরী কাজটুকু আজ সারিতে পারিলে কাল বেলা দশটায় পুনঃ "কারে" চাপিব।

তোমার পত্র পাইয়া খুবই সুখী হইয়াছি। তিনসুকিয়াতে পাঁচটী দিনই আমার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ছিলে এবং সেই সময়কার ঘটনা ও দৃশ্যগুলি স্মরণে পড়িলে আনন্দে উদ্বেলিত হও, শুনিয়া সুখী হইয়াছি। কিন্তু কাছে কাছে থাকা সত্ত্বেও তুমি আমার সামনে দাঁড়াইয়া একটু কথা বলিতে পার নাই বলিয়া দুঃখ করিতেছ। অত ভিড়ে কি কাহারও সহিত কেহ কথা বলিতে পারে মা? আমি আমার স্নেহার্দ্র নয়নের স্নিগ্ধ দৃষ্টি দিয়া তোমাদের প্রতিজনের প্রতি তাকাইয়াছি, ইহার অধিক আর কি আমি তোমাদের দিতে পারি মা? অন্তরের অনাবিল অকৃত্রিম স্নেহটুকুই আমার একমাত্র সম্পদ, যাহা বিতরণে বা বর্ষণে আমার এককণা কার্পণ্যও নাই। তবে যে লিখিয়াছ, আমার বড় বড় শিষ্যদের ভিড় ঠেলিয়া কাছে আসিতে সাহস পাও নাই, ইহাতে সত্যই ব্যথা বোধ করিলাম। আমার বড় শিষ্যই বা কে, ছোট শিষ্যই বা কে? সবাই যে আমার নিকটে সমান। কেহ ধনী বলিয়া আমি তাহাকে দামী মনে করি না, কেহ পণ্ডিত বলিয়াও নহে। কেহ উচ্চকুলজাত বলিয়া তাহাকে আমি বড় মনে করি না। কেহ বিপুল কর্ত্তৃত্ব বা ক্ষমতার অধিকারী বলিয়াও তাহাকে আমি বিশেষ ব্যক্তি বলিয়া মনে করি না। কিন্তু কেহ যদি ত্যাগী হয়, সংযমী হয়, পরোপকারী হয়, জনসেবাব্রতী হয়, ভগবদ্ভক্ত হয় এবং দীনজনে করুণাপরায়ণ হয়, তবে আমার নিকটে তাহার মতন দামী মানুষ আর কেহ নাই। নতুবা, মানুষের মধ্যে কেহ বড় বা কেহ ছোট, কেহ সুগণ্য আর কেহ নগণ্য, এই বিচার আমার কাছে প্রশ্রয় পায় না। তবে, অশেষ জনতা হইলে সাময়িক ব্যবস্থায় কেহ কেহ আমার পূর্ব্বসঙ্কল্পিত কাজ-কর্ম্ম সুশৃঙ্খলতার সহিত সুচারু রূপে যাহাতে সুসমাপ্ত হইতে পারে, তজ্জন্য ভিড়-নিয়ন্ত্রণ

সহস্র চেষ্টা ও আচরণ চৌদিকে দেখিতেছ, তাহাতে উদ্বিগ্ন হওয়া তোমার সর্ব্বজীবকুশলকামী মনের এক অপূর্ব্ব সুন্দরতা। কিন্তু সমগ্র জগৎকে কে সংশোধিত করিতে সমর্থ? এই জন্য সর্ব্বপ্রযত্নে নিজের মন হইতে ভেদবুদ্ধি ও দুর্ব্বলতা আগে সমূলে দূর করিতে হয়। তুমি সেই কাজটীতে মন দাও বাবা। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৪)

হরিওঁ

পুপুনকী, মঙ্গলকুটীর
বৃহস্পতিবার, ৯ পৌষ, ১৩৭৬
(২৫-১২-৬৯ ইং)

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার ১লা পৌষের পত্র পাইলাম। পুপুনকী আশ্রমের আমার এক প্রিয় সন্তানের পিতৃবিয়োগ-সংবাদ শুনিয়া বারাণসী হইতে ছুটিয়া আসিয়াছি সদ্যঃপিতৃহীন শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা দিতে। কালই বারাণসী রওনা হইব। বারাণসী হইতে অ্যামবাস্তাডার নিয়া আসিয়াছি, ঐ কারেই বারাণসী ফিরিব। শরীর এখন ভ্রমণের উপযুক্ত নহে। পুপুন্কীর শ্রমদানকালীন। শ্রমে আমরা অত্যন্ত ক্লান্ত। বায়ুপরিবর্ত্তনে রাজগীর যাইব ভাবিতেছিলাম, এমন সময়ে পুপুন্কী আসিতে হইল। আসিয়া ভালই হইয়াছে। এখানে করিবার মত কাজও ছিল। জরুরী কাজটুকু আজ সারিতে পারিলে কাল বেলা দশটায় পুনঃ "কারে" চাপিব।

তোমার পত্র পাইয়া খুবই সুখী হইয়াছি। তিনসুকিয়াতে পাঁচটী দিনই আমার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ছিলে এবং সেই সময়কার ঘটনা ও দৃশ্যগুলি স্মরণে পড়িলে আনন্দে উদ্বেলিত হও, শুনিয়া সুখী হইয়াছি। কিন্তু কাছে কাছে থাকা সত্ত্বেও তুমি আমার সামনে দাঁড়াইয়া একটু কথা বলিতে পার নাই বলিয়া দুঃখ করিতেছ। অত ভিড়ে কি কাহারও সহিত কেহ কথা বলিতে পারে মা? আমি আমার স্নেহার্দ্র নয়নের স্নিগ্ধ দৃষ্টি দিয়া তোমাদের প্রতিজনের প্রতি তাকাইয়াছি, ইহার অধিক আর কি আমি তোমাদের দিতে পারি মা? অন্তরের অনাবিল অকৃত্রিম স্নেহটুকুই আমার একমাত্র সম্পদ, যাহা বিতরণে বা বর্ষণে আমার এককণা কার্পণ্যও নাই। (তবে যে লিখিয়াছ, আমার বড় বড় শিষ্যদের ভিড় ঠেলিয়া কাছে আসিতে সাহস পাও নাই, ইহাতে সত্যই ব্যথা বোধ করিলাম। আমার বড় শিষ্যই বা কে, ছোট শিষ্যই বা কে? সবাই যে আমার নিকটে সমান। কেহ ধনী বলিয়া আমি তাহাকে দামী মনে করি না, কেহ পণ্ডিত বলিয়াও নহে। কেহ উচ্চকুলজাত বলিয়া তাহাকে আমি বড় মনে করি না। কেহ বিপুল কর্ত্তৃত্ব বা ক্ষমতার অধিকারী বলিয়াও তাহাকে আমি বিশেষ ব্যক্তি বলিয়া মনে করি না।) কিন্তু কেহ যদি ত্যাগী হয়, সংযমী হয়, পরোপকারী হয়, জনসেবাব্রতী হয়, ভগবদ্‌ভক্ত হয় এবং দীনজনে করুণাপরায়ণ হয়, তবে আমার নিকটে তাহার মতন দামী মানুষ আর কেহ নাই। নতুবা, মানুষের মধ্যে কেহ বড় বা কেহ ছোট, কেহ সুগণ্য আর কেহ নগণ্য, এই বিচার আমার কাছে প্রশ্রয় পায় না। তবে, অশেষ জনতা হইলে সাময়িক ব্যবস্থায় কেহ কেহ আমার পূর্ব্বসঙ্কল্পিত কাজ-কর্ম্ম সুশৃঙ্খলতার সহিত সুচারু রূপে যাহাতে সুসমাপ্ত হইতে পারে, তজ্জন্য ভিড়-নিয়ন্ত্রণ

বা দর্শনার্থিদের অবাধ আগমন প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করে। ইহা কার্য্য-সৌকর্য্যের জন্যই প্রয়োজন হয়। ইহার সহিত, কে আমার বড় শিষ্য আর কে আমার ছোট শিষ্য, তাহার পার্থক্য-বিচারের কোনও সম্বন্ধ নাই। যাহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে নিরূপিত কাজ করিতে হয় না, নির্দ্দিষ্ট ট্রেণ ধরিতে হয় না, নির্দ্দিষ্ট দিনে সহর ত্যাগ বা সহরে আগমন করিতে হয় না, তাহাদের নিয়া যদি বিপুল জনসমাগম ঘটে, তবে তাঁহাদের ক্ষেত্রে এসব নিয়ন্ত্রণের দরকার পড়ে না। কিন্তু মা, আমাকে যে এক সঙ্গে অনেক কাজ করিতে হয় এবং সবগুলি কাজেরই পরিমাণ বা আয়তন কখনো কখনো কল্পনাতীত বা অভূতপূর্ব্ব ভাবে বিরাট। এজন্যই স্থানে স্থানে তোমাদের এইরূপ মনঃপীড়ার কারণ ঘটে। কিন্তু বিশ্বাস করিও, তোমাদের মনে ব্যথার সঞ্চার করা আমারও কখনো উদ্দেশ্য নহে, ইহাদেরও না। আবার ঐ অঞ্চলে গেলে আমার এই পত্রখানা সহ আমার সহিত দেখা করিও। আমি শতকর্ম্ম ফেলিয়াও তোমার বক্তব্য শুনিব এবং আমার করণীয় করিব।

লিখিয়াছ, তোমাদের একটী গুরুভাই নদীর বাঁধের কাছে খুব সুন্দর একটী পাথরের কালীমূর্ত্তি পাইয়াছে। সে জানিতে চাহিতেছে যে, এই মূর্ত্তিটী সম্পর্কে সে কি করিবে। মা কালীর মন্ত্রে দীক্ষিত কোনও নারী বা পুরুষ যদি এই মূর্ত্তিটী পাইত, তবে সে নিশ্চয়ই আমাকে জিজ্ঞাসা করিত না যে, মূর্ত্তিটি লইয়া সে কি করিবে। সে তাহার অভীষ্টসিদ্ধির সহায়ক এই প্রতীকটী পাইয়া নিশ্চয়ই সাড়ম্বরে, সসমাদরে, সাগ্রহে ও সানন্দে এই মূর্ত্তিটী লইয়া গিয়া গৃহে প্রতিষ্ঠা করিত এবং নিত্যপূজার ব্যবস্থা করিত। কিন্তু তোমার গুরুভ্রাতা প্রণবমন্ত্রে দীক্ষিত। কালী-বিগ্রহ তাহার সাধনপন্থের নিষ্ঠাবর্দ্ধক কোনও প্রেরণাদাতা প্রতীক নহে।

এমতাবস্থায় এই মূর্ত্তি ঘরে আনিয়া প্রতিষ্ঠা করিবার বা পূজা করিবার তাহার কোনও দায়িত্ব নাই। কালীপ্রতিমাকে পূজনেচ্ছু অন্য কেহ তাহার নিকট হইতে ইহা নিয়া পূজার্চ্চনাদি করিতে ইচ্ছুক হইলে সে ইহা তাহাকে দান করিতে পারে। নতুবা হরিওঁ কীর্ত্তন করিতে করিতে ইহা সে ব্রহ্মপুত্র-নীরে বিসর্জ্জন করিতে পারে। অপরের পূজিত দেব-বিগ্রহাদি দেখিলে তাহাকে অসম্মান করিতে যাহাদের আনন্দ হয়, তোমরা তাহা নহ। অপরের পূজিত বিগ্রহকে সম্মান-সহকারে নদীনীরে নিরঞ্জন করিয়া দিলে কোনও প্রত্যবায় নাই।

বনে, প্রান্তরে, পথে, নদীগর্ভে, বালুর চড়ায়, পর্ব্বত-কন্দরে, বৃক্ষ-কোটরে বা জীর্ণ অট্টালিকায় অনেক সময়ই এমন অনেক বিগ্রহ পাওয়া যায়, যাহা এক সময়ে কেহ না কেহ ঈশ্বরপূজা-বুদ্ধিতে অর্চ্চনা করিতেন। বন্যা, ভূকম্প দুর্ভিক্ষ, মহামারী, রাষ্ট্রবিপ্লব, অগ্নিতাণ্ডব প্রভৃতি নানা প্রকারের সামূহিক সঙ্কট কত বংশকে-বংশ একেবারে নির্ব্বংশ করিয়া দিয়াছে। এই সকল দুর্ভাগ্যগ্রস্ত পরিবারগুলির পূজিত প্রস্তর-প্রতিমাগুলি নানা স্থানে নানা ভাবে রহিয়াছে, যাহার কিছু কিছু মৃত্তিকা খনন, বাস্তু-পরিবর্ত্তন, ভগ্নস্তূপ অপসারণ, অরণ্যচ্ছেদন, বালুকা আহরণ, প্রভৃতি কাজের সময়ে পাওয়া গিয়া থাকে। অন্যান্য দেশে এই সকল বস্তু প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ রূপে যাদুঘরে সযত্নে সংরক্ষিত হইয়া থাকে। এই দেশেই দেখি, কেহ একটী কিছু পাইলে "পূজা করিব," "অর্চ্চনা করিব" ইত্যাদি বলিয়া পাগল হইয়া ওঠে। কিন্তু ভাবিবার বিষয় এই যে, স্মরণাতীত কাল হইতে পূজক ও উপাসকদের রুচি অনুযায়ী তত্তৎকালের শিল্পীরা কত কত যে দেবমূর্ত্তি নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহার সীমাসংখ্যা নাই। এখনো ত প্রতি তীর্থস্থানে কত কত শিল্পী কত কত খোদাই

করা মূর্ত্তি বাজারে হাজির করিতেছেন। সবগুলিরই যদি পূজা করিতে হয়, তবে পূজকেরা এক এক জনে কত দেবতার পূজা করিবে ? দেখিতে এক মা-কালীরই মত মূর্ত্তি যে কত ভিন্ন ভিন্ন দেবতার হইতে পারে, তাহা বৌদ্ধপ্রত্নতত্ত্বের অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেই অবাক্ হইয়া যাইবে। আবার, এরূপ কথাও শুনিতে পাই যে, কোনও কোনও মূর্ত্তির পূজা করিয়া কেহ কেহ সবংশে উৎসন্ন হইয়াছে। এই সংবাদের সত্যমিথ্যা যাচাই করার সাধ্য নাই এবং মূর্ত্তিবিশেষের পূজা করিলে ভাল না হইয়া মন্দ কেন হইবে, এই তর্কেও প্রবেশ করার আমার ইচ্ছা নাই। কিন্তু ইহা সত্য যে, পবিত্র অখণ্ড-মন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে শুভদায়ক বা অশুভকারক এই সকল কোনও প্রাপ্ত মূর্ত্তিরই পূজা করিবার প্রয়োজন নাই। আমরা কালাপাহাড় নহি, আমরা কাহারও পূজিত মূর্ত্তির অপমান, অসম্মান, ধ্বংস দেখিতে আনন্দ অনুভব করি না, কিন্তু অখণ্ড-প্রণব-মন্ত্রের মধ্যেই বিশ্বের সকল মন্ত্র, সকল তন্ত্র, সকল বেদ, সকল শাস্ত্র, সকল তত্ত্ব ও সকল সাধনা অশেষে ও নিঃশেষে সম্পুটিত রহিয়াছে বলিয়া একমাত্র প্রণব-বিগ্রহ ব্যতীত পূজার জন্য আমাদের অন্য বিগ্রহের প্রয়োজন অনুভূত হয় না। প্রতিমার পূজকদিগের প্রতি অন্তরের কণামাত্রও বিদ্বেষ না রাখিয়া কথাগুলি তোমরা চিন্তা করিও।

মঙ্গলময় নামের সেবায় দেহ-মন-প্রাণ সমর্পণ কর। নাম পরম-কুশলদাতা, নাম সর্ব্বসৌভাগ্যবিধাতা, নাম সর্ব্বসঙ্কটত্রাতা। নাম ভুলিও না মা, নাম কদাচ ভুলিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৫)

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
৩০শে জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, ১৩৭৯
(১৩ জুন, ১৯৭২)

হরিওঁ

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। তোমার ২রা জুন তারিখের পত্র পাঠ করিয়া যুগপৎ দুঃখিত এবং স্তম্ভিত হইলাম। তুমি একটী নামী মণ্ডলীর সম্পাদক হইয়াছ আর সেই তুমিই নিজ চাকুরীর ক্ষেত্রে এমন এক অপরাধ করিলে, যাহা তুমি অনায়াসে না করিয়া পারিতে। এই অপরাধটীকে ধরিয়া ফেলিয়া যিনি তোমার বিরুদ্ধে ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট নিজ বক্তব্য দাখিল করিলেন, এখন খোঁজ পাইয়াছ যে, সেই অফিসারটী তোমার গুরুভাই। এখন গুরু-ভাইয়ের দাবীতে তুমি তাঁহার কাছে এমন ব্যবহার পাইতে চাহিতেছ, যাহা করা তাঁহার পক্ষে ধর্ম্মসঙ্গত নহে। তোমরা গুরুভাইরা অপরাধ করিবে আর অন্য গুরুভাইরা সেই অপরাধের প্রমাণ লোপের জন্য পরিশ্রম করিয়া নিজেদের কর্ত্তব্যচ্যুতি ঘটাইবেন, এমন অবস্থার আমি কদাচ সমর্থক হইতে পারি না। দেশ ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিকে হাতকড়ি দিয়া বাঁধিয়া নিতে আসিয়া পদস্থ পুলিশ-অফিসার দেখিলেন যে, সেই গৃহে আমার একখানা প্রতিচিত্র মর্য্যাদার সহিত প্রতিষ্ঠিত। জিজ্ঞাসায় জানিলেন, এই অপরাধী ব্যক্তি তাঁর গুরুভাই এবং তৎক্ষণাৎ তিনি অপরাধী গুরুভাইকে শাস্তি হইতে বাঁচাইবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিলেন, এরূপ ঘটনা আমি কয়েকটাই দেখিয়াছি। এই জাতীয় অপরাধীদিগকে ক্ষমা করিতে গিয়া তাহাদের অপরাধ

করিবার আস্পর্দ্ধা আরও বাড়াইয়া দেওয়া হয় মাত্র। ইহাতে অন্য লাভ কিছু হয় না।

তোমার জীবনে থাকিবে ঠকাইবার প্রবৃত্তি আর তুমিই মণ্ডলীর পবিত্র অঙ্গনে সম্পাদক-রূপে বিরাজ করিবে, এমন অন্যায় ক্ষমা আমার নীতিশাস্ত্রে নাই। তুমি অবিলম্বে মণ্ডলীর সম্পাদক-পদ হইতে সরিয়া দাঁড়াও, অন্য সৎলোককে এই স্থানে আসিতে দাও।

কোনো কোনো স্থানে দেখিয়াছি যে, মদ্যপ ব্যক্তিকে বা পরনারীতে আসক্ত পুরুষকে মণ্ডলীর সম্মানাবহ পদে বসান হইয়া থাকে, তাহাদের ধন-গৌরব বা বিদ্যা-বৈভবের দিকে তাকাইয়া। ইহাও অসমীচীন। চরিত্রবান্ সৎলোকই মণ্ডলীর কর্ণধার হইবেন। যাহারা জাল টিকিট ব্যবহার করিয়া রেল-ভ্রমণ করে বা যাহারা জাল্ টিকিট লেফাফায় লাগাইয়া চিঠিপত্র ডাকে দেয়, যাহারা দলিল জাল করিয়া অন্যের সম্পত্তি কাড়িয়া নেয় বা কাড়িয়া নিতে কাহাকেও সাহায্য করে, তাহাদেরও মণ্ডলীর কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির মধ্যে রাখা উচিত নহে।

বিপদে যখন পড়িয়াছ, তখন আশীর্ব্বাদ করি, বিপদ হইতে মুক্ত হও কিন্তু তার চেয়ে বেশী আশীর্ব্বাদ করি এই বলিয়া যে, ভবিষ্যতে যেন তুচ্ছ স্বার্থসিদ্ধির জন্য আর অন্যায়ের পথে প্রধাবিত না হও, শ্রীভগবান্ তোমাকে যেন তেমন রুচি, সামর্থ্য এবং চরিত্রবল প্রদান করেন।

দলে দলে হাজার হাজার লোক আসিয়া আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেছ। তোমাদের যদি মৌলিক নীতিজ্ঞান কিছুমাত্র না থাকে, দীক্ষার ফলে যদি তোমাদের প্রচলিত চরিত্রের কিছুমাত্র উন্নতি না ঘটে, তাহা হইলে কেহ সুন্দর সুন্দর সন্দর্ভ রচনা করিতে পার বলিয়াই, কেহ সুভাষিত-বচনের লহরী ছুটাইতে পার বলিয়াই, কেহ কেহ বা "মন্দির"

ও "মূর্চ্ছনা"র গানগুলি প্রাণোন্মাদক সুরে গাহিতে পার বলিয়াই, তোমাদের জীবনে দীক্ষা সার্থক হইল বলিয়া মনে করিতে পারি না। দীক্ষার পরে সাধন করিবে, সাধনের ফলে মন সরস, সবল, ক্লেদমুক্ত হইবে, সাধনের ফলে পরকে প্রবঞ্চনা করিবার মোহ দূর হইবে, সাধন করিতে করিতে বিশ্বব্যাপী সর্ব্বজনের প্রতি তোমাদের প্রেম প্রসারিত হইবে,—ইহাই কি বাঞ্ছনীয় নহে? দীক্ষার পরে এক একজন বিদ্যা-দিগ্‌গজ এক একটা অখণ্ডমণ্ডলীতে ঢুকিয়া মণ্ডলীর শান্ত পরিবেশকে কূটবুদ্ধির চালে বিনষ্ট করিয়া একটা মণ্ডলীকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দুই তিন চারিটা মণ্ডলীতে পরিণত করিবে,—ইহারই জন্য কি তোমাদিগকে দীক্ষা দিয়াছিলাম? তোমাদিগকে অকাতরে দীক্ষাদানের ফলে আমার মাসিক ডাক-খরচ দিনের পর দিন কেবল বাড়িয়াই চলিয়াছে কিন্তু তোমরা একমাত্র নিজেদের আপদ আর নিজেদের বিপদ ছাড়া অন্য কাহারও জন্য কিছু ভাবিয়াছ কি? শত শত পত্র আমার নিকট আসে। তাহার মধ্যে কয়খানাতে এমন কথা থাকে, যাহা পাঠ করিলে আহ্লাদিত হইয়া গৌরব করিব যে, আমার সন্তানেরা জগদ্বাসীর দুঃখবিদূরণের জন্য সত্যই পাগল হইয়াছে? আমার প্রদত্ত দীক্ষা যদি তোমাকে একটী পূর্ণ মানুষে পরিণত না করিল, যদি এই দীক্ষা লাভের ফলে তুমি রুচিতে, নীতিতে, স্বভাবে ও আচরণে দিনের পর দিন উন্নীত হইতে না থাকিলে, তবে আমারই বা দীক্ষাদানের কোন্ প্রয়োজন ছিল, তোমারই বা দীক্ষা-মণ্ডপে প্রবেশ করিয়া জনতার ভিড় বাড়াইবার কোন্ সার্থকতা ছিল? কিছুকাল যাবৎ লক্ষ্য করিতেছি যে, মণ্ডলীর ভিতরের ঐক্যকে বিনষ্ট করিয়া তোমরা কেহ কেহ পরিবেশকে কলহ-মুখর করিয়া তুলিয়াছ! তোমরা কি জান না যে, এমন সকল স্থান অতঃপর আমার ভ্রমণ তালিকা

করিবার আস্পর্দ্ধা আরও বাড়াইয়া দেওয়া হয় মাত্র। ইহাতে অন্য লাভ কিছু হয় না।

তোমার জীবনে থাকিবে ঠকাইবার প্রবৃত্তি আর তুমিই মণ্ডলীর পবিত্র অঙ্গনে সম্পাদক-রূপে বিরাজ করিবে, এমন অন্যায় ক্ষমা আমার নীতিশাস্ত্রে নাই। তুমি অবিলম্বে মণ্ডলীর সম্পাদক-পদ হইতে সরিয়া দাঁড়াও, অন্য সৎলোককে এই স্থানে আসিতে দাও।

কোনো কোনো স্থানে দেখিয়াছি যে, মদ্যপ ব্যক্তিকে বা পরনারীতে আসক্ত পুরুষকে মণ্ডলীর সম্মানাবহ পদে বসান হইয়া থাকে, তাহাদের ধন-গৌরব বা বিদ্যা-বৈভবের দিকে তাকাইয়া। ইহাও অসমীচীন। চরিত্রবান্ সৎলোকই মণ্ডলীর কর্ণধার হইবেন। যাহারা জাল টিকিট ব্যবহার করিয়া রেল-ভ্রমণ করে বা যাহারা জাল্ টিকিট লেফাফায় লাগাইয়া চিঠিপত্র ডাকে দেয়, যাহারা দলিল জাল করিয়া অন্যের সম্পত্তি কাড়িয়া নেয় বা কাড়িয়া নিতে কাহাকেও সাহায্য করে, তাহাদেরও মণ্ডলীর কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির মধ্যে রাখা উচিত নহে।

বিপদে যখন পড়িয়াছ, তখন আশীর্ব্বাদ করি, বিপদ হইতে মুক্ত হও কিন্তু তার চেয়ে বেশী আশীর্ব্বাদ করি এই বলিয়া যে, ভবিষ্যতে যেন তুচ্ছ স্বার্থসিদ্ধির জন্য আর অন্যায়ের পথে প্রধাবিত না হও, শ্রীভগবান্ তোমাকে যেন তেমন রুচি, সামর্থ্য এবং চরিত্রবল প্রদান করেন।

দলে দলে হাজার হাজার লোক আসিয়া আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেছ। তোমাদের যদি মৌলিক নীতিজ্ঞান কিছুমাত্র না থাকে, দীক্ষার ফলে যদি তোমাদের প্রচলিত চরিত্রের কিছুমাত্র উন্নতি না ঘটে, তাহা হইলে কেহ সুন্দর সুন্দর সন্দর্ভ রচনা করিতে পার বলিয়াই, কেহ সুভাষিত-বচনের লহরী ছুটাইতে পার বলিয়াই, কেহ কেহ বা "মন্দির" ও "মূর্চ্ছনা"র গানগুলি প্রাণোন্মাদক সুরে গাহিতে পার বলিয়াই, দীক্ষা তোমাদের জীবনে দীক্ষা সার্থক হইল বলিয়া মনে করিতে পারি না।

ও "মূর্চ্ছনা"র গানগুলি প্রাণোন্মাদক সুরে গাহিতে পার বলিয়াই, তোমাদের জীবনে দীক্ষা সার্থক হইল বলিয়া মনে করিতে পারি না। দীক্ষার পরে সাধন করিবে, সাধনের ফলে মন সরস, সবল, ক্লেদমুক্ত হইবে, সাধনের ফলে পরকে প্রবঞ্চনা করিবার মোহ দূর হইবে, সাধন করিতে করিতে বিশ্বব্যাপী সর্ব্বজনের প্রতি তোমাদের প্রেম প্রসারিত হইবে,—ইহাই কি বাঞ্ছনীয় নহে? দীক্ষার পরে এক একজন বিদ্যা-দিগ্‌গজ এক একটা অখণ্ডমণ্ডলীতে ঢুকিয়া মণ্ডলীর শান্ত পরিবেশকে কূটবুদ্ধির চালে বিনষ্ট করিয়া একটা মণ্ডলীকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দুই তিন চারিটা মণ্ডলীতে পরিণত করিবে,—ইহারই জন্য কি তোমাদিগকে দীক্ষা দিয়াছিলাম? তোমাদিগকে অকাতরে দীক্ষাদানের ফলে আমার মাসিক ডাক-খরচ দিনের পর দিন কেবল বাড়িয়াই চলিয়াছে কিন্তু তোমরা একমাত্র নিজেদের আপদ আর নিজেদের বিপদ ছাড়া অন্য কাহারও জন্য কিছু ভাবিয়াছ কি? শত শত পত্র আমার নিকট আসে। তাহার মধ্যে কয়খানাতে এমন কথা থাকে, যাহা পাঠ করিলে আহ্লাদিত হইয়া গৌরব করিব যে, আমার সন্তানেরা জগদ্বাসীর দুঃখবিদূরণের জন্য সত্যই পাগল হইয়াছে? আমার প্রদত্ত দীক্ষা যদি তোমাকে একটী পূর্ণ মানুষে পরিণত না করিল, যদি এই দীক্ষা লাভের ফলে তুমি রুচিতে, নীতিতে, স্বভাবে ও আচরণে দিনের পর দিন উন্নীত হইতে না থাকিলে, তবে আমারই বা দীক্ষাদানের কোন্ প্রয়োজন ছিল, তোমারই বা দীক্ষা-মণ্ডপে প্রবেশ করিয়া জনতার ভিড় বাড়াইবার কোন্ সার্থকতা ছিল? কিছুকাল যাবৎ লক্ষ্য করিতেছি যে, মণ্ডলীর ভিতরের ঐক্যকে বিনষ্ট করিয়া তোমরা কেহ কেহ পরিবেশকে কলহ-মুখর করিয়া তুলিয়াছ! তোমরা কি জান না যে, এমন সকল স্থান অতঃপর আমার ভ্রমণ তালিকা

হইতে বঞ্জিত হইয়া যাইতেছে? কূটকৌশলে মণ্ডলীর বর্ষীয়ান্ ও সরলস্বভাব কলহে-রুচিহীন নিরীহ ব্যক্তিদিগকে সরাইয়া দিতে পারিলেই মণ্ডলী দখল করা যায় না, সকলকে প্রভু জানিয়া নিজেকে মণ্ডলীর দাস জ্ঞান করিয়া কাজ করিলে তবেই মণ্ডলীর সেবক হইবার অধিকার জন্মে। মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটী মানুষকে যাহারা সম্মান দিয়া চলিতে শিখিবে না, কেন তাহারা মণ্ডলীর মধ্যে নৈবেদ্যের চূড়ায় চিনির মণ্ডাটীর মত শুধু শোভা বাড়াইবার জন্য আর দাপট খাটাইবার জন্য মণ্ডলীতে থাকিবে? * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৬)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী

৩০ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইয়া আমি স্তম্ভিতও হই নাই, চমৎকৃতও হই নাই। তুমি একটা স্বাভাবিক আবেগে পড়িয়া বারংবার একই ভুল করিতেছ। এই আবেগ জীবমাত্রেরই মধ্যে থাকে কিন্তু আবেগের প্রয়োগের ক্ষেত্রাক্ষেত্র-বিবেচনার প্রয়োজন আছে, কালাকাল দেখিতে হয়। আর একটু বয়স হইলে নিজ পত্নীর সহিত যদ্রূপ ব্যবহার অশোভনীয় নহে, কচি বয়সে তাহাই অন্যের সহিত করিতে গেলে যে ক্ষতি, তাহা কেবল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি দুইটীর নহে, সমগ্র সমাজের। আমরা আমাদের প্রতিটি কৃতকর্ম্ম দ্বারা সমাজকে গড়িতে বা ভাঙ্গিতে চলিয়াছি। আমাদের

প্রতিজনের জাগ্রতের আচরণ ও সুষুপ্তির স্বপ্ন সবই পরোক্ষে সমাজকে হিতমণ্ডিত বা কলুষ-লাঞ্ছিত করিতেছে। এই জন্যই জীবের স্বাভাবিক আবেগকে সংযত করিয়া চলিবার জন্য সমাজহিতৈষী মনীষিগণ নানা বিধি ও নিষেধের গণ্ডী আঁকিয়া দিয়াছেন। সাধারণ মানুষে আর জংলী পশুতে তর্ফাৎ আর কিছুই নাই। মানুষ লোকলজ্জা বলিয়া একটা জিনিষকে দাম দেয় আর শাস্তির ভয় সে রাখে। সকলে মিলিয়া যে কার্য্যকে আপত্তিকর বলিয়া মনে করিতেছেন, তাহার তুমি এই কারণেই প্রকাশ্যে অনুষ্ঠান করিতে পার না বা করিতে যাও না। চক্ষুর লজ্জা আর শাসনের ভয় যদি না থাকিত, তাহা হইলে তুমি কোন্ কুকার্য্যটা অবাধে অক্লেশে না করিতে পারিতে? তোমার অন্তরে বিবেকরূপী যে শাস্তা নিয়ত বাস করিতেছেন, কুকার্য্যে লিপ্ত হইতে হইতে আস্তে আস্তে তোমার কর্ণ তাঁহার বাণীর প্রতি বধির হইয়া যায়। এমতাবস্থায় সমাজের আইন, রাজার দণ্ড, জনগণের ধিক্কারধ্বনি যদি জগতে না থাকিত, তবে ভাবিয়া দেখ, জগৎটার অবস্থা কি হইত! মানুষ শুধু প্রকৃতির নিয়মে চলিতে চাহিলে সে পশুপক্ষীর স্তর ভেদ করিয়া উর্দ্ধে উঠিতে পারিত না। মানুষ কেবল দৈহিক ভাবেই নহে, মনের দিক দিয়াও প্রকৃতিকে জয় করিবার চেষ্টা করিয়াছে এবং এই জয়িষ্ণুতার যাত্রাপথে সে অতীত অভ্যাসের নাকাদড়িকে একেবারে অগ্রাহ্য করিতে পারিয়াছে বলিয়াই "মানুষ" এই নামটার একটা মর্য্যাদা এই জগতে হইয়াছে। তুমিও নিয়ত মনে রাখিতে চেষ্টা কর যে তুমি মানুষ।

তোমার পক্ষে বিবাহ একটা অলভ্য বস্তু নহে এবং ইহার জন্য তোমাকে কাহারও তাঁবেদারীও করিতে হইবে না। আর কয়েক বৎসরের মধ্যেই তুমি শুচিশুদ্ধা পুণ্যস্নাতা এক অনাঘ্রাত-কুসুম-

সমা পবিত্রচরিতা কুমারীকে বিবাহ করিবে। তাহার উপরে তোমার থাকিবে অফুরন্ত অধিকার। কিন্তু তুমি যদি নিজের মনের আবেগ ও ধৈর্য্যের শক্তিকে এখনি অপব্যবহারে ক্ষীণ, দুর্ব্বল ও মলিন করিয়া ফেল, তাহা হইলে সেই দিন তুমি তোমার অক্ষমতা ও অসামর্থ্যের কি কৈফিয়ৎ তাহার নিকটে দিবে ?

কামক্রিয়া ব্যতীত সন্তানের জন্ম এখনো সম্ভব হইয়া ওঠে নাই বলিয়া জগতের প্রত্যেক পিতামাতাকে কামক্রিয়ায় লিপ্ত হইতে হইয়াছে। এই একটী আদিম কারণ বশতঃ জন্মমাত্রই জীবমাত্রে কামের একটী স্বাভাবিক প্রবণতা থাকিয়া যায়। অনুশীলন ও পরিশীলনের দ্বারা ইহা ক্রমশঃ বাড়ে, পরিমার্জ্জন ও দিব্যায়নের দ্বারা ইহা কমে। যাহারা নিজ জীবনে এই স্বাভাবিক কামকে কেবল বাড়িতেই দেয়, তাহারা জামা-জুতায়, নামে ও পরিচ্ছদে মানুষ থাকিলেও কার্য্যতঃ পশুই রহিয়া যায়। যাহারা নিজ জীবনে এই কামকে সংযত করিয়া চলিবার চেষ্টা করে, তাহাদের এমন এক আভ্যন্তর শক্তির নবাবির্ভাব ঘটে যে, তাহারা জীবনের নূতন পথের ইঙ্গিত লাভ করে এবং সেই পথে নিজেদের সর্ব্বশক্তিকে প্রয়োগ করিয়া জগতে ধন্যাতিধন্য সৎকীর্ত্তি অর্জ্জন করে। যে নিজেকে অপব্যয়িত করে নাই, তাহার জন্য এই সৌভাগ্য-স্বর্ণখনির সিংহ-দ্বার চির-উন্মুক্ত রহিয়াছে।

চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে তোমার পিতা বা পিতৃব্যকে তাঁহাদের কৈশোরে যৌবনে যে উপদেশগুলি দিয়াছি, সেই উপদেশ-রাশি বর্ষণের জন্য আকাশের মেঘমালার মতন আমি দেশের পর দেশ ভ্রমিয়া বেড়াইয়াছি, আজ আমি তোমাকেও ঠিক সেই সেই উপদেশই দিতেছি। কিসের লোভে কুকাজ কর ? সুখের লোভে ? সেই সুখ কতটুকু সময় স্থায়ী থাকে ? সেই সুখের দ্বারা তুমি তোমার কুক্রিয়ার সঙ্গীকেও ত সুখী করিতে পার না। যে সুখে নিজেরও সুখ নাই, সঙ্গী-সাথীরও সুখ নাই, তেমন সুখ পাইবার জন্য প্রলুব্ধ হইবে কেন ?

প্রলুব্ধ হইবার কারণ নাই, তবু লোকে প্রলুব্ধ হয় কেবল অভ্যাসের দাসত্ব-হেতু। সৎকাজ হউক, অসৎ কাজ হউক, একই কাজ প্রতিদিন করিলে, দুদিন পরে মানুষ অভ্যাসের দাস হইয়া যায়। একই চিন্তা, একই কাজ প্রতিনিয়ত করিতে থাকিলে মস্তিষ্কের স্নায়ুকেন্দ্রে নূতন নূতন তন্তুর সৃষ্টি হয়, যাহারা অঙ্কুশের মত মানুষকে বারংবার তাড়না দিয়া ঐ একই চিন্তা, ঐ একই কার্য্য বারংবার করিতে বাধ্য করে। বিপরীত চিন্তা ও বিপরীত কর্ম্ম দ্বারা আস্তে আস্তে মস্তিষ্কের স্নায়ুকেন্দ্রের ঐ অবাঞ্ছিত বিবৃদ্ধিকে শাসন করিতে হয়। তবে তোমার নিষ্কৃতি। ক্রীতদাসেরও মুক্তির পথ আছে। * * * ইতি—

দাস হইয়া গিয়াছ বলিয়া হাল ছাড়িয়া দিও না,

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৮৭)

হরিওঁ

পুপুন্‌কী, মঙ্গলকুটীর
১লা আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, ১৩৭৯
(১৫ জুন, '৭৭২)

পরম কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা— , তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

ধ্রুবং প্রেম্না

তুমি ও তোমার পুত্র উপাসনাদি পবিত্র ধার্ম্মিক কর্ত্তব্য এক সঙ্গে কর শুনিয়া বড়ই খুশী হইয়াছি। পতি, পত্নী, পুত্র, কন্যা, বধূ ও জামাতা সকলে একত্র মিলিয়া উপাসনা করিবার অভ্যাস করিলে সমগ্র পরিবারে, সমগ্র বংশে এবং যাবতীয় আত্মীয়-পরিজনদের ভিতরে ঐশী সাধনার দিব্য প্রেরণা এমন অলক্ষ্যে কাজ করিতে সুরু করে যে, সকলের অজ্ঞানিতে সমাজ-মধ্যে একটা বিদ্যুন্ময়ী শক্তির অভ্যুদয় ঘটে। এই সত্যকে অভ্রান্ত জানিয়া যাহারা আমার উপদেশ, নির্দ্দেশ ও আদেশগুলি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়া যাইতেছে, তাহারা সত্যই ভাগ্যবান্ ও ভাগ্যবতী। তাহাদের প্রতি আমার অফুরন্ত স্নেহের অবিরল ধারা নিরন্তর বর্ষিত হইতেছে। তোমাকে ও তোমার পুত্রকে আমি বিশেষ আশীর্ব্বাদ জানাইতেছি।

অনেককেই বলিতে শুনিতেছি,—"আমরা ত দীক্ষা নিলাম কিন্তু ছেলেমেয়েদের স্বাধীনতার উপরে আমরা হাত দিতে চাহি না, তাহারা যেমন খুশী করুক বা চলুক।" ইহার মত সর্ব্বনাশা যুক্তি আর কিছু হইতে পারে না। তুমি যদি জগন্মঙ্গল-মূলক কোনও সাধন পাইয়া থাক, তবে এই সাধনে তোমার পুত্রপৌত্রাদি সকলে দীক্ষিত হইয়া প্রত্যেকে সাধন-নিষ্ঠ হইলে ক্রমান্বয়ে সমগ্র বংশটার মধ্যে নূতন এক অভ্যুন্নতির রূপরেখা ফুটিয়া উঠিবে, এই বংশে জাত ব্যক্তিমাত্রেরই মস্তিষ্কের ভিতরের গঠনে একটা অদৃশ্য ও অসাধারণ রূপান্তর ঘটিবে। অনুশীলন-গত ক্রমাভিব্যক্তির এই একটী স্বাভাবিক নিয়ম ধরিয়াই একদা বনমানুষেরা আমাদের মত মানুষে পরিণত হইয়াছিল। যেই সূত্রটী ধরিয়া তুচ্ছাতিতুচ্ছ কয়েকটা কফের ডেলার মত জীবন্ত জিনিষ হইতে হইতে একেবারে পূর্ণাঙ্গ ও সুসভ্য মানুষে পরিণত হইল, সেই সূত্রটী

ধরিয়াই বংশানুক্রমিক চেষ্টার ফলে বর্ত্তমান যুগের স্বার্থপর ও আত্মপরায়ণ মানুষ কেন দেবমানবে পরিণত হইবে না? এই জন্যই আমি তোমাদের বলি যে, নিজ নিজ পুত্র, কন্যা, পৌত্র, পৌত্রী সকলকে একই সাধনে দীক্ষিত করিয়া তোমাদের সাধনের ধারাকে তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত নয়টী পুরুষ ধরিয়া সন্তানিত করিয়া চল। আমি যুক্তিহীন উপদেশ দেই নাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৮৮)

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্কী আশ্রম
১লা আষাঢ়, ১৩৭৭

হরিওঁ

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

গ্রামের মধ্যে তোমরা ৫০।৬০ জন আমার প্রদত্ত মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছ আর তোমরা সকলেই কুসঙ্গে, কুকর্ম্মে, কুচর্চ্চায় ও কুচিন্তায় ডুবিয়া রহিয়াছ, এই সংবাদ আমার কাছে অতীব আশ্চর্য্য মনে হইতেছে। তবে তোমাদের গ্রামের নিকটবর্ত্তী একটী বিশিষ্ট স্থানে প্রায় হাজার খানিক সমমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও তাহারা যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থ ও প্রতিপত্তির চিন্তায় নিজেদের মধ্যে অকারণ বিরোধ সৃষ্টি করিয়া চারিদিকের বাতাবরণকে দূষিত করিয়া দিতেছে এবং গ্রামের ছেলে তোমরা সহরের সেই আবহাওয়ার আওতায় পড়িয়া গোল্লায় যাইতেছ, ইহা সম্ভব হইতে পারে।

উনত্রিংশতম খণ্ড

মানুষ কেন দেবমানবে পরিণত হইবে না ? এই জন্যই আমি তোমাদের বলি যে, নিজ নিজ পুত্র, কন্যা, পৌত্র, পৌত্রী সকলকে একই সাধনে দীক্ষিত করিয়া তোমাদের সাধনের ধারাকে তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত নয়টী পুরুষ ধরিয়া সন্তানিত করিয়া চল। আমি যুক্তিহীন উপদেশ দেই নাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৮৮)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
১লা আষাঢ়, ১৩৭৯

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

গ্রামের মধ্যে তোমরা ৫০।৬০ জন আমার প্রদত্ত মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছ আর তোমরা সকলেই কুসঙ্গে, কুকর্ম্মে, কুচর্চ্চায় ও কুচিন্তায় ডুবিয়া রহিয়াছ, এই সংবাদ আমার কাছে অতীব আশ্চর্য্য মনে হইতেছে। তবে তোমাদের গ্রামের নিকটবর্ত্তী একটী বিশিষ্ট স্থানে প্রায় হাজার খানিক সমমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও তাহারা যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থ ও প্রতিপত্তির চিন্তায় নিজেদের মধ্যে অকারণ বিরোধ সৃষ্টি করিয়া চারিদিকের বাতাবরণকে দূষিত করিয়া দিতেছে এবং গ্রামের ছেলে তোমরা সহরের সেই আবহাওয়ার আওতায় পড়িয়া গোল্লায় যাইতেছ, ইহা সম্ভব হইতে পারে।

সুতরাং তোমরা সকলে একত্র মিলিত হইয়া প্রতিজ্ঞা কর যে, সহরের গুরুভাইদের ঝগড়া-কলহের, মিথ্যাচরণ ও মিথ্যা-প্রচারের, পারস্পরিক কাদা-ছোড়াছুড়ির অনুকরণ তোমরা কদাচ করিবে না।

তার পরেই তোমরা প্রতিজ্ঞা কর যে, স্ত্রীলোক সম্পর্কে তোমরা কদাচ কোনও হীন কল্পনা করিবে না, জঘন্য আলোচনা করিবে না এবং মাতৃজাতিকে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্বতোভাবে শ্রদ্ধা করিয়া চলিবে।

ব্যাস। ইহার পর প্রত্যেকে নিজ নিজ কৌপীন শক্ত করিয়া আঁট এবং দৃঢ় পণ কর যে, ব্রহ্মচর্য্যকে জীবনে পূর্ণ রূপে প্রতিষ্ঠা করিবেই করিবে। যার যতটুকু ব্রহ্মচর্য্য, সে ততখানি মহৎ। ব্রহ্মচর্য্যে ডালি দিয়া প্রতিভার চাকচিক্য দেখাইলেও সেই প্রতিভা পরিণামে দেশ ও সমাজের মহৎ কুশলে আসিবে না।

ব্রহ্মচর্য্যে দৃঢ়রূপে স্থির হইয়া নিজ নিজ পাঠ্য-পুস্তকে মনোনিবেশ কর। বিদ্যাবিহীন মূর্খেরা পরবর্ত্তী জীবনে অনেক সৌভাগ্যকে করতলগত করিতে গিয়াও হারাইয়া ফেলে। বিদ্যা পরম ধন। ইহা অর্জ্জনে কদাপি আলস্য করিও না। লেখাপড়া-শিখিয়া আর কি হইবে, ঘোড়ার ঘাসই কাটিবে, এই সব কুযুক্তি কেহ কেহ তোমাদিগকে দিতে আসিবে। সরল মনের অকপট হাসিটি হাসিয়া দিয়া তাহাদিগকে সোজাসুজি বলিয়া দিও,—"তোমাদের কুপরামর্শের দ্বারা আমরা পরিচালিত হইব না, আমাদের জীবনের শ্লাঘ্য ও মহনীয় কোনও উদ্দেশ্য আছে। আমরা হুজুগে চলিতে রাজি নহি।" এজন্য উৎপীড়ন সহিতে হয়, তাহাও সহিবে কিন্তু বিদ্যার্জ্জন-চেষ্টা ছাড়িয়া দিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৯)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
সোমবার, ১২ আষাঢ়, ১৩৭৯
(২৬ জুন, ১৯৭২)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

* * *

গরমে কুকুর-বিড়ালগুলির পর্য্যন্ত প্রাণসংশয় অবস্থা হইয়াছে। কাল অতি সুন্দর ও সকলের আদরের পাত্র একটী কুকুর ইহলীলা সাঙ্গ করিল। মৃত্যুর পূর্ব্বদিন সারা দিনমান ও সারারাত্রি সে অচৈতন্য ছিল। বিড়ালের কালো বাচ্চাটারও অবস্থা ভাল দেখিতেছি না। এবারকার খরা সকলের পক্ষেই অতি ভয়ঙ্কর হইয়াছে।

বাঁকুড়ার মজুরেরা মাটি কাটিতেছে, এক এক সপ্তাহে এক এক হাজার টাকা বাহির হইয়া যাইতেছে। যদিও এবার আমি আর সারাদিন কাজ দেখিতে পারিতেছি না। দীর্ঘকালের জন্য রৌদ্রে যাইবার সাহস হইতেছে না অথবা দুচার ঘণ্টার অধিক রৌদ্রে থাকি না, তথাপি বারংবার আসিয়া কাজের জায়গায় দাঁড়াইতে হইতেছে এবং সেই শ্রমটুকুই বর্ত্তমান স্বাস্থ্যের পক্ষে সহনাতীত হইতেছে। যে টাকাগুলি মজুরদের পিছনে লাগিতেছে, সেগুলির যাহাতে অপব্যয় না হয়, তাহার জন্য এই শ্রম করিতে হইতেছে। ত্রিপুরা ও কাছাড়ের কঠোর-শ্রম-সাধ্য বিদ্যুদ্‌গতি ভ্রমণ সারিয়া আসিয়াই কাজে নামিয়াছি এবং ১২২ ডিগ্রি রৌদ্রের উত্তাপে দাঁড়াইয়া কাজ দেখিয়া যাইতেছি। কাজ বন্ধ নাই এবং বন্ধ থাকিবেও না। সাম্প্রতিক ভ্রমণে আমার ও সাধনার শরীর এত

ক্লিষ্ট হইয়াছে যে, দাঁড়াইয়া থাকিলে মনে হয় আর বসিতে পারিব না, বসিয়া কাজ দেখিলে মনে হয় আর দাঁড়াইতে পারিব না, রাত্রে শুইলে মনে হয় আর জাগিব না।—তবু কাজ করিয়াই যাইব।

মঙ্গলকূপটী ১০ ফুটের মত মৃত্তিকার অভ্যন্তরে সিংকিং হইয়া গিয়াছে। অন্য সকাল হইতে পরবর্ত্তী আরও পাঁচ ফুট গাঁথা সুরু করা হইল। বৃষ্টি নামা সুরু করিয়াছে, সুতরাং নব-নির্ম্মিত পাঁচ ফুট মাটিতে বসাইবার চেষ্টা হয় আগামী শীতে, নয় আগামী বসন্তে ধরিতে পারিলে ভাল। কিন্তু শীত ও বসন্ত নানা হৈ-হুল্লোড়ে নানা স্থানে যাপিতে হইবে। ফলে গ্রীষ্মেই হয়ত কাজটা করিতে পারিব। পুপুন্‌কীতে আদি কালের একটা কূপ খনন ও গাঁথুনি শেষ করিতে আমার ছয় বৎসর লাগিয়াছিল। তখন নিজ হাতে কাজ করিতাম। এখনও নিজ হাতে করি, তবে কম করি। এখন অন্য লোকেরাই বেশী খাটে। অল্লায়াসে বা অনায়াসে আমার কোনও কাজই সম্ভব হইতেছে না।

চাটানি ঘাটের চটান পাথরের উপরে মন্দিরের ভিত্তিতলের পাথরগুলি গাঁথা চলিতেছে। অম্বুবাচীতে প্রবল বর্ষণ হওয়াতে সংগৃহীত পাথরের বৌল্‌ডার (চাক্‌)গুলি জলের নীচে চলিয়া গিয়াছিল। কাল ও পরশু তাহা তুলিয়া তুলিয়া গাথুনিতে লাগাইয়া দিয়াছি। আজ হইতে নূতন স্থানে মঙ্গলসাগরের গভীরতা বৃদ্ধির জন্য মৃত্তিকাখনন সুরু করাতে কিছু কিছু নূতন চাক-পাথর বা পাথরের বৌল্‌ডার পাওয়া যাইতেছে। পাঁচ সাত দিন মাটি কাটা চলিলে কতক বৌল্‌ডার জমিয়া যাইবে। তখন চেষ্টা করিব, মন্দিরের ভিতে আরও পাথর গাঁথিতে।

বৃষ্টি আসিয়া যাওয়াতে বাঁকুড়ার লোকগুলি "ঘর যাব, ঘর যাব" করিয়া পাগল হইয়াছে। কত বার যে কত দল আসিল আর কত বার

যে কত দল গেল, বলা মুস্কিল। বার বার যাওয়া আর বার বার আসা কাজের পক্ষে বড় ক্ষতিকর। তবে লোকগুলি সৎ, বিনম্র স্বভাব। এইটুকু এক মস্ত সান্ত্বনা।

এখন আর আগের মতন শ্রম করিতে পারি না বলিয়া আফশোষ করিয়া লাভ নাই। যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে, বিশ্রাম নিব না, ইহা ধ্রুব সত্য। কাজ বাড়িয়া গিয়াছে নানা বিচিত্র রকমের। সবই ত করিতে হইতেছে। মাঠের কাজ তত্ত্বাবধান করার সঙ্গে সঙ্গে হাজার চিঠির জবাব দেওয়া একটা বিশৃঙ্খল অধ্যবসায়।

আমাদের কাছে যাহার যাহা পাওনা আছে, তাহাই আমাদের দিতে হইবে। আমরা দিতেই আসিয়াছি, নিতে আসি নাই। কি-ই বা নিব, কোথায় নিয়া যাইব? দেওয়াটাই বড় কথা। যত পারি, যাহাকে পারি, কেবল দিব আর দিব —আমাদের মনোভঙ্গী, কর্ম্মগতি ও অগ্রগমন এই ভাবেই চলা উচিত। কার কাছে কি চাহিব? কেন চাহিব? একটু আনুগত্য? একটু ভালবাসা? একটু স্নেহকোমল বচন? একটু সদ্বিবেচনা? না, তাহাও আমরা কাহারো নিকটে দাবী করিব না। আমরা যে সকলের কাছে ঋণী! উহারা প্রতিজনে যে উত্তমর্ণ বা পাওনাদার! আমরা যে অধমর্ণ বা দেনদার!

আরও একটা গুরুতর দায় মানুষের কাছে আমাদের রহিয়াছে, তাহা ভালবাসার দায়। আমরা আমাদের অজ্ঞাতসারে মানুষকে ভালবাসি। চরম বিরোধিতা আর পরম শত্রুতা যে করিয়া যাইতেছে, তাহাকেও অকারণে, অহেতুক ভাবে, বিনা যুক্তিতে আমরা ভালবাসিয়া আসিয়াছি। তাহার দুঃখে, বিপদে, সঙ্কটে ও বিপর্য্যয়ে তাহার প্রতি অন্তরের সমবেদনা ও হৃদয়িক সহানুভূতি না দিয়া পারি না। কারণ, ইহা আমাদের স্বভাব,

আমাদের জন্ম-সংস্কার। পশুরূপে আবির্ভূত না হইয়া মানুষরূপে যে আসিয়াছি, তাহারই ইহা অবশ্যম্ভাবী ফল। ইহা সুফল হউক আর কুফল হউক, ইহা মানুষ হইবার অপরিহার্য্য পরিণতি। কেহই ত আর পরবর্ত্তী জন্মে পশু, পক্ষী, কীট বা পতঙ্গ হইয়া জন্ম লভিতে চাহ না। সুতরাং পরম বিরুদ্ধতাকারী অমিত্রকেও ভালবাসিবার স্বভাব বর্জ্জন করিবার শক্তি তোমার কি করিয়া থাকিবে? শত অপরাধ সত্ত্বেও সকলকে ভালবাসিব, তবে না আমি মানুষ। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫০)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্কী আশ্রম
১৬ আষাঢ়, শুক্রবার, ১৩৭৯
(৩০ জুন, ১৯৭২)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পৌত্র শ্রীমান্—আমার নিকট হইতে দীক্ষা নিবার পরে আর মাছ বা মাংস খাইতে চাহিতেছে না বলিয়া মোটেই উদ্বিগ্ন হইও না। যদি প্রচুর দুগ্ধ ও ছানার সুলভ্যতা থাকিত, তবে আমি দেশ-শুদ্ধ সকল লোককেই ডাকিয়া বলিতাম,—খাইও না মাছ, খাইও না মাংস, এই জিনিষগুলিকে খাদ্য-তালিকা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দাও। কিন্তু দেশে দিনের পর দিন শরীর-ধারণোপযোগী পুষ্টিকর সাত্ত্বিক

খাদ্যগুলি দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য হইয়াছে। অতএব, শরীরের বল ও স্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়োজনে যাহার মাছ বা মাংস সেবন প্রয়োজন, তাহাকে তাহা খাইতে আমি বারণ করি নাই ও করি না।

দীক্ষাদান-কালে কাহাকেও আমি আহার্য্য-বিষয়ে কোনও উপদেশ দেই না। তোমাদের একজনকেও এই বিষয়ে কিছু নির্দ্দেশ দেই নাই বা শ্রীমান জ—কেও নহে। তবু তাহার যখন মন হইয়াছে নিরামিষ খাইতে, তখন তাহাকে আপাততঃ নিরামিষ খাইতে দাও। ঝুকাঝুকি করিয়া জোর করিয়া মাছ-মাংস খাওয়াইতে গেলে হয়ত অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটাইয়া বসিবে।

আমাদের খাদ্যের রুচি-অরুচি শরীরের প্রকৃত প্রয়োজনের দিকে তাকাইয়া সৃষ্ট হয় বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। যখন কোনও-রূপ খাদ্যে অরুচি বা অস্পৃহা আসে, বুঝিতে হইবে, ঐ-জাতীয় উপাদান শরীরে বেশী হইয়া গিয়াছে, সুতরাং উহা আহার করা নিষ্প্রয়োজন। ইহা প্রকৃতির একটা সাধারণ ইঙ্গিত। তৃষ্ণা না লাগিলে যেমন আমরা বুঝিতে পারি, শরীরে এখন জলের প্রয়োজন নাই। শরীরের রক্তে অত্যধিক শর্করা জন্মিলে আপনা আপনি অনেকের ভিতরে মিষ্টি জিনিষ দেখিলেই বিবমিষা জন্মে।

একই পরিবারের কিছু লোক আমিষাশী ও কিছু লোক নিরামিষাশী থাকিলে সংসারে খুবই অসুবিধা হয় কিন্তু এতৎসত্ত্বেও হিন্দু-ঘরের বিধবারা স্মরণাতীত কাল হইতেই একই পরিবার-ভুক্ত থাকা সত্ত্বেও নিরামিষাহার করিয়া থাকেন। পৌত্রকে বলিও, সে যেন স্বাস্থ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে। তারপরে কালক্রমে হয়ত সে নিজের প্রয়োজন বুঝিয়া খাদ্যরীতির পরিবর্ত্তন করিয়া তোমাদের সকলের অভিলাষ অনুযায়ী চলিতে পারে।

শ্রীমানের স্বাস্থ্য যদি ক্ষুণ্ন না হয়, তাহা হইলে তাহাকে নিরামিষ খাইতে দাও। স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ন হইলে বিজ্ঞ চিকিৎসকের মতামত লইয়া যখন যাহা প্রয়োজন বলপূর্ব্বক সেবন করাইলেও দোষ হইবে না। চৌদ্দ বছরের ছেলে মাছ-মাংস ছাড়িয়া দিল বলিয়া দুঃখ বা উদ্বেগের কোনও কারণ নাই। নিরামিষ খাইলেই কেহ ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া যায় না, আবার যাহারা গৃহত্যাগী যতি, তাহাদের মধ্যেও সর্ব্বপ্রকার খাদ্য-বিষয়ে নির্ব্বিকার ভাব দেখা যায়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫১)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী
১৬ আষাঢ়, ১৩৭৯

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। * * * আমি চাহি, তোমরা নূতন জীবন লাভ কর। এজন্য পরমেশ্বরের মঙ্গলময় নামকে প্রধান সম্বল বলিয়া জানিবে। প্রত্যেকে সাধ্যমত সাধনশীল হও। কেবল ব্যক্তিগত সাধনার কথাই বলিতেছি না, তোমাদের সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনাটীকে কেহ উপেক্ষা করিও না। এই একটী কাজে যাহাতে কেহ উপেক্ষা না কর, তাহারই জন্য প্রতি পল্লীতে প্রতি পাড়াতে একটী করিয়া অখণ্ডমণ্ডলী স্থাপনের চেষ্টা করিতে নিয়ত তোমাদিগকে বলিয়া যাইতেছি। মণ্ডলী স্থাপন করিয়া একে অন্যের সঙ্গে ঝগড়া করিও

না, এক মণ্ডলী অন্য মণ্ডলীর সহিত বিরোধ করিও না, উপাসনার নিয়ম-প্রণালীর মধ্যে নূতন নূতন বিধি ও প্রথার সংযোগ করিও না এবং বিগ্রহ-পাদমূলে স্বয়মাগত যৎ-সামান্য প্রণামীকেও কেহ নিজের কাজে বা মণ্ডলীর কাজে ব্যয় করিও না।

* * *

তোমাদের ওখানে যে মণ্ডলীটী গঠিত হইয়াছে, তাহা নূতন হইলেও, তোমাদের মধ্যে যদি থাকে ঐক্য এবং নিষ্ঠা, তাহা হইলে তোমরা নিশ্চয়ই জগতে কিছু উল্লেখযোগ্য দান রাখিয়া যাইতে পারিবে। আমাদের প্রতিজনেরই জীবন একটী কাচের গ্লাসের ন্যায় নিতান্ত ক্ষণভঙ্গুর এবং আমাদের আয়ু পদ্মপত্রে জলের মতন কখন পড়ি কখন পড়ি বলিয়া কেবল টলমল করিতেছে। এমতাবস্থায়, ঈশ্বরদত্ত যেটুকু শক্তির স্ফুরণ আমাদের যাহার মধ্যে যাহা হইয়াছে, তাহাকে সদ্ব্যবহারে যদি আমরা আনিতে পারি, তাহা হইলে আমরা চলিয়া গেলেও যাহারা জগদ্বাসীর মঙ্গলের জন্য সুদীর্ঘকাল থাকিয়া যাইবে, তাহাদের কাজের সুবিধাবর্দ্ধক এমন কাজ কিছু হয়ত করিয়া যাইতে পারি, এমন কীর্ত্তি কিছু হয়ত তুমি ও আমি রাখিয়া যাইতে পারি, যাহা দ্বারা বিশ্ব-ভুবনের সামূহিক কুশল হইবে। এযুগে একাকী কোনও বড় কাজ করা যায় না বলিয়াই সঙ্ঘবদ্ধতার প্রয়োজন। তোমাদের মণ্ডলী গঠনের অনুকূলে এইটীই সব চেয়ে বড় যুক্তি।

আর একটী যুক্তিও আছে, যাহা উপেক্ষণীয় নহে। সাধারণতঃ তুমি, আমি বা প্রায় সকলেই থাকি বহির্ম্মুখ মন লইয়া সারাদিন সারা সপ্তাহ নানা বিচিত্র ও স্বতোবিরোধী কাজ লইয়া মত্ত ও প্রমত্ত। কিন্তু মনের একটা বিশ্রামের বা Relaxation এর প্রয়োজন আছে। বহু

জনের মনের সঙ্গে তোমার বা আমার প্রতপ্ত মনটীকে মিলাইয়া একান্ত আত্মস্বার্থপরায়ণ-মনকে বিশ্বতোমুখ করিবার চেষ্টার প্রয়োজন আছে। এই জন্যই সপ্তাহে একদিন সকলে মিলিত হইয়া সমবেত উপাসনার আনন্দময় পরিবেশের ত্রিবেণী-সঙ্গমের পুণ্য-প্রবাহে দেহ-মনঃ-প্রাণ অবগাহিত করাইয়া শান্ত, তৃপ্ত, কৃতার্থ হইবার প্রয়োজন পড়ে। এই জন্যই অখণ্ডমণ্ডলীর এত কৌলীন্য এবং এইখানেই মণ্ডলী-স্থাপনের সার্থকতা। কোনও প্রকার অজুহাতেই তোমরা কেহ কদাচ মণ্ডলীর সহিত নিজেদের যোগাযোগ রক্ষার ব্যাপারে উদাসীন থাকিও না।

ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫২)

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম

১৬ই আষাঢ়, ১৩৭৯

হরিওঁ

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

আজ তোমরা যে সৎকাজটুকু করিবে, কাল তাহার ফল তোমাদের পরবর্ত্তীরা ভোগ করিবে, ইহা বিশ্বাস করিও। কাজের সঙ্গে সঙ্গেই ফল নাও মিলিতে পারে কিন্তু নিষ্কাম চিত্তে পরহিতবুদ্ধিতে যেখানে যতটুকু কাজ যে ভাবেই করিয়া থাক না কেন, উহা কদাচ নিষ্ফল হইবে না।

যেখানে অখণ্ডমণ্ডলী আছে, সেখানে তোমার পক্ষে প্রশস্ত হইবে উহার সহিত যুক্ত হইয়া প্রায় প্রতিটি কল্যাণ-কর্ম্ম করা। মণ্ডলী হইতে দূরে সরিয়া থাকা আর, আপন জনকে পর ভাবা, এক কথা।

মণ্ডলী হইতে দূরে দূরে থাকা আর, পিপাসায় জলপান হইতে বিরত থাকা, এক কথা। তোমরা কেহ মণ্ডলী হইতে দূরে থাকিও না বা মণ্ডলীর ক্ষতিকর কোনও কাজ করিও না। যেখানে মণ্ডলী নাই, সম্ভব হইলে সেখানে মণ্ডলী গড়িয়া লও। সমভাবের ভাবুক জনা কয়েক লোক হইলেই ত মণ্ডলী চলিতে পারে।

জীবনের কর্ত্তব্যকে ব্যক্তি, পরিবার এবং সম্প্রদায়ের গণ্ডীর বাহিরে ছড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিও। কারণ, তুমি কেবল একটী নির্দ্দিষ্ট মানবই নহ, অতীত ও ভবিষ্যতের বিশ্বমানবটীও তোমার ভিতরে রহিয়াছেন।

আমি আজীবন ব্রহ্মচর্য্য প্রচার করিয়াছি। আমি আমরণ পরানিষ্ট হইতে বিরত থাকিবার সঙ্কল্প নিষ্ঠা সহকারে পালন করিয়া আসিতেছি। আমি অজ্ঞানকে জ্ঞান দান ও বুভুক্ষুকে অন্নদানের প্রাণপণ চেষ্টা স্বতঃ পরতঃ প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে নিয়ত করিয়া আসিতেছি। ইহার ফলে আমার নিজের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। তোমরা আমার সন্তানের দল যদি আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে চেষ্টা কর, তাহা হইলে তোমাদের জীবন সার্থক হইবে এবং জগতের মানুষ তোমাদিগকে মাথায় লইয়া নাচিবে। কিন্তু তোমরা যদি কলহ-কচায়নে দিনাতিপাত কর, তবে তোমাদের শক্তির স্ফুরণ হইবে কি করিয়া?

ব্যক্তি শক্তি অর্জ্জন করে শ্রদ্ধার বলে আর নিষ্ঠার দ্বারা। সংঘ-শক্তি অর্জ্জন করে ঐক্য দ্বারা আর নিরন্তর গতিশীলতার ফলে। এই দুইটী কথা প্রত্যেকে স্পষ্টাক্ষরে মনের পরতে ক্ষোদিত করিয়া লও এবং তদনুযায়ী কাজ কর। ঐক্য-সংহারক ব্যক্তিত্বাভিমান বিসর্জ্জন দাও এবং গতিশীলতার হানিজনক অতিকথা আর প্রজল্প পরিত্যাগ কর। নিষ্ঠার হানিকর ও শ্রদ্ধার গভীরতানাশক প্রতিটি কুকথাকে পদাঘাতে

দূর করিয়া দাও। তোমাদিগকে মহাকার্য্য সাধন করিতে হইবে। যাহারা সৎকীর্ত্তি স্থাপন করে, তাহারা দশ দিকে মন দেয় না, কুকথায় কাণ দেয় না, যাকে তাকে প্রাণ বিলাইয়া দেয় না। প্রকৃত লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া তাহারা কাজ করে।

অনেকেই হয়ত অলস হইয়া ঘরের কোণে পড়িয়া ঘুমাইবে, অনেকেই হয়ত কর্ত্তব্যের আহ্বানে সাড়া না দেওয়াটাই একটা বিশেষ চমৎকারিত্ব বলিয়া জ্ঞান করিবে, অনেকেই হয়ত প্রকৃত কাজকে বিলম্বিত ও লগ্নভ্রষ্ট করিয়া দিবার জন্য হয় অকাজ সৃষ্টি করিবে নতুবা বৃথা-বচন-চাতুরী করিয়া করিয়া কাজকে শিথিল-গতি করিতে চাহিবে। কারণ, ইহাও একটা কেরামতি বা বাহাদুরী। কিন্তু তোমরা কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট হইও না, লক্ষ্যচ্যুত হইও না, হাতের কাজ ছাড়িয়া দিও না।

দীর্ঘকাল ধরিয়া যাহারা নিজেদের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে অনুকূল-মনোভাবাপন্ন হইয়া চিন্তা করে নাই, তাহাদের কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা সহজে দৃঢ় হয় না। এই জন্যই আমি তোমাদের প্রতি জনকে যে-কোনও কর্ম্মে আহ্বান করিবার পূর্ব্বে দীর্ঘকাল-প্রসারিণী চিন্তা, আলোচনা এবং অবিরাম অবিশ্রাম কর্ত্তব্য সম্পর্কে ধ্যান জমাইবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। আমার এই প্রয়াস কখনো ব্যর্থ হইতে পারে না। তোমরা আমাতে বিশ্বাস রাখিয়া কাজ কর।

যাহাদের ভিতরে প্রেম আছে, আনুগত্য তাহাদের স্বভাব-সম্পদ। যাহাদের বিশ্বাস আছে, নির্ভর তাহাদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। প্রেম ও বিশ্বাস হইতে বঞ্চিত হইয়া যাহারা তর্কের ধূম্রজালে আকাশ আচ্ছন্ন করিতেছে, তাহাদের বহ্বাস্ফোটনের প্রতি কর্ণপাতও করিও না। সাধন করিয়া প্রকৃত আপন জনকে চিনিয়া লও এবং তাহার হাতে হাত রাখিয়া,

তাহার কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া সংসারের নির্ম্মম সমরাঙ্গণে নির্ভয়ে অবতীর্ণ হও। আমি তোমাদিগকে পথ দেখাইতে আসিয়াছি, ধোঁকা দিতে আসি নাই।

তোমাদের ভিতরে সৎ এবং পবিত্র যাহা-কিছু আছে, তাহাই চুম্বকা-কর্ষণে সহস্র সহস্র মানুষকে সমীপস্থ করিবে। এই পুণ্যধন যাহার যাহা আছে, অনুশীলন করিয়া সে তাহাকে সহস্র গুণে প্রবর্দ্ধিত কর। আমি ইহাই চাহি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৩)

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্কী

হরিওঁ

১৮ আষাঢ়, ১৩৭৯

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

অবসর নাই, তবু পত্র লিখিতে হইতেছে। ত্যাগ ও সংযমের আদর্শ-প্রচার করিবার চেষ্টা নাই অথচ একদল হুজুগনবীশ কর্ম্মীর মানুষের মনে দীক্ষা-মণ্ডপে ঢুকিয়া চ'খ বুজিয়া বসিয়া যাইবার জন্য কেবল প্ররোচনা যোগাইয়া যাইতেছে। "প্ররোচনা" কথাটা ইচ্ছা করিয়াই ব্যবহার করিলাম, "প্রেরণা" বলিলাম না। "প্রেরণা" শব্দটা ব্যবহৃত হয় উন্নত ও মঙ্গলকর প্রয়াসের সম্পর্কে। একদল নিতান্ত অপাত্র অর্থাৎ যাহারা দীক্ষার মতন পবিত্র সৌভাগ্য লাভ করিবার যোগ্য নহে, তাহাদিগকে অপ্রস্তুত অবস্থায় দীক্ষামণ্ডপে বসাইয়া দিলে দীক্ষাদাতা

গুরু যদি আমার মতন সামান্য মানুষ না হইয়া অতীব মহান্ এক ব্যক্তিও হন, তবু তাঁহাকে অপদস্থ হইয়া যাইতে হয়। ইহারা দীক্ষার মণ্ডপটুকু ত্যাগ করিবার আগেই প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া যায় যে, ইহাদের দীক্ষা নিবার সত্যিকার আবশ্যকতা বা মনোভঙ্গিমা কিছুই ছিল না। অতীব সঙ্কীর্ণ একটা চিত্ত লইয়া ইহারা দীক্ষার ঘরে প্রবেশ করে এবং দীক্ষা-মণ্ডপ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাইবার পরেও কোনও উদার মনোভঙ্গী দ্বারা পরিচালিত হয় না। এমন দীক্ষা একটা প্রহসন মাত্র। এই প্রহসন তোমরা অতি দ্রুত বন্ধ করিয়া দাও।

তোমাদের ঐ ক্ষুদ্র বাজারটীতেই ত অসংখ্য লোক দীক্ষা নিয়াছে। কি মহাবস্তু জগতের কল্যাণের জন্য তাহাদের কাছ হইতে পাইয়াছ বল ত! কেহ যদি সৎকার্য্যে ত্যাগ স্বীকারে না আগ্রহী হয়, কেহ যদি ব্যক্তিগত উপাসনায় নিষ্ঠা সহকারে না বসে, কেহ যদি সমবেত উপাসনার আহ্বান পাইয়াও তাহা উপেক্ষা করে বা এড়াইয়া চলে, তবে এমন লোককে গুরুভাই বা গুরুভগিনী রূপে পাইবার ভিতরে তোমাদের লাভটা কি হইল আর লোকসানটা কতখানি হইল, তাহা কি ভাবিয়া দেখিবার প্রয়োজন নাই? অতি ক্ষুদ্র তুচ্ছ লোকেরাও ঐক্য-শক্তির বলে জগতে কত অসাধারণ কৃতিত্বপূর্ণ কাজ করিয়া যাইতেছে। তুমি কি বলিতে পারিবে যে, সেই দৃষ্টান্তকে বাস্তবায়িত করিবার দিকে তোমাদের নজর পড়িয়াছে? তোমাদের মধ্যে যাহারা একটু বিত্তবান্ বা একটু বিদ্বান্, তাহারা জনে জনে এক একটা মত করিয়া নিজেদের মধ্যে কেবল কলহ সৃষ্টি করিতেছে এবং ইহার ফলে অন্তর্বিরোধের ধূম্রজালে চারিদিক আস্তে আস্তে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে। নিরীহ লোকেরা ভাঁওতায় ভুলিয়া কোনও-না-কোনও পক্ষাশ্রয় করিয়া নিত্য

নূতন অশান্তি কুড়াইতেছে এবং তোমাদের সংঘ-শক্তিকে রসাতলে ডুবাইতেছে। দীক্ষা নিতে হইলে ত্যাগের অনুশীলন প্রয়োজন, দীক্ষা নিতে হইলে সংযম-পালনের প্রয়োজন,—একথা, এই দামী কথা, কাহাকেও কখনো বল নাই বলিয়াই না আজ তোমাদের প্রায় প্রতিস্থানে সাংঘিক প্রয়াসে এত বিফলতা! তোমাদের মধ্যে যাহারা বুদ্ধিমান্, তাহারা এসব কলহে না গিয়া কৌশলে কেবল ফন্দী খুঁজিতেছে যে, দলে দলে যে নবদীক্ষিতেরা গুরুভাই গুরুভগিনী রূপে আসিয়া দূর-দূরান্তর হইতে একত্র হইল, ইহাদের গাঁটের কড়ি কোন্ কৌশলে, কোন্ চাতুরীর বলে খসাইয়া নিজের পকেটে ভর্ত্তি করা যায়। অবস্থা যে এতটা গুরুতর হইলে হইতে পারে, তাহা আমার আগে ভাবা উচিত ছিল কিন্তু ভাবিতে পারি নাই। যেখানে গিয়াছি, খোলা চোখেই সব দেখিয়াছি। তোমাদের কাহারও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আচরণে ত্রুটি দেখিলে ব্যাখ্যা করিতে বসি নাই যে, ইহা এক দৃঢ়মূল বিষবৃক্ষের সুদূরবর্ত্তী একটা ক্ষুদ্র শিকড়। তোমাদের কোনও ক্ষুদ্র ত্রুটি দেখিলে ভাবিয়াছি, ইহা এক উপেক্ষণীয় অনবধানতা মাত্র, মজ্জাগত কোনও দোষের সূক্ষ্ম একটা বহির্লক্ষণ নহে। কিন্তু এখন দেখিতেছি, শত সহস্র লোককে দীক্ষাদান করিয়া আপন করিবার এই প্রকল্পের ভিতরে লাভ-লোভীরা কীটের বাসা তৈরী করিয়া রাখিয়াছে, যাহার বিরুদ্ধে লোকমত জাগ্রত হইয়া উদ্ধত স্বরে জিজ্ঞাসা সুরু করিয়াছে,—"ইহাই কি দীক্ষার পরিণাম?"

আমি আর লাভ-শিকারীদের বাসা বাড়িতে দিব না। আমি আর এভাবে হাজার হাজার লোককে দীক্ষা দিব না। তোমাদের যে সব প্রচারণার ফলে আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও দলে দলে লোক দীক্ষার ঘরে ঢোকে এবং আমাকে নির্ম্মম ভাবে যষ্টিচালনা করিয়া দীক্ষার্থীর ভিড়

কমাইবার অশালীন চেষ্টা করিতে হয়, সেই সকল প্রচারণা যে কি, আমি তাহা এখনো জানিতে পারি নাই, কিন্তু সেই সকল প্রচারণা তোমাদের একেবারে শুদ্ধ করিয়া দিতে হইবে। বলিতে হইবে, সিদ্ধ গুরুর কাছে দীক্ষা নিতে হইলে ত্যাগ-স্বীকার করিতে হয়, সংযম-পালন করিতে হয়।

কিছুকাল ধরিয়াই একটা লোক-গুঞ্জন কাণে আসিয়া পৌছিতেছিল যে, বিভিন্ন উৎসবাদিতে যাহারা নেতাগিরি বা মোড়লী করে, বিভিন্ন দীক্ষামণ্ডপে ঢুকিয়া যাহারা নিজেদের পরিচয়-পরিধি বাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করে, তাহাদের মধ্যে অনেকের আন্তরিক অভিসন্ধি নাকি ভালো নহে। এখন ইহা এক আন্দোলনের রূপ ধরিতে চলিয়াছে। তোমরা প্রতি জনে যদি এখনি সাবধান হইয়া গিয়া ইহার সমূল প্রতীকারে ব্রতী না হও, তাহা হইলে অচিরকাল মধ্যেই এক গুরুতর অনর্থ তোমাদের বিরুদ্ধে ঘটিয়া যাইবে, ইহা সুনিশ্চিত। আমার সততা-বর্জ্জিত একদল শিষ্যরূপ পাণ্ডাদের আচরণে যে জীবে জীবে প্রেম বিলাইতে গিয়াও শেষ পর্য্যন্ত আমি দক্ষযজ্ঞের হোতা হইয়া পড়িব, এরূপ কল্পনাও আমি কখনো করি নাই। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫৪)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী
১৯ আষাঢ়, সোমবার, ১৩৭৯
(৩রা জুলাই, ১৯৭২)

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। "ভগবানের নামে যেন মন লগ্ন রাখিতে পারি",—এই প্রার্থনা অতীব উত্তম। "আমার যেন অহংকার না আসে",—এই প্রার্থনা আরও উত্তম। কারণ অহংকার না থাকিলে নামে মন অধিকতর লগ্ন হয়। "সংসারের সহস্র কাজে ব্যস্ত থাকিয়াও যেন ভগবানকে না ভুলি",—এই প্রার্থনা আরও সুন্দর। কারণ, সংসারকে যোগ্য সেবা না দিলে তোমার পার্থিব অস্তিত্ব রক্ষাই কঠিন হইয়া পড়ে।

তোমার তিনটী প্রার্থনাই পূর্ণ হইবে। তুমি নির্ভয়ে পথ চল মা। নামে, প্রেমে, কর্ত্তব্য পালনে, সর্ব্বজনে উৎসাহ-সঞ্চারণে তুমি অদ্বিতীয়া হও। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫৫)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
১৯ আষাঢ়, ১৩৭৯

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। সর্ব্বভূতে স্বকীয় গুরুদেবকে দর্শন এক সুমহৎ পুণ্যের লক্ষণ। তুমি কিছু কিছু বস্তুতে বা কোনো কোনো ব্যক্তিতে তোমার শ্রীগুরুদেবের পবিত্র মূরতি লক্ষ্য করিতে পারিতেছ জানিয়া আনন্দিত হইয়াছি। কিন্তু এইখানে মাত্র সুরু। তোমার পুণ্য যাত্রার শেষ হইবে সর্ব্বভূতে সদ্‌গুরুর দর্শনে এবং সর্ব্ব

ব্যাপারে তাঁহার পরম মধুর স্পর্শসুখ আস্বাদনে। পরমকল্যাণময় নাম অবিরাম ভক্তিভরে, প্রেমভরে, শ্রদ্ধা সহকারে এবং নিষ্ঠাপূর্ব্বক জপিয়া যাইতে থাক। কোনও অবস্থাতেই ইহাতে বিরাম দিও না। দেখিও, নামে কত সুখ, কত আনন্দ, কত তৃপ্তি, কত শান্তি। নাম প্রেম দিবে, দিবে দিব্য দৃষ্টি।

চতুরতা দিয়া জগতে কেহ কাহাকেও আপন করিতে পারে না, পারে সেবা দিয়া। সেবাও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না, প্রেম ছাড়া। এই প্রেমকে জাগ্রত করিতে পারিবে, যদি, অবিরাম নামের সেবা করিয়া তাঁহাকে জাগাইতে পার, যিনি তোমার অন্তরের ভিতরে সুপ্ত অবস্থায় রহিয়াছেন বলিয়া নিজেকে নিজে চিনিতে, জানিতে, বুঝিতে পারিতেছ না। এ কার্য্য অসম্ভব কিছু নহে, তোমার পক্ষে ইহা অতীব সহজ। কেবল নাম করিয়া যাও আর নাম করিয়া যাও। নিরলস উদ্যমে নাম করিতেই থাকো।

প্রত্যেকে তোমরা নামের সেবায় অবহিত হও। একে অন্যকে নাম-সেবার অনুশীলনে উৎসাহ দাও। ক্ষণভঙ্গুর এই মনুষ্য-জীবনকে অনন্ত অপরিমেয় অচিন্ত্য পরমেশ্বরের সহিত যুক্ত করিয়া ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান-ব্যাপী হইবার উপায় হইতেছে নিয়ত নাম-স্মরণ, নাম-মনন, নামে নিদিধ্যাসন।

পরমেশ্বরের যাহা নাম, তোমারও প্রকৃত নাম তাহাই। পরমেশ্বরের যাহা স্বরূপ, তোমারও প্রকৃত স্বরূপ তাহাই। তিনি যেমন সর্ব্বভূতব্যাপী, তুমিও তদ্রূপ সর্ব্বভূতব্যাপী। তিনি যেমন অনন্ত-কাল-প্রসারিত, তুমিও ঠিক তাহাই। নাম করিতে করিতে তাহা বিনা প্রয়াসে তোমার উপলব্ধ হইবে। তখন পরমা প্রশান্তি তোমার করতলগতা হইবে। নিজে নামে উৎসাহিত হও, সকলকে নামে উৎসাহিত কর।

আমার প্রতি যাহাদের প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা আসে নাই, তাহারা আমার পরিকল্পিত অখণ্ড-মণ্ডলীকে আমারই সংঘময়ী মূর্ত্তি বিবেচনা করিয়া তাহার প্রতিও প্রেমভাব-সম্পন্ন হইবে, ইহা অনুমান করা মূঢ়তা। আমাকে কেহ ভালবাসুক বা ভালবাসিবার চেষ্টা করুক, এমন কামনা বা কল্পনা আমার রাখা উচিত নহে, তজ্জন্য কোনও কৃত্রিম চেষ্টা বা কৌশল অবলম্বন করাও আমি পাপ মনে করি। তুমি তোমাদের স্থানীয় গুরু-ভাইবোনদের স্থানীয় মণ্ডলীর প্রতি যে উদাসীন ভাব দেখিতেছ, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে আমার প্রতি ইহাদের ভালবাসার অভাবকেই সূচিত করিতেছে এবং ভালবাসার অভাব হইতেই ইহা জন্মলাভ করিয়াছে। সুতরাং একদা এক ভাবী কালে, যখন আমার এই ক্ষণভঙ্গুর শরীর এই ধূলার ধরণীতে আর থাকিবে না, তখন ইহারা মণ্ডলীর প্রতি প্রেমভাব-সম্পন্ন হইয়া নিজেদের ও জগতের কুশল আহরণে চেষ্টিত হইবে, এই আশাটুকু অফুরন্ত ভাবে করিবারই মাত্র আমার অধিকার রহিল। আমি ভাবী কালের জন্য আমার প্রত্যাশাকে আপাতত শিকায় তুলিয়া রাখিলাম। দেখি, চতুর্দ্দিকের নানা ঘটনার তরঙ্গ-তাড়নে আপনা আপনি কোথায় কি ঘটিতে পারে। কিন্তু আমার সুনির্দ্দিষ্ট অভিমত এই যে, যতদিন তোমরা তোমাদের মণ্ডলীকে শ্রীগুরু-বিগ্রহের সহিত অভিন্ন না ভাবিতে পারিবে, যতদিন তোমরা মণ্ডলীর প্রতি অন্তরের অকপট আকর্ষণ না অনুভব করিবে, যতদিন তোমরা মণ্ডলীর কাজে সম্প্রীতি ও ঐক্যের অনুশীলন না করিতে পারিবে, যতদিন তোমরা মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত বিনীত, বিশ্বস্ত ও সেবাবুদ্ধিসম্পন্ন ভাইবোনদিগকে প্রাণের অধিক বলিয়া বিবেচনা না করিতে পারিবে, ততদিন তোমাদের প্রকৃত শক্তির কদাচ উন্মেষ ঘটিবে না। সাময়িক হৈ চৈ আর ক্ষণিকের হুল্লোড়ে কদাচ সুপ্ত

শক্তির জাগরণ ঘটে না। তোমরা প্রতিজনে অমিত শক্তির আধার
কিন্তু তোমাদের অন্তরে প্রকৃত অনুরাগ নাই বলিয়া অশক্ত দুর্ব্বলের মতন
কেবল অকরণীয় করিতেছ, অভাবনীয় ভাবিতেছ, অকথনীয় কহিতেছ,
যাহার সুফল বিন্দুমাত্রও নাই, যাহার কুফল মনস্তাপকর। * * *
নিজের অহংকে নির্ম্মম ভাবে বলি দিতে যদি না পার, তবু অবিরাম
অবিশ্রাম নামে লগ্ন থাক। ইহার ফলে প্রেম আসিবে এবং নিখিল
বিশ্ব মধুময় হইবে। হিংসা দ্বারা নহে, বিদ্বেষের দ্বারা নহে, প্রতিশোধ-
পরায়ণ পরুষ পুরুষকার নহে। প্রেমময় প্রাণ, প্রেমময় মন, স্নেহময়
হৃদয়, সহানুভূতিশীল মনোবৃত্তি এবং পরার্থে আত্মাহুতির স্বভাব-সঞ্জাত
অনুরাগ তোমার অন্তরের পাষাণ ভেদিয়া সুধার প্রস্রবণ খুলিয়া দিবে।
কর্ত্তব্যে কঠোর হইয়াও চিত্তবৃত্তিতে কোমল, পেলব, স্নিগ্ধ হও ;—এবং
তাহার একমাত্র উপায় পরমমঙ্গলময় নামের আশ্রয়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫৬)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্কী
১৯ আষাঢ়, ১৩৭৯

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

অখণ্ডমণ্ডলীর প্রধান, প্রাথমিক এবং প্রকৃত কর্ত্তব্য সপ্তাহে একদিন
সকলে মিলিয়া সমবেত উপাসনা করা। অন্য অন্য নানা রকমের কর্ম্মের

দায়িত্ব সংগ্রহ করিয়া তারপরে যদি সেই সকল কাজের জটিলতা-নিবন্ধন
এই আসল কাজটাই বন্ধ হইয়া যায়, তবে মণ্ডলী গড়া তোমাদের পণ্ড-
শ্রমই হইয়াছে। কে তোমাদের বলিয়াছিল যে, ওখানে তোমাদিগকে
একটা প্রতিষ্ঠান গড়িতে মাথার দিব্যি দিতেছি? আসল কাজে
অবহেলার দরুণ ভারতের সবগুলি মণ্ডলীর চেয়ে তোমরা সর্ব্ববিষয়ে
পিছনে পড়িয়া রহিয়াছ। বিদ্যালয় ফিদ্যালয় ছাড়িয়া দাও। যাহারা
আমার অনুগত কর্ম্মী আছ, তাহারা সব ছাড়িয়া ছুড়িয়া, ঝগড়া-কলহের
সকল সংস্পর্শ ও সম্ভাবনা ত্যাগ করিয়া একমাত্র সমবেত উপাসনা ও
আনুষঙ্গিক অন্য কর্ত্তব্যগুলিতে মনঃপ্রাণ সমর্পণ কর। বিদ্যালয়ের
কর্ত্তাগিরি বা আত্মীয়-পরিজনের চাকুরী বজায় রাখা যাহাদের অভিপ্রায়,
তাহাদের কাছ হইতে দূরে সরিয়া আইস। বিদ্যালয় তোমাদের হস্তচ্যুত
হইলে সে ক্ষতি হইবে না, মণ্ডলী হইতে তোমরা চ্যুত হইলে তোমাদের
যে ক্ষতি হইয়া যাইবে। তোমরা এই মূল্যবান্ কথাটা কখনই বুঝিবার
চেষ্টা কর নাই। এই জন্যই যতবার তোমাদের সহরটায় গিয়াছি,
একবারও তোমাদের কাহারও প্রাণের স্পর্শ অনুভব করিতে পারি নাই।
সর্ব্বপ্রাণীর প্রাণ পরমেশ্বরের নামে তোমরা একত্র হইতে এত দিনেও
শিখিলে না, মিলিত হইবার চেষ্টা করিলে ইহার তুলনায় অবান্তর কর্ম্ম
লইয়া এবং সে কাজেও বহুজনের মতকে সম্মান দিতে অনিচ্ছুক হইয়া
তোমরা পরস্পরের সহিত অমার্জ্জনীয় রূঢ়তা প্রদর্শন করিতে লাগিলে,
বল তোমাদের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কি দাঁড়ায়? আমি বারংবার
তোমাদের মধ্যে ছুটিয়া যাইবার জন্য উৎকণ্ঠা বা আগ্রহ অনুভব করিব?
না, কি, আমি গেলে তোমরা সত্য সত্যই খুশী হইবে? আমাকে
খুশী করিবার চেষ্টা ত তোমরা একবারও কর নাই।

জনসেবার বাহ্য অভিনয় ছাড়, নামসেবার অভিনয়-বর্জ্জিত অন্তরঙ্গ আনুগত্য অর্জ্জন কর। স্থূল গোল্লায় গেলে গোল্লায়ই যাউক, নাম-সেবার মধ্য দিয়া ও নাম-সেবার জন্য মিলিত হইলে তোমাদের প্রাণে সেই সুবিমল শান্তি আসিবে, যাহা থাকিলে কাজ না করিয়াও শুধু ইচ্ছাশক্তিতে আর প্রেমের বলে জগজ্জনের জন্মজোড়া সেবা করা সম্ভব হয়। * * *

ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৭)

হরিওঁ

পুপুন্‌কী, মঙ্গলকুটীর
২রা শ্রাবণ, মঙ্গলবার, ১৩৭৯
(১৮ জুলাই, ১৯৭২)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইয়া খুবই খুশী হইলাম। কল্যাণপুরে আঞ্চলিক প্রতিনিধি-সম্মেলনের অনুষ্ঠান হওয়াতে নিকটবর্ত্তী তিন চারিখানা গ্রামে আধ্যাত্মিকতার প্রেরণা সঞ্চারিত হইয়াছে এবং তোমাদের গ্রামে ও অন্যান্য স্থানে তোমার গুরুভ্রাতাভগিনী ও জনসাধারণের মধ্যে সমবেত উপাসনার প্রতি আগ্রহ-দৃষ্টি পড়িয়াছে জানিয়া আমার খুশীর অন্ত নাই। মিলনের সুখ, মিলনের তৃপ্তি, মিলনের আনন্দ তোমাদের সমগ্র জীবনকে সিক্ত-পরিষিক্ত করুক। দূরে দূরে সরিয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া আত্মকেন্দ্রিক দাম্ভিক জীবন যাপন করিবার ভিতরে সুখ কোথায়? সবাইকে ডাকিয়া

আনিয়া একত্র কর, মিলিত কর, একই পরমকল্যাণময় উদ্দেশ্যে সকলের মনঃপ্রাণকে একমুখ ও একাগ্র কর।

সংযম-পালনের কথা লিখিয়াছ। সংযম-পালন কঠিন হইতে পারে কিন্তু ইহা অসাধ্য কোনও কাজ নহে। পতি ও পত্নীর মধ্যে একটু সত্যিকার understanding বা মন-জানাজানি হইয়া গেলে একে অপরের সংযমের দুর্ভেদ্য দুর্গ হইয়া দাঁড়াইতে পারে। পারিবারিক জীবনে তোমরা যাহা যাহা কর, তাহার অধিকাংশই ত কেবল অভ্যাসের দাসত্ব। একের প্রতি অপরের প্রবলা প্রীতি বৎসরে কয়বার তোমাদের ভিতরে দৈহিক পরিণতি পায়? দেহটাকে লাগাম-ছাড়া অবস্থায় চলিতে দিয়াই ত বাবা এমন দুরবস্থার সৃষ্টি করিয়াছ, যাহার দরুণ, অন্তরে প্রবল আকর্ষণ নাই, তথাপি একটী দেহ অপর দেহটীর সন্নিহিত হইতেছে এবং ক্ষণকাল পরে মন অনুতাপে দগ্ধ হইতেছে এই কথা ভাবিয়া যে, ইহার কোনও আবশ্যকতাই এই সময়টাতে ছিল না। অভ্যাসের দাসত্ব ঘুচাও সঙ্কল্পের বলে আর, সঙ্কল্পকে দৃঢ় কর ভগবন্নামের মহিমায়। একাজ শক্ত কিন্তু অসাধ্য নহে। আজ যাহার দাসত্ব করিতেছ, কাল তুমি তাহার প্রভু হইবে। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৮)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী
৪ঠা শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৭৯
(২০ জুলাই, ১৯৭২)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। * * * কেহ যদি আমার নিকটে আসিয়া বলে,—"আমি

অমুক দেবতার প্রতি অনুরক্ত এবং আমি অমুক মূর্ত্তি পূজা করিতে চাহি, দীক্ষা দিন", তাহা হইলে আমি তাহাকে দীক্ষা না দিয়া সরল মনে বলিয়া দেই যে, দীক্ষা আমার নিকটে হইবে না, যিনি ঐ মন্ত্রের বা দেবতার সাধক, তাঁহার নিকটে যাও, তিনি যেই উপদেশ দেন, তাহা নিষ্ঠার সহিত পালন কর, তাহাতেই তোমার কুশল হইবে। আমি নিজে একমাত্র ওঙ্কার-মন্ত্র ব্যতীত অন্য কোনও মন্ত্রের সাধন করি না বলিয়া অন্য কোন মন্ত্রে দীক্ষাও দেই না। আমার নিকটে যাহারা দীক্ষিত, তাহাদের পূর্ব্ব রুচি যাহাই থাকিয়া থাকুক না কেন, উপদিষ্ট সাধন করিতে করিতে এক সময়ে সে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার এবং ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রের অর্চ্চনার ও সাধনার দায় হইতে মুক্ত হইবেই হইবে, ইহা অবশ্যম্ভাবী।

একটা বিষয় লক্ষ্য করিও যে, আমার নিকটে দীক্ষা নিবার জন্য পৃথিবীর একজনকেও গায়ে পড়িয়া আহ্বান করি না। যে এখানে আসিতেছে, নিজের গরজেই আসিতেছে। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন দেবতার পূজা করিবে কিনা, ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রের সাধন চালাইবে কিনা, এই বিষয়ে নিজের মামলার ফয়সলা আগে হইতে নিজেই করিয়া তবে ত দীক্ষার ঘরে প্রবেশ করা উচিত।

তোমার সহধর্ম্মিণী তাহা করেন নাই। ফলে তাঁহার বদ্ধমূল পূর্ব্ব-সংস্কার তাঁহাকে দিয়া স্বপ্ন দেখাইতেছে, মৃত্তিকার নিম্নে শিলা-মূর্ত্তির সন্ধান দেওয়াইতেছে, কাহারও কাহারও স্কন্ধে কোনও দেবতা বা উপদেবতা ভর করিতেছেন ইত্যাদি নানা প্রকার বিচিত্র ব্যাপারের অবতারণা ঘটিতেছে। স্ত্রীলোক মাত্রই দুর্ব্বল নহে, তবে কোনও কোনও স্ত্রীলোক দুর্ব্বল। পুরুষ মাত্রই সবল নহে, তবে কোনও কোনও পুরুষ

সবল। প্রকৃত সবলেরা প্রাণান্ত যত্নে গুরূপদিষ্ট পথে দ্বিধাহীন চিত্তে চলিতে থাকে, দুর্ব্বলেরা আসল উপদেশ ভুলিয়া গিয়া নামে মাত্রই শিষ্য থাকিয়া যায় এবং দীক্ষালাভের পরেও নিজের সংস্কার অনুযায়ী স্বপ্নের শাসনে বা কল্পনার নির্দ্দেশে চলিতে থাকে।

এইরূপ ক্ষেত্রে আমি আমার শিষ্যদের প্রতি ক্ষমাশীল। এই দুর্ব্বলতার জন্য আমি কাহাকেও শাসনও করি না, কাহারও প্রতি রুষ্টও হই না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, একদা ইহাদের পূর্ব্ব সংস্কার ঘুচিবে এবং তাহারা যাহা হইবার, তাহাই ঠিক ঠিক হইবে।

এইরূপ কত কত জন যে কত সময়ে কত মূর্ত্তি, কত ছবি, কত দেবতা আমার হাতে সমর্পণ করিয়া দিয়া নিজেকে নিষ্কৃতি দিয়াছে, তাহার সীমাও নাই, সংখ্যাও নাই। জাগ্রত অবস্থায় স্বচক্ষে এসব দেখিয়াছি, দেখিতেছি, আরও কত দেখিব। সুতরাং আমার আচরণে, বাক্যে বা চিন্তায় ত অসহিষ্ণুতা থাকিতে পারে না বাবা। আমার বিশ্বাস সত্যই অতীব দৃঢ়।

এই বিশ্বাস আমার এত দৃঢ় যে, কেহ আমার অভিপ্রায়-অনুযায়ী চলিতে পারিল না বা চাহিল না বলিয়া তাহার প্রতি আমার স্নেহভাব এক কণাও ম্লান হয় না। তবে এমন ব্যক্তিকে অখণ্ডমণ্ডলীর সভাপতি, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ প্রভৃতি হইতে দিতে আমার নিষেধ আছে। ব্যাস, এই পর্য্যন্তই।

তোমার স্ত্রী নিজ সংস্কার-অনুযায়ী যাহা যাহা করিতেছেন, তাহা নিয়া তোমার নিজ মনে দ্বন্দ্ব আর আশঙ্কার জড় ছড়াইতে বা জট পাকাইতে দিও না। তুমি তোমার নিজ সাধনে অবিচল থাক এবং তাঁহাকে তাঁহার রুচি-অনুযায়ী চলিতে দাও। গুরূপদিষ্ট প্রণালীতে না

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

হইলেও, তিনি যখন যাহা করিতেছেন, তোমার পত্র হইতে মনে হইল যে, তাহা পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যেই । সুতরাং তাঁহাকে এখন তোমার সহিয়া যাইতে হইবে।

আশীর্ব্বাদ করি, জগতে যে যেই ভাবে আছে, সেই ভাব হইতেই সে পরমেশ্বরকে লাভ করুক। এইটুকুই আসল কথা। কে কেমন সেতু বা সাঁকো দিয়া দুস্তর সাগর পার হইল, তাহা বড় কথা নহে,—পার যে হইল; ইহাই সব চেয়ে দামী কথা। জগতে একজনও যদি আমার শিষ্য না থাকে বা আমার একটী শিষ্যও যদি আমার অভিপ্রেতকে অনুসরণ না করে, তথাপি আমার উদ্বিগ্ন হইবার কারণ নাই, যদি তাহারা যে-কোনও মতে বা যে-কোনও প্রকারে উত্তাল-তরঙ্গ-সঙ্কুল ভবার্ণব নির্ব্বিঘ্নে পার হইতে পারে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫১)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী

৪ঠা শ্রাবণ, ১৩৭৯

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

অদ্য আর এক স্থানের আর একজনকে পত্র লিখিতে বসিয়া তোমার একটী গুরুতর সমস্যার কথা মনে পড়িল। তাই, লেখনী ধরিলাম।

এমন একজন মহদ্ব্যক্তি তোমাকে নিয়া আমার কাছে আসিলেন যে, তোমাকে আমার দীক্ষাদান করিতেই হইল। আর, তুমিও আমাকে দেখিয়া এত আকৃষ্ট হইলে যে, তোমাকে দীক্ষা-দান না করিয়া পারিলামও না। কিন্তু তোমার সুদৃঢ় পূর্ব্বসংস্কার ছিল, যাহা তোমাকে কিছু কিছু প্রচলিত দেবদেবীর চরণে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল। বিশেষ করিয়া আবার ঐ ঐ দেবতার অর্চনার বাৎসরিক নির্দ্দিষ্ট তারিখে চিরকাল তোমার ঘরে সমাজের ও প্রতিবেশীদের অনেক লোককে নিয়া জাঁকজমক করিয়া এক একটী উৎসব দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে। ধর্ম্মানুষ্ঠান যখন একক সাধনার ব্যাপার হয় বা মাত্র গুটিকতক লোকের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়, তখন সমাজ বা প্রতিবেশীর ভাবনা ভাবিতে হয় না। কিন্তু তাহা না হইলে, যে ধর্ম্মানুষ্ঠান যে আড়ম্বরে, যে প্রণালীতে, যে ব্যয়ানুষ্ঠানে চিরকাল চলিয়া আসিয়াছে, তাহার ব্যতিক্রম ঘটিতে গেলে সামাজিকবর্গ বা আত্মীয়-বৃন্দ বা সহযোগি-সহকর্ম্মি-দল সকলের কাছ হইতেই ওঠে প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা, আসে কারণ দাবী, হয় বিরুদ্ধ আলোচনা বা ঘটে প্রত্যক্ষ বিরোধ। ফলে, ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠান যখন সামাজিক অনুষ্ঠান হইয়া দাঁড়ায়, তখন তাহার পরিবর্ত্তন, পরিশোধন বা পরিত্যজন কেবল নিজের ইচ্ছায় সম্ভব হয় না, সম্ভব করিতে হয় সকলের সম্মিলিত ইচ্ছাকে রূপান্তর দান করিবার পরে।

এই সমস্যা তোমার আছে। তবু আমি তোমাকে দীক্ষা দিয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম,—মন্ত্র সাধন করিয়া যাও, সাধন করিতে করিতে আপনা আপনি মনের পরিবর্ত্তন ঘটিবে, প্রতিবেশের রূপান্তর আসিবে, বিনা দ্বিধায় বিনা তর্কে ঠিক সেই পথটী নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে অনুসরণ করিতে পারিবে, যে পথটী আমি আবালা নহে, জন্ম-জন্মান্তরের তপঃসাধনায়

হইলেও, তিনি যখন যাহা করিতেছেন, তোমার পত্র হইতে মনে হইল যে, তাহা পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যেই । সুতরাং তাঁহাকে এখন তোমার সহিয়া যাইতে হইবে ।

আশীর্ব্বাদ করি, জগতে যে যেই ভাবে আছে, সেই ভাব হইতেই সে পরমেশ্বরকে লাভ করুক । এইটুকুই আসল কথা । কে কেমন সেতু বা সাঁকো দিয়া দুস্তর সাগর পার হইল, তাহা বড় কথা নহে,—পার যে হইল; ইহাই সব চেয়ে দামী কথা । জগতে একজনও যদি আমার শিষ্য না থাকে বা আমার একটী শিষ্যও যদি আমার অভিপ্রেতকে অনুসরণ না করে, তথাপি আমার উদ্বিগ্ন হইবার কারণ নাই, যদি তাহারা যে-কোনও মতে বা যে-কোনও প্রকারে উত্তাল-তরঙ্গ-সঙ্কুল ভবার্ণব নির্ব্বিঘ্নে পার হইতে পারে । ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৭)

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী

৪ঠা শ্রাবণ, ১৩৭৯

হরিওঁ

কল্যাণীয়াসু ঃ—

আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও ।

স্নেহের মা—, অদ্য আর এক স্থানের আর একজনকে পত্র লিখিতে বসিয়া তোমার একটী গুরুতর সমস্যার কথা মনে পড়িল । তাই, লেখনী ধরিলাম ।

এমন একজন মহদ্‌ব্যক্তি তোমাকে নিয়া আমার কাছে আসিলেন যে, তোমাকে আমার দীক্ষাদান করিতেই হইল । আর, তুমিও আমাকে দেখিয়া এত আকৃষ্ট হইলে যে, তোমাকে দীক্ষা-দান না করিয়া পারিলামও না । কিন্তু তোমার সুদৃঢ় পূর্ব্বসংস্কার ছিল, যাহা তোমাকে কিছু কিছু প্রচলিত দেবদেবীর চরণে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল । বিশেষ করিয়া আবার ঐ ঐ দেবতার অর্চ্চনার বাৎসরিক নির্দ্দিষ্ট তারিখে চিরকাল তোমার ঘরে সমাজের ও প্রতিবেশীদের অনেক লোককে নিয়া জাঁকজমক করিয়া এক একটী উৎসব দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে । ধর্ম্মানুষ্ঠান যখন একক সাধনার ব্যাপার হয় বা মাত্র গুটিকতক লোকের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়, তখন সমাজ বা প্রতিবেশীর ভাবনা ভাবিতে হয় না । কিন্তু তাহা না হইলে, যে ধর্ম্মানুষ্ঠান যে আড়ম্বরে, যে প্রণালীতে, যে ব্যয়ানুষ্ঠানে চিরকাল চলিয়া আসিয়াছে, তাহার ব্যতিক্রম ঘটিতে গেলে সামাজিকবর্গ বা আত্মীয়-বৃন্দ বা সহযোগি-সহকর্ম্মি-দল সকলের কাছ হইতেই ওঠে প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা, আসে কারণ দাবী, হয় বিরুদ্ধ আলোচনা বা ঘটে প্রত্যক্ষ বিরোধ । ফলে, ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠান যখন সামাজিক অনুষ্ঠান হইয়া দাঁড়ায়, তখন তাহার পরিবর্ত্তন, পরিশোধন বা পরিত্যজন কেবল নিজের ইচ্ছায় সম্ভব হয় না, সম্ভব করিতে হয় সকলের সম্মিলিত ইচ্ছাকে রূপান্তর দান করিবার পরে ।

এই সমস্যা তোমার আছে । তবু আমি তোমাকে দীক্ষা দিয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম,—মদ্দত্ত সাধন করিয়া যাও, সাধন করিতে করিতে আপনা আপনি মনের পরিবর্ত্তন ঘটিবে, প্রতিবেশের রূপান্তর আসিবে, বিনা দ্বিধায় বিনা তর্কে ঠিক সেই পথটী নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে অনুসরণ করিতে পারিবে, যে পথটী আমি আবাল্য নহে, জন্ম-জন্মান্তরের তপঃসাধনায়

ফলে, আপনা আপনি পাইয়াছি এবং যাহার মধ্য দিয়া আমি ভয়হীন হইয়াছি। দ্বিধা আসে, তবু সাধন কর। দ্বন্দ্ব আসে, তবু সাধন কর। তর্ক আসে, তবু সাধন কর। সংশয় আসে, তবু সাধন কর। সন্দেহ আসে, তবু সাধন কর। চিত্তের চপলতা মনকে দুর্ব্বল করে, তবু সাধন কর। ভয় আসে, তবু সাধন কর। ভাবনা আসে, তবু সাধন কর।

ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠান যখন সামাজিক উৎসবের রূপ নেয়, তখন তাহা হইতে দূরে থাকা বড়ই অসুবিধাজনক। ১৯০৫এ কলিকাতায় স্বদেশী ভাবের উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য হিন্দু-মেলায় ভারত-জননীর পূজা হইয়াছিল। প্রতিমার উপাসনায় রুচিহীন ও অবিশ্বাসী নিরাকারবাদী ব্রাহ্ম স্বাদেশিকেরা তাহাতে যোগদান না করিয়া পারেন নাই। কিন্তু ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠান যখন কাহাকেও মান দেয়, যশ দেয়, কীর্ত্তিমান্ করে বা লোকচক্ষে উঁচু করে, তখন, নিজের আর উহাতে প্রয়োজন নাই বুঝিলেও মানের দায়ে, যশের দায়ে লোক তাহা ধরিয়া রাখিতে বাধ্য হয়, ছাড়িতে পারে না। এবং ইহা সুপ্রসিদ্ধ যে, নিম্ন মানের উপাসনা-পদ্ধতিগুলির প্রতি নিম্নস্তরের মানুষদের আকর্ষণ অনুরাগি-সংখ্যা-গণনায় সত্যই আশ্চর্য্য-জনক ভাবে গরিষ্ঠ।

তোমার ইহাও অসুবিধা। এগুলি আমি বুঝি। বুঝি বলিয়াই, ধ্বংসবাদীদের ন্যায় উপদেশ দিতে যাই না যে, এ সকল ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দাও, দূর কর এ সকল নিষ্প্রয়োজনীয় বালাই। বুঝি বলিয়াই, যাহারা এই সকল নিম্ন মানের উপাসনা-প্রণালীর অনুগমন করে, তাহাদিগকে হেয় ও অশ্রদ্ধেয় জ্ঞান করিয়া কৃপার চক্ষে দেখিতে পারি না বা তাহাদের প্রতি রোষ-কষায়িত-লোচনবহ্নি-নিক্ষেপ করিতে পারি না। আমি নিজে কি জীবনে দেবতার পূজা করি নাই? সেই পূজার ভিতর দিয়া

কি কোনও উচ্চতর গ্রামের সুরমূর্চ্ছনা শুনি নাই? যে যেই মতে বা যেই পথে থাকিয়া ঈশ্বর-ভজন-ব্যপদেশে ইন্দ্রিয়-জগতের ঊর্দ্ধে উঠিতে চাহিয়াছে, তাহার সেই মত ও সেই পথের প্রতি আমার কোনও বিরূপ কটাক্ষ নাই। ইহা আমার এক নিদারুণ অসুবিধা।

আমার সন্তানকে আমি শুধু দীক্ষা দিয়াই তুষ্ট নহি, সকল সন্তানকে অপর সকল সন্তানের সহিত ভেদাভেদ-বর্জ্জিত ভাবে একাসনে বসাইয়া এক অদ্বিতীয় পরমমহেশ্বরের ভজনে পূজনে আরাধনে একমুখ ও একাগ্র করিতে চাহি। কারণ, ইহার মধ্য দিয়া বিশ্বের সকল ভিন্ন ভিন্ন মতের লোককে একত্র করিবার পথ প্রশস্ত হইবে। ধর্ম্মপ্রচার নহে, বিশ্ববাসীর একত্র মিলনের উপায়টী প্রতিজনের করতলগত করিয়া দেওয়াই আমার লক্ষ্য। বিশ্ববাসী সকলের মিলনের মুখে বাধা-স্বরূপ দাঁড়াইয়াছে ধর্ম্ম, অতএব ইহাকে চূর্ণ কর,—ইহাই যখন শুনিতেছি দিগ্‌বিদিকে উচ্চকণ্ঠ-স্লোগান, তখন আমি ধর্ম্মকে দিয়াই বিশ্ববাসীর ঐক্য প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিতে উদ্যত হইয়াছি। আমার সহিত সাধারণ ধর্ম্ম-প্রচারকারীর হয়ত এখানেই রহিয়াছে মৌলিক পার্থক্য। এজন্য আমি গর্ব্ব করি না কিন্তু ইহা আমাকে বিশেষত্ব দিয়াছে, এই সত্য কথা প্রয়োজন-ক্ষেত্রে তোমাদের আত্মবিশ্বাস বাড়াইবার জন্য, তোমাদের নিষ্ঠাকে দৃঢ়তর করিবার জন্য বলিবার প্রয়োজনও ত মা রহিয়াছে।

আমি জানি, আমি কে কিন্তু আমি আমাকে ভগবানও বলি না, অবতারও বলি না। আমি বলি, তোমরাই আমার ভগবান, তোমরা প্রতিজনে ভগবানের এক একটী বিশেষ অবতার, তোমরা প্রতিজনে সাধুজনের পরিত্রাণের জন্য, দুস্কৃতের বিনাশের জন্য, ভোগপঙ্কিল পাপের পৃথিবীতে দিব্য জীবনের উদ্‌ঘাটনের জন্য এক একটী সুনির্দ্দিষ্ট মহদুদ্দেশ্য

নিয়া আসিয়াছ। তাহার জন্যই তোমাদের নিবিড়, গভীর, একাগ্র, একনিষ্ঠ, বহুপরায়ণতাবর্জ্জিত, ও সুদূরপ্রসারী সাধন চাই। * * *

ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬০)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্কী
৬ শ্রাবণ, শনিবার, ১৩৭৯
(২২ জুলাই, ১৯৭২)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

একটী অনখণ্ড মহিলা, হরিওঁ হরিওঁ বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে গুরুতর আশঙ্কাজনক সিজারিয়ান্ অস্ত্রোপচারের হাত হইতে বাঁচিয়া গিয়াছেন শুনিয়া আনন্দে গদ্‌গদ হইয়াছি। সন্তান-প্রসবের জন্য ঐদিন ঐরূপ একটা অসম্পূর্ণ হাসপাতালে তাঁহার উপরে সিজারিয়ান্ চলিলে তিনি নিশ্চিত মৃত্যুকবলিতা হইতেন। নাম করিতে করিতে আচম্বিতে তাঁহার জরায়ুস্থ সন্তান বিপরীত অবস্থা হইতে স্বাভাবিক অবস্থায় আসিয়া গেল, শুনিয়া ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমিও অভিভূত হইয়াছি।

নামের শক্তি আমরা আরও অনেক দেখিয়াছি। বিলনিয়ার সনাতন ছিল বন-বিভাগের কর্ম্মচারী, ফরেষ্টার। দেশ-ব্যবচ্ছেদের পরে পাকিস্তানী মুসলমানদের ভারত-বিদ্বেষ যখন তুঙ্গে উঠিল, তখন তাহারা সনাতনকে হঠাৎ জোর করিয়া ধরিয়া পাকিস্তানীয় পূর্ব্ববঙ্গে নিয়া যায়

এবং তাহাকে ক্ষুরধার খড়্গ দ্বারা কাটিবার জন্য তাহা বালি দিয়া শানাইতে সুরু করে। সনাতন প্রাণ ভয়ে অবিরাম "হরিওঁ" "হরিওঁ" করিয়া চীৎকার করিতে থাকে। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীভগবানের আসন টলিল। তিনি ঘাতকদের মধ্যে অহঙ্কারের আবির্ভাব ঘটাইলেন। সনাতন চৌধুরী বলিয়া যাইতেছিল হরিওম্, হরিওম্, ঘাতকদলের নেতা, এক বৃদ্ধ মৌলভী শুনিতে লাগিলেন,—"মরিয়ুম্, মরিয়ুম্।" নোয়াখালীয় ভাষায় "করিয়ুম" মানে "করিব," "পড়িয়ুম্" মানে "পড়িব," "মরিয়ুম" মানে "মরিব"। মৌলভী বলিলেন,—কি রে শ্যালা, মরিয়ুম মরিয়ুম বলছিস্ কেন রে? তোর নিজের ইচ্ছায় তুই মরবি, এমন ক্ষমতা তোর কোথায়? আমরা মারব, তবে মরবি। থাম্, থাম্। কিন্তু সনাতন থামিল না। সে "হরিওম্" "হরিওম্" বলিয়া যাইতে লাগিল! বৃদ্ধ মৌলবীর মনে দয়ারও সঞ্চার হইয়াছিল এবং অন্য দিকে তিনি নিজেই সনাতনের জীবন-মরণের মালিক বলিয়া নিজেকে মনে করিতে-ছিলেন। তিনি বিরক্ত হইলেন। বলিলেন—কি? এত বড় আস্পর্দ্ধা যে আমরা না মারিলেও তুই মর্বি? না, তোকে মরতে দেব না, যা শ্যালা, চলে যা। কত বাহাদুরি দেখ। বলছে কিনা মরিয়ুম, মরিয়ুম। না মরবি না, কিছুতেই মরবি না, বাঁচবি।

দুর্ব্বৃত্তেরা সনাতনকে ছাড়িয়া দিল, নরমেধযজ্ঞ আর হইল না। এখনো যদি তোমরা বিলনিয়ার কালীনগর পল্লীতে গিয়া সনাতনকে এই বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা কর, দেখিবে, ভক্তিতে, কৃতজ্ঞতায় এবং অতীত স্মৃতি-জাগরণের ভীতিতে সর্ব্ব অঙ্গে কাঁপিতে কাঁপিতে আর অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে সে তোমাকে এই সত্য কাহিনীটী শুনাইয়া দিবে। সনাতন পাগলও নহে, অশিক্ষিতও নহে। সে প্রকৃতিস্থ একজন স্বাভাবিক মানুষ।

ধ্রুবং প্রেম্না

অতীতে এরূপ ঘটনা হইতে আমরা আরও দেখিয়াছি। নোয়াখালীর মাধবসিং গ্রামে ফাঁসিতে মৃত একটী ভদ্র মহিলাকে অবিরাম হরিওঁ হরিওঁ শুনাইতে শুনাইতে বাঁচিয়া উঠিতে আমরা দেখিয়াছি। দেখিয়াছি ১৯৪২ এর ইংরাজ সৈন্যদের ময়নামতীতে শিবির স্থাপনের সময়ে, দেখিয়াছি পাকিস্তান-সৃষ্টির মত্ততায় প্ররোচিত ১৯৪৬-৪৭ এর কলিকাতার হত্যাকাণ্ডের সময়ে। খুব সম্প্রতি মেদিনীপুর জেলার একটী গ্রামে জলে ডোবা এবং মৃতাবস্থায় প্রাপ্ত একটী শিশুর পুনর্জ্জীবন লাভও শত শত জনে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। 'হরিওঁ' মহানাম যে পরম শক্তির উৎস, তাহা তোমার বর্ণিত অখণ্ড মহিলাটী নূতন করিয়া আবিষ্কার করিলেন। কিন্তু তোমরা আমার শিষ্যকুল কয়জনে এই নামের এই অসামান্য শক্তিতে বিশ্বাসী?

তোমরা যদি বিশ্বাসী হইতে, তাহা হইলে দীক্ষিত হইবার পরেও উপাসনায় যোগদানে অবহেলা করিতে পারিতে না। তোমরা যদি বিশ্বাসী হইতে, তবে মণ্ডলীর সভাপতি, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ হইবার পরেও নিজ নিজ গৃহে শত দেবতার মূর্ত্তি অর্চ্চনা করিতে পারিতে না। তোমরা অবিশ্বাসী অথচ নিজেদিগকে আমার শিষ্য বলিয়া পরিচয় দেওয়ার একটা ফ্যাশান ধরিয়াছ। আমার সুচিন্তিত নির্দ্দেশ এই যে, যাহারা আমার নিকটে দীক্ষিত হইবার পরেও উপাসনা-প্রণালীতে লিখিত উপদেশগুলি পালন করে না, তাহারা অবিলম্বে অখণ্ডমণ্ডলীর নেতৃস্থানীয়তা ও কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির দায়িত্বগুলি হইতে পদত্যাগ করুক। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(সমাপ্ত)

অখণ্ড-সংহিতা

বা

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের
উপদেশ-বাণী